কর্ম্মবীর

কিশোরীচাঁদ মিত্র

'সাহসী কিশোরীচাঁদ 'ফীল্ড'-সম্পাদক,
লিখিতে বলিতে পটু, স্বদেশ-পালক।"

দীনবন্ধু

"রহিবে তোমার নাম উজ্জ্বল হইয়া
এ গৌড়ভাণ্ডার মাঝে, যথা আভাময়
মণিখণ্ড রাজালয়ে থাকয়ে শোভিয়া।"

রাজকৃষ্ণ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
M.A., F.S.S., F.R.E.S.
বিরচিত

কলিকাতা

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

[মূল্য তিন টাকা মাত্র

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্
আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রালয়ে
শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

'স্বর্গে ও মর্ত্তে সম্বন্ধ আছে'

কবির এই প্রতিভা-প্রেরিত বাণীর সত্যতা

যাঁহার স্বর্গারোহণের পর প্রতিনিয়ত হৃদয়ে অনুভব করিতেছি,

আমার সেই

পরমারাধ্যা পরলোকনিবাসিনী মাতামহী দেবীর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে,

তাঁহার পিতৃদেবের অলৌকিক মর্ত্ত্যজীবনের

এই অসম্পূর্ণ চিত্র

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নিবেদিত হইল।

বিজ্ঞাপন

এই প্রস্তাবটী আমার সর্ব্বপ্রথম রচনা। সন ১৩২০ সালে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সম্পাদিত "আর্য্যাবর্ত্তে" উহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই উক্ত মাসিকপত্রখানির প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে, পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয়ের আগ্রহে, তৎসম্পাদিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় সমগ্র প্রস্তাবটী প্রকাশিত হয়। এক্ষণে উহা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

প্রথম রচনার অনেক দোষ এই গ্রন্থে পরিলক্ষিত হওয়া সম্ভব। অবসরাভাব বশতঃ সেগুলি সংশোধন করিতে পারি নাই। প্রস্তাবটীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পর কিশোরীচাঁদ মিত্রের ত্রিশ চল্লিশটী বক্তৃতা এবং অন্যান্য অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, সেগুলির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যতম পৌত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বহু পরিশ্রমে কিশোরীচাঁদের জীবনী সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, তাহারও উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারি নাই।

যাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য লাভ করিয়াছি, এই গ্রন্থপ্রকাশে যাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ ছিল, আমার সেই পরমারাধ্য মাতামহ নীলমণি দে মহাশয় গত ১০ই চৈত্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দে নবতিবর্ষ

বয়সে পদার্পণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে এই গ্রন্থখানি আমারই দীর্ঘসূত্রতা দোষে প্রকাশিত হইল না, এ মনঃক্ষোভ কখনও দূর হইবে না।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট
১লা জানুয়ারি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট—

চিত্রসূচী

ভ্রম-সংশোধন

১৪১ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ পংক্তিতে '৬ই মে'র পরিবর্ত্তে ৬ই ফেব্রুয়ারী পঠিতব্য।

কিশোরীচাঁদ মিত্র

কিশোরীচাঁদ মিত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি মহান যুগপরিবর্ত্তনের কাল বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আমাদের দেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। নারায়ণ ও বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্য যে দেশ প্রেম ও করুণার, জ্ঞান ও ভক্তির স্রোতে এককালে প্লাবিত করিয়াছিলেন, কর্ণ ও দ্রোণ, ভীম ও অর্জ্জুনের বীরত্বগাথায় যে দেশ এককালে উত্তেজিত হইত, দেবব্রতের দৃঢ়তা, হরিশ্চন্দ্রের দান, দধীচির আত্মোৎসর্গ স্মরণ করিয়া যে দেশ এককালে গৌরবান্বিত বোধ করিত, কপিল ও গৌতম, জৈমিনি ও পতঞ্জলি, ব্যাস ও কণাদের অপূর্ব্ব জ্ঞান-সাধনা যে দেশকে মহিমমণ্ডিত করিয়াছিল, বাল্মীকি ও বেদব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি যে দেশকে বীণাপাণির বীণাধ্বনি শুনাইয়াছিলেন, সেই তুষারমণ্ডিত হিমাচল হইতে বীচিবিক্ষুব্ধ ভারত-মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আমাদের এই সোনার দেশ তখন অরাজকতায় বিধ্বস্ত, অত্যাচারে পীড়িত, লাঞ্ছিত ও শক্তিহীন। তখন অধর্ম্ম ও অবিশ্বাস জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব

করিতেছে। যে দেশে জ্ঞানের সূর্য্য প্রথম উদিত হইয়া জগতের অজ্ঞান-তিমির বিনষ্ট করিয়াছিল সেই দেশ তখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আপনি সুপ্ত। আর সে নিষ্কাম সাধনা নাই, আর সে আত্মোৎসর্গ নাই। নারায়ণ অথবা বুদ্ধের উপদেশ, ভীমার্জ্জুনের বীরত্ব-গাথা, দেবব্রতের দৃঢ়তা, কর্ণ অথবা দধীচির আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর স্বার্থান্ধ দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না, বিপ্লবের তাণ্ডবে বাণীর ক্ষীণ বীণাধ্বনি নীরব।

দেশ তখন প্রাচ্য আদর্শ হারাইতেছে। প্রতীচ্য জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তখনও দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই।

এই সময়ে বঙ্গের অন্ধকার আকাশে আলোক দেখা দিল। অতি অল্প লোকই প্রথমে সে আলোক দেখিতে পাইল। রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারবিষয়ক চেষ্টা তাঁহার সামসময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে যে অতি অল্পলোকেরই সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি তাঁহার সময়ের বহুপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের উপকারিতা ও মহত্ত্ব বঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে আজ যেরূপ উপলব্ধ হইতেছে তখন সেরূপ হয় নাই। দেশ তখনও তাঁহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। রাজা রাধাকান্ত দেবের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও সতীদাহনিবারণবিষয়ক বিধির বিরুদ্ধে এবং বহুবিবাহের সমর্থনে আন্দোলন করিয়াছিলেন। "বিধর্ম্মী" রামমোহন প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে কোনও হিন্দু সন্তানকে সে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন না, ইহা তৎকালীন হিন্দুনেতৃগণ স্যর হাইড্ ঈষ্টকে প্রকাশ্যে বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তখন কুসংস্কার আপনার প্রভাব এতদূর বিস্তৃত করিয়াছিল যে, রামকমল সেনের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও "আদর্শ শিক্ষক" ডিরোজিওকে হিন্দু

কলেজ হইতে অপসারিত করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের আলোক কতদিন অসত্যের অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিতে পারে? জ্ঞানের জ্যোতিঃ কতদিন অজ্ঞান-তিমিরে নিষ্প্রভ থাকে? কুসংস্কার কতদিন ন্যায় ও যুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে? দেশে বিপ্লব সূচিত হইল। এই বিপ্লবে পাশ্চাত্য শিক্ষার নূতন আলোকপ্রাপ্ত রামগোপাল ঘোষপ্রমুখ হিন্দু-কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রগণ প্রধান অভিনেতা।

যদি এই ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় যুবকগণ শান্তভাবে দেশের কুসংস্কার ও কদাচার দূরীকরণের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমাদের দেশ আরও দ্রুত গতিতে উন্নতির সোপানে উঠিতে পারিত। কিন্তু যেমন রাষ্ট্রবিপ্লবে, তেমনই ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবে। বিপ্লব বুঝি অমিতাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বাহুল্যের নামান্তর। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীরাজ্যে অরাজকতা ও অত্যাচার নিবারণের জন্য যে রাষ্ট্রবিপ্লব উত্থিত হইয়াছিল তাহা যেরূপ অধিকতর অরাজকতা ও অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল, আমাদের দেশেও তেমনই এই নব্য ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারকগণ সংস্কারের নামে নানাপ্রকার অমিতাচার ও বাহুল্যের অবতারণা করিলেন। প্রাচীতে যাহা আছে সকলই কুসংস্কারদুষ্ট, প্রতীচ্যে যাহা আছে তাহাই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই নব্য সংস্কারকগণ প্রাচ্য আচার-ব্যবহার পদদলিত করিয়া প্রতীচ্য আচার-ব্যবহারের অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "ইঁহারা শূকর ও গোমাংসের দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া মদ্যপাত্রের মধ্য দিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন" (Were "cutting their way through ham and beef and wading to liberalism through tum-

blers of beer")। কৃষ্ণমোহন প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। একজন ছাত্র প্রকাশ্য সভায় বলিলেন, "যদি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কিছু ঘৃণা করি তাহা হইলে সে হিন্দুধর্ম্ম।" প্রকাশ্যে অখাদ্য আহার করিয়া হিন্দুগণ "সংস্কারকের" গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, হিন্দুকলেজের একজন ছাত্র গোমাংস ভিন্ন অন্য কোনও মাংস আহার করিতেন না। মদ্যপান এতদূর প্রচলিত হইয়াছিল যে রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় ব্যক্তিও এই সময়ে আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াছিলেন। বিপ্লবের প্রভাবসম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা আর কি অধিক প্রমাণ আবশ্যক ?

কিন্তু এই নব্য "সংস্কারকগণের" কয়েকটি অসাধারণ গুণ ছিল। এস্থলে সে সকলের উল্লেখ না করিলে তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায় করা হয়। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহাদিগের সেই অনুপম উদ্যম, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তনে তাঁহাদের সেই আন্তরিক চেষ্টা, বহুবিবাহ প্রভৃতি আচারের সংস্কারের জন্য তাঁহাদের প্রশংসনীয় প্রযত্ন, এতদ্দেশবাসিগণের জন্য রাজনীতিক অধিকারলাভের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রয়াস, যাহা সত্য ও কল্যাণকর বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা প্রচারের জন্য তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ও আত্মত্যাগ, তাঁহাদিগের অসামান্য মানসিক বল ও স্বদেশহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী আমাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

আমরা বলিতেছিলাম, যেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে দেশে নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচারের আবির্ভাব হয় আমাদিগের এই ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লবের সময়ও চতুর্দ্দিকে সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচারের দৃষ্টান্ত দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু যেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় না, ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষ আপনাদের ভ্রম দেখিতে পান,

উভয়পক্ষ ত্যাগস্বীকার করেন এবং সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করেন, এস্থলেও ঠিক সেইরূপ হইল। অতি-মাত্রায় রক্ষণশীল সমাজনেতৃগণ ক্রমে ইংরাজীশিক্ষিত নব্যদিগের গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিলেন; বুঝিতে পারিলেন, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নব্যদিগের মধ্যে কত শক্তি নিহিত আছে এবং তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলে সমাজের কত ক্ষতি। অপব পক্ষে নব্য "সংস্কারকগণ" অমিতাচার ও অত্যাচারের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন যে, সর্ব্ববিষয়ে প্রতীচীর অনুকরণই বাঞ্ছনীয় নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মিলনের চেষ্টা হইতে লাগিল।

উভয় পক্ষ পরস্পবকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিতেছিলেন তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা দেখাইতে চাহি। রাজা রাধাকান্ত দেব ও রামগোপাল ঘোষকে যথাক্রমে রক্ষণশীল ও সংস্কারপ্রার্থী পক্ষের নেতা বলিলেও চলে। ইহাঁরা পরস্পরকে কিরূপ ভাবে দেখিতেন, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 'রামগোপাল' স্মৃতিসভায় ৺ কৈলাসচন্দ্র বসুর বক্তৃতা হইতে প্রতীয়মান হইবে—

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা টাউনহলে চার্টার সভায় রামগোপালের বক্তৃতা সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ করিয়া রামগোপাল যে আসনে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই আসন হইতে নামিয়া আসিলে রাজা রাধাকান্ত দেব স্নেহপূর্ণভাবে তাঁহাকে বলিলেন—"ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, যাহাতে তুমি দীর্ঘকাল স্বদেশের সেবায় আত্মশক্তি নিযুক্ত করিতে পার। তুমি আমাদের সমাজের মুখপাত্র—আমাদের জাতির অলঙ্কার।" রাম-গোপাল নতমস্তকে বলিলেন, "আমি যে আপনাকে আশায় হতাশ করি নাই ইহা শুনিয়া আমি পরম গৌরবান্বিত হইলাম। কিন্তু

আপনি দেশের আশা, আপনি দেশের যে স্থায়ী হিত করিবেন, সে হিতসাধন আমার সাধ্যাতীত।”

আর একটি দৃষ্টান্ত—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটী নিমতলার বর্ত্তমান শ্মশান ঘাটটী স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন, সেই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দুগণের প্রতিনিধিস্বরূপ দণ্ডায়মান রামগোপালের তীব্র প্রতিবাদ ও অগ্নিময়ী বক্তৃতা।

এই জন্যই বলিতেছিলাম, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি যুগপরিবর্ত্তনের সময়—একটি মহাসঙ্কটকাল (critical period) বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। যাঁহারা অন্ধভাবে দেশের কুসংস্কার-কদাচারগুলি পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন এবং যাঁহারা প্রাচ্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া অন্ধভাবে প্রতীচ্যপদ্ধতি প্রচলনের প্রয়াস পাইতেছিলেন তাঁহারা উভয় পক্ষই যেন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; প্রাচ্যে যাহা সুন্দর তাহার রক্ষণে, প্রতীচ্যে যাহা মঙ্গলময় তাহার গ্রহণে, প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে যাহা কুৎসিত তাহার পরিবর্জ্জনে, দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ দেখিতে পাইলেন। এই সময়ে যেন আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও সমাজ কিরূপ আকৃতি ধারণ করিবে তাহাই নিরূপিত হইতেছিল। যাঁহারা মৃত-ধর্ম্মকে পুনরায় সঞ্জীবিত ও কুসংস্কারান্ধ সমাজকে উন্নত করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের প্রতিভা ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রস্তুত ও সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন সেই সকল মহাপুরুষ চিরকাল আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক পুনঃপ্রচারিত উপনিষদ্‌-ধর্ম্মের অন্যতম প্রচারক, বহুবিবাহনিবারণবিষয়ে সর্ব্বপ্রথম আন্দোলনকারী, অন্যান্য সামাজিক সংস্কারের জন্য প্রযত্নবান, দেশের শিল্পোন্নতি ও স্ত্রীশিক্ষা-

বিস্তারের অন্যতম উদ্যোগী কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সকল ব্যক্তির মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিলেন।

কেবল ধর্ম্মে ও সমাজে নহে, রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রেও এই সময়ে এক নূতন আলোক দেখা দিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর যে রাজনীতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহাত্মা জর্জ্জ টম্‌সনের উপদেশে, নব্য ভারতের 'ডিমস্থিনিস্' রামগোপালের নেতৃত্বে, প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল ও দিগম্বর, রাধাকান্ত ও রমানাথ প্রভৃতি মহাত্মগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তাহা অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। এই সময়ে দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র ও দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদনে রাজনীতিক আন্দোলনের এক নূতন পথ দেখাইলেন; তাঁহাদের গভীর পাণ্ডিত্য, দূরদর্শিতা ও কৃতিত্ব দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইল। ড্যালহৌসীর অন্যায় উপায়ে রাজ্যবিস্তার, সিপাহীযুদ্ধের সময়ে অদূরদর্শী ইংরাজগণের জাতিবিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা-গ্রহণচেষ্টা, এবং দরিদ্র প্রজাগণের প্রতি নীলকরগণের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুইটি শক্তিশালিনী লেখনী নিয়োজিত হইল। মনীষী কিশোরীচাঁদও ইহাঁদের সহিত রাজনীতিক ক্ষেত্রে মিলিত হইলেন। সভায় যাঁহার নির্ভীক বক্তৃতা সাধারণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আশা উৎপাদন করিত, 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' যাঁহার প্রতিভা-প্রদীপ্ত রাজনীতি ও দেশোন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী জনসাধারণকে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিত, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সেই কিশোরীচাঁদের লোকমত গঠনে ও লোকশিক্ষাপ্রদানে কিরূপ অসামান্য প্রভাব ছিল এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করা অসম্ভব।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন

প্রভৃতি পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবাপন্ন সাহিত্যসংস্কারকগণ এই সময়ে এক যুগান্তর প্রবর্ত্তন করেন। কিশোরীচাঁদ আজীবন ইংরাজী সাহিত্যেরই চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় কখনও কোনও রচনা লিখেন নাই। কিন্তু এই নূতন ভাষাসংস্কারে তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল। এবং এই সহানুভূতি তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অতি উজ্জ্বলভাবে পরিদৃশ্যমান।

দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, গুণ কল্পান্তস্থায়ী—আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্র ইহাই শিক্ষা দেয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশের সেই মহাসঙ্কট সময়ে, যখন দেশ অবনতির সোপানে অতি দ্রুতগতিতে অবতরণ করিতেছিল, তখন যে সকল মহাপুরুষ শত অত্যাচার ও শত নিগ্রহ সহ্য করিয়া ধর্ম্মের জন্য, নীতির জন্য, রাজনীতিক অধিকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, অপূর্ব্ব মানসিক বল, অদ্ভুত দেশহিতৈষণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, বিশ্বব্যাপিনী সহানুভূতি ও সবল মনুষ্যত্বের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদিগের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেহত্যাগ করিলেও জীবিত আছেন। আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মবিশ্বাস, আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার, আমাদের রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা, যে সকল বিষয় দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে আমরা সকলে ক্ষুদ্র অথবা মহৎ শক্তি লইয়া নিরাশ অথবা আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিচরণ করিতেছি, বিফলকাম অথবা সফলকাম হইতেছি, সেই সকলের মধ্যে তাঁহাদিগের শক্তি নিহিত আছে। আমাদিগের মধ্যে সে ভাব অদৃশ্য, সে শক্তি অজ্ঞাত রহিলেও ইহা নিশ্চয় যে আমরা তাঁহাদেরই পুণ্য-পদাঙ্কের অনুসরণ করিতেছি, তাঁহাদিগেরই সৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদেরই রোপিত বৃক্ষের ফল আহরণ

করিতেছি। আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, সেইজন্য এই সকল মহাপুরু-ষের পবিত্র স্মৃতির পূজা করি না; তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মহৎ আদর্শের অনুসরণ করি না; তাঁহাদিগের গুণাবলীর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি না।

আমাদের দেশে এক নূতন আলোক দেখা দিয়াছে—এক নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে, এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে। এই চাঞ্চল্য জীবনের লক্ষণ; কিন্তু তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় মানুষকে পাগল করে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে। ইহা হইতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। তাই জ্ঞানীরা এই সময়ে মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন। সেইজন্য এই সময়ে আমাদের দেশের যথার্থ কর্ম্মবীরগণের মহৎ জীব-নের আলোচনার উপকারিতা বিশেষরূপে মনে উদিত হয়। তাঁহা-দিগের কার্য্যাবলী স্মরণে চিত্তে উন্নত ভাবের উদয় হয়, নিরাশ হৃদয়ে আশার আলোক প্রবেশ করে, আত্মত্যাগস্পৃহা জন্মে, পরোপকার প্রভৃতি মনের উচ্চ বৃত্তিসমূহ অসাধারণ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এই সকল কারণে আমাদের বহু অক্ষমতা সত্ত্বেও আমরা কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনকথার আলোচনা করিতে সাহস করিতেছি।

কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সমকালীন ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ এক্ষণে প্রদান করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে। পুরাতন কাগজ-পত্রাদি হইতে আমরা তাঁহার বিষয় যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাই বর্ত্তমান প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হইল। যোগ্যতর ব্যক্তি কিশোরী-

চাঁদের কথা লিখিবার ভার গ্রহণ করিলে ভাল হইত। কিন্তু হয় ত যে সকল কাগজপত্রাদি এখনও পাওয়া যায় সে সকলও পরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের দেশের একজন কর্ম্মবীরের কীর্ত্তিকাহিনী চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

জননী—আনন্দময়ী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বংশপরিচয়

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২২শে মে নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটস্থ পৈত্রিক ভবনে কিশোরীচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন।

কিশোরীচাঁদের পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁদিগের আদি নিবাস হুগলী জিলার পাণিসেহালা গ্রামে। গঙ্গাধর ক্রোরপতি রামদুলাল সরকারের আশ্রয়দাতা, হাটখোলার বিখ্যাত ধনী মদনমোহন দত্তের এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং কলিকাতায় ব্যবসায়বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি রামদুলাল সরকারের কারবারের একজন অংশীদার ছিলেন। ইনি একজন সাধু ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। নিমতলা ষ্ট্রীটে এখনও ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দৃষ্ট হয়।

গঙ্গাধরের তিন পুত্র—রামনারায়ণ, নিমাইচরণ ও নন্দলাল।

জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি কোম্পানীর কাগজ, হুণ্ডী প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা আপনার অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন এবং একটি জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং ধর্ম্মপুস্তকের ও ধর্ম্মসঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। ইনিই রাধামোহন সেনের সাহায্যে 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি সে কালের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট সবিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইনি কোন্নগরনিবাসী রামমোহন ঘোষের কন্যা আনন্দময়ীর পাণিগ্রহণ করেন। রামনারায়ণের পাঁচ পুত্র—মধুসূদন, শ্যামচাঁদ, নবীনচাঁদ,

প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ। শ্যামচাঁদ ষোড়শ বর্ষ বয়সেই গতাসু হন। মধুসূদন ও নবীনচাঁদ পিতার তত্ত্বাবধানে জমীদারীসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হন। প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ সাহিত্যসেবা ও দেশসেবা দ্বারা তাঁহাদিগের নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

কিশোরীচাঁদের শৈশবের বিশেষ বিবরণ কিছু অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রকাশ আছে যে, তিনি জনকজননীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া পিতামাতারও অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। কিশোরীচাঁদের জননী আনন্দময়ী এক দিকে যেরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন, অন্য দিকে সেইরূপ কোমলপ্রাণা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। যদিও তাঁহাদিগের সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, তথাপি আনন্দময়ী বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষিতা ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, 'আধ্যাত্মিকা'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যখন তিনি পাঠশালায় প্রথম শিক্ষাগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতামহী, মাতাঠাকুরাণী ও পিতৃব্যপত্নীগণকে বাঙ্গালা পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেখিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের প্রতিও কিশোরীচাঁদের অসীম অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ প্যারীচাঁদকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন; প্যারীচাঁদেরও কনিষ্ঠের প্রতি অসাধারণ স্নেহ ছিল। প্যারীচাঁদ নিজে একজন কর্ম্মব্রত মহাপুরুষ ছিলেন এবং তিনি বালক কিশোরীচাঁদের হৃদয়ে যে প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। জীবনে দুই ভ্রাতা দুইটি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই,—কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক ছিল। অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে দেশবাসিগণকে জ্ঞানের আলোকে লইয়া যাইবার জন্য, কুসংস্কারের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য, কুৎসিত আচার

প্যারীচাঁদ মিত্র

হইতে সমাজকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, দেশের রাজনীতিক অবস্থাকে উন্নত করিবার জন্য—এক কথায়, দেশের শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধনের জন্য—তাঁহারা উভয়েই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাধনা ভিন্ন প্রকারের হইলেও উভয়ের মন্ত্র এক। এই দেশহিতব্রত-মন্ত্রে কিশোরীচাঁদ প্যারীচাঁদ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্যারীচাঁদই তাঁহার জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে প্যারীচাঁদের প্রভাব অসাধারণ। কিশোরীচাঁদের চরিত্র, রুচি ও শিক্ষাবিষয়ে প্যারীচাঁদের কিরূপ প্রভাব ছিল, বুঝিতে হইলে প্যারীচাঁদের জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১২২১ বঙ্গাব্দে ৮ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই, ১৮১৪ খৃঃ অব্দে) প্যারীচাঁদ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে একজন গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় এবং পরে একজন মুন্সী কর্ত্তৃক পারসিক ভাষায় শিক্ষিত হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ইনি হিন্দুকালেজে একাদশ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। প্রথম প্রথম উচ্চারণদোষ ও গ্রাম্যতার জন্য তিনি সহপাঠীদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও আশ্চর্য্য মেধা শিক্ষক ও সহপাঠীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট একবার একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধরচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্যারীচাঁদ তাঁহার সহপাঠী দিগম্বর মিত্র ও অন্যান্য প্রতিভাশালী ছাত্রগণকে পরাজিত করিয়া উহা লাভ করেন। যখন তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন, তখন তিনি

১৬৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ছাত্রজীবনে এই বৃত্তিলাভ তখন অত্যন্ত সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। প্যারীচাঁদ গণিতশাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু গণিতাধ্যাপক ডাক্তার টাইট্‌লার তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্যারীচাঁদ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। এই কারণে ডাক্তার টাইট্‌লার তাঁহাকে "দার্শনিক" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কথিত আছে, একদা স্যর জন গ্রাণ্ট কালেজ পরিদর্শনকালে কোনও ছাত্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত ডাক্তার প্যারীচাঁদকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "এই যে আমাদের দার্শনিক মহাশয়।"

প্যারীচাঁদের পঠদ্দশায় হিন্দু-কলেজ এক মহাপুরুষের প্রভাবে এক নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই মহাপুরুষ আর কেহই নহেন—জ্ঞানবীর মহাত্মা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। কলেজের তৎকালীন ছাত্রগণের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। এই অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক অসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞান লইয়া যখন হিন্দুকলেজের সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তখন সত্যসত্যই ছাত্রগণের হৃদয়ে এক মহা নবভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি ছাত্রগণের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নির্ভীকতা ও স্বাধীনতার সহিত সার সত্যের অনুশীলন করিতে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা বিফল হয় নাই। দেশপ্রাণ রামগোপাল, সত্যনিষ্ঠ রামতনু, কর্ম্মব্রত রমাপ্রসাদ, ব্রহ্মনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ, পরহিতব্রত শিবচন্দ্র, জ্ঞানবীর কৃষ্ণমোহন, আদর্শচরিত্র প্যারীচাঁদ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই মহাপুরুষের সংসর্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন ও কার্য্য সমালোচনা করিলে

হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। কিশোরীচাঁদ তাঁহার "হিন্দু-কালেজের ইতিহাস" নামক বিখ্যাত সন্দর্ভে এই মহাত্মার শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ—"শিক্ষকরূপে তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য শিক্ষকদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল ছিল। তিনি মনে করিতেন যে, কেবল শব্দমালা নহে, পরন্তু বিষয়শিক্ষাদানও তাঁহার কর্ত্তব্য; কেবল মস্তিষ্কের নহে, পরন্তু হৃদয়ের বিকাশসাধনও তাঁহার কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভাবিতে শিখাইতেন; এ দেশবাসীরা যে প্রাচীন গোঁড়ামীর শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলেন, সে শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে শিখাইতেন। মনস্তত্ত্বে ও নীতিদর্শনে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি ছাত্রদিগকে সেই সব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ডিরোজিও তাঁহাদিগকে লক্, রীড, ষ্টুয়ার্ট ও ব্রাউনের মত বুঝাইতেন। তিনি তাঁর অধ্যাপনায় পর্য্যবেক্ষণ শক্তির ও তর্ককৌশলের যে মৌলিকতা দেখাইতেন, তাহা সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের মৌলিকতা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু তিনি কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হইতেন না; পরন্তু নিজ গৃহে, তর্কসভায় ও অন্যান্য স্থানে ছাত্রদিগকে আপনার জ্ঞান-সম্পৎসম্ভাব দান করিয়া পুলকিত হইতেন।"

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ছাত্রগণের চিত্ত ও চরিত্র বিকাশের জন্য একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামক একটী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারীচাঁদ ডিরোজিওর অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত এই সভায় আগ্রহের সহিত জ্ঞানানুশীলন করিতে লাগিলেন, এবং শিক্ষার চিরবন্ধু ডেভিড্ হেয়ার ও ডিরোজিও তাঁহাদের সত্যজ্ঞানের পথপ্রদর্শক হইলেন। এই

সভায় হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা হয়, এই অভিযোগে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ডিরোজিওকে কর্ম্মচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহা শুনিয়া ডিরোজিও স্বয়ং পদত্যাগ করেন (২৫শে এপ্রিল, ১৮৩১)। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগে প্রিয়তম ছাত্রগণের সহিত তাঁহার স্নেহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল না। পুরাতন ছাত্রগণ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন, এবং নূতন ছাত্রগণ পুরাতন ছাত্রগণের নিকট হইতে তাঁহারই অভিনব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে প্যারীচাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাহার কিয়দ্দিন পরে তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান এবং পরে লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি জ্ঞানানুশীলনের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হন। যদিও অধিকাংশ সময় তিনি পুস্তকাদি পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন, তথাপি লাইব্রেরীর কার্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র অমনোযোগ ছিল না। পক্ষান্তরে তাঁহার যত্নে ও পরিশ্রমে লাইব্রেরীর এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ানের পদ ত্যাগ করিলে কিউরেটারগণ তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করেন, এবং পরে প্যারীচাঁদ উক্ত লাইব্রেরীর একজন কিউরেটার নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

যখন তিনি পাবলিক লাইব্রেরিয়ান-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত :হন এবং বিলক্ষণ লাভ করেন। ব্যবসায়ে তাঁহার স্বাভাবিক সাধুতা ইংরাজ বণিক্‌সম্প্রদায়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেল কোং, পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড্

ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট কোং, বেঙ্গল টি কোং, ইষ্ট ইণ্ডিয়া টি কোং, ডয়ং টি কোং প্রভৃতি অনেক কোম্পানির ডিরেক্টর মনোনীত হন। প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সরলস্বভাব ছিলেন এবং সকলকেই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার এই অযথা বিশ্বাসই তাঁহার সম্পত্তির কালস্বরূপ হইল। বিদেশীয় এজেণ্টগণের প্রতারণায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রভূত সম্পত্তি বিনষ্ট হইল। কিন্তু "প্যারীচাঁদ মিত্র অর্থশালী হইয়াও যেরূপ ছিলেন, অর্থ-শূন্য অবস্থাতেও তদ্রূপ ছিলেন। তাঁহার শান্ত সমাহিত চিত্তের প্রসন্নতা কখনও নষ্ট হয় নাই; তাঁহার নীতি ও চরিত্র সাংসারিক আলোক ও ছায়ার সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় পুণ্য কর্ত্তব্য পালনে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।" * তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পরে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে আপনার দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া লন। কিন্তু বাণিজ্যে তাঁহার পূর্ব্বসৌভাগ্য আর ফিরিয়া আসে নাই।

লর্ড ড্যালহৌসীর শাসনকালে এতদ্দেশীয় পুলিশের নানারূপ কলঙ্ক প্রকাশিত হয় এবং তাহার জন্য যে অনুসন্ধানসভা গঠিত হয়, তাহাতে প্যারীচাঁদ এরূপ নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, সকলেই তাঁহার ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

তৎকালে দেশোন্নতিবিধায়িনী যে সকল সভার সৃষ্টি হয়, তাহার সকলগুলিতেই প্যারীচাঁদ আন্তরিকতার সহিত যোগদান করেন এবং বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। বিখ্যাত জর্জ্জ টমসনের উপদেশে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ যে কতিপয় "নব্যবঙ্গ" (Young Bengal) ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী' নামক

* দীনেশচন্দ্র সেন—'প্রদীপ' ৪র্থ বর্ষ।

প্রথম রাজনীতিক সভা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইনিই উহার প্রথম সম্পাদক। পরে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এই সভা Land-holder's Association এর (জমীদার সভার) সহিত মিলিত হইয়া British Indian Association নাম ধারণ করে। প্যারীচাঁদ এই সভারও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি 'বেথুন সোসাইটী' নামক সাহিত্যসভার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। স্কুল বুক্-সোসাইটী ও ভার্ণ্যাকুলার লিটারেচার কমিটীরও তিনি সদস্য ছিলেন এবং এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতহিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের প্রস্তাবে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনিই ইহার প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটী ও এগ্রি-হর্টিকাল্‌চার্য়্যাল্ সোসাইটী প্রভৃতিরও * তিনি সদস্য ছিলেন। স্যর সিসিল বিডনের সময়েও বেলভিডিয়ারে যে কৃষিপ্রদর্শনী হইয়াছিল, প্যারীচাঁদ তাহার একজন বিচারক মনোনীত হইয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যর উইলিয়ম গ্রে তাঁহাকে বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে মনোনীত করেন। তিনি দুই বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং পশুক্লেশনিবারণব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে সাহায্য করেন। পরে

* এই সভার মুখপত্রে প্যারীচাঁদ অনেকগুলি কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; সেগুলির তালিকা এস্থলে প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। (1) Bengal Rice (2) Indian wheat (3) Agriculture in Bengal (4) Department of Agriculture (5) Sugarcane (6) Cultivation of Flax (7) Silk & Paper from the Mulberrybark (8) Madder plant.

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতানিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং উত্তরকালে উহার সহকারী সভাপতি পদে বৃত হন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেসন ও ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস্ অব্ দি পিসের সম্মানও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরলস জীবন সর্ব্বদাই দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার কার্য্য নীরবে ও বিনা আড়ম্বরে সম্পাদিত হইত। যশোলাভের জন্য তিনি কখনও চেষ্টা করেন নাই; যশ তাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইত।

এইবার আমরা সংক্ষেপে প্যারীচাঁদের সাহিত্য-সেবার বিষয় কিছু বলিব। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিক-কৃষ্ণ মল্লিক কর্ত্তৃক 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক একখানি দ্বিভাষী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ ইহাতেই প্রথম প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক একখানি দ্বিভাষী সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন এবং বন্ধু প্যারীচাঁদের হস্তে উহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন। এই পত্র প্রথমে মাসিক, পরে সেপ্টেম্বর (১৮৪২) মাস হইতে পাক্ষিক এবং মার্চ্চ (১৮৪৩) হইতে সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহা 'নব্যবঙ্গ'দিগের মুখপত্র ছিল। এই পত্রিকা পাঠে জানা যায় যে বিখ্যাত জর্জ্জ টমসন এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য আর্থিক সাহায্য করিতেন। তথাপি এই পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্তারা দেখিলেন, তাঁহাদের প্রায় সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া এই পত্র বন্ধ করিয়া দিলেন।

যৌবনে প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্যেরই অধিক সেবা করিয়াছিলেন। ইতিহাস ও রাজনীতিই ইহাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে Society for the Acquisition of General Knowledge (সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা) স্থাপিত হইল। তিনি ইহাতে "হিন্দুরাজত্বকালে হিন্দুস্থান" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা ঐ সভার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় তিনি "জমীদার ও প্রজা" বিষয়ক যে চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহা লর্ড আলবিমার্ল কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড-সভায় উল্লিখিত হইয়া আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তিনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় আরও অনেকগুলি চিন্তাশীল গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সে সকলের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল।—

The Court Amlahs in Lower Bengal ;
Marriage of Hindoo Widows ;
Development of Female Mind in India ;
Agricultural Society of India ;
Department of Revenue, Agriculture & Commerce ;
Indian Wheat ;
Culture of Hindu females ;
Psychology of the Aryyas ;
Commerce in Ancient India ;
Social Life of the Aryyas ;
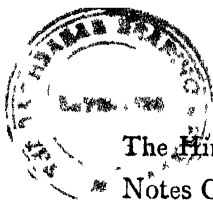
The Hindu Bengal;

Notes On Early Commerce in Bengal.

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের সহধর্ম্মিণী বামাকালী (খড়দহনিবাসী বিখ্যাত তান্ত্রিক ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা) পরলোক গমন করিলে তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হয়। তিনি বাল্যকাল হইতে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন; পরে ইংরাজী শিক্ষার সহিত একেশ্বরবাদী হইয়া উঠেন। কিন্তু এই সময় হইতে তিনি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হন এবং প্রেততত্ত্বানুশীলনেই সময় অতিবাহিত করেন। Banner of Light, Spiritualist এবং অন্যান্য ইংরাজী ও আমেরিকান পত্রিকায় তিনি প্রেততত্ত্বসম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখেন এবং তাহার কতকগুলি Spiritual Stray Leaves ও Stray Thoughts on Spiritualism নামক পুস্তকদ্বয়ে পুনর্মুদ্রিত করেন। তিনি On the Soul, its Nature and Development নামক একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে যখন কর্ণেল অলকট্ ও ম্যাডাম ব্লাভাটস্‌কি এদেশে আগমন করিয়া থিয়সফিষ্ট সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন প্যারীচাঁদ তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ সাহায্য করেন এবং প্রধানতঃ ইহাঁরই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে বঙ্গদেশে ঐ সভার একটি শাখা স্থাপিত হয়। ইনি ঐ সভার সভাপতি ছিলেন।*

প্রাগুল্লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ ব্যতীত তিনি ইংরাজী ভাষায় আরও তিনখানি উত্তম চরিতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ডেভিড হেয়ার, দেওয়ান রামকমল সেন ও কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্টের জীবনচরিত সে কালের বহু

* শেষ বয়সে তিনি যোগসাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এই জন্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বোধ হয়, তিনি সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন।

জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং আমাদিগের নিকট অমূল্য বলিয়া মনে হয়।

আমরা এ পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদের বাঙ্গালা সাহিত্যসেবাসম্বন্ধে কিছু বলি নাই। যখন এ দেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় এবং প্যারীচাঁদের সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা ভাষাকে নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন, তখন কর্ত্তব্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা ভাষা সংস্কারের জন্য এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহার প্রতিভাশালী লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁহার স্থাননির্দ্দেশকালে সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এই "বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক"কে "অতি উচ্চ" আসন প্রদান করিয়াছেন, 'কলিকাতা রিভিউয়ের' ইংরাজ সমালোচক যাঁহার 'আলালের ঘরের দুলালে'র হাস্যরস ইংলণ্ডের গোল্ডস্মিথ ও ফিল্ডিংএর হাস্যরসের তুল্য মনে করিয়াছিলেন এবং অপর কয়েকজন বিজ্ঞ সমালোচক যাঁহাকে মলিয়ার এবং ডিকেন্সের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, 'কপালকুণ্ডলা'র অনুবাদক সিভিলিয়ান মিষ্টার ফিলিপস্ যাঁহার আলালকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, চিরস্মরণীয় মহাত্মা কাওয়েল যাঁহার 'আলালের গুণে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র পুস্তকখানি অনুবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যাঁহার রহস্য শক্তি সম্বন্ধে 'আলালের ঘরের দুলালের' ইংরাজী অনুবাদক মিষ্টার জিঃ ডি অস্‌ওয়েল বলিয়াছেন—"পাশ্চাত্য দেশে থ্যাকারেকে সংযত পরিহাস-রসিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে সম্মান প্রদত্ত হয়, এদেশে প্যারীচাঁদের সেই সম্মান প্রাপ্য,"—সেই প্যারীচাঁদের বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই; প্রশংসা করিবার প্রয়োজনও নাই। এই পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে তাঁহার

কর্ম্মবহুল জীবনের পরিচয় প্রদান করিবার মানস করিয়াছি। তাঁহার পুস্তকাদির বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে প্রদান করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার রচিত পুস্তকাদির তালিকা মাত্র এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

প্যারীচাদের সহিত্য-সাধনার প্রথম ফল 'মাসিক পত্রিকা'। ১২৬১ বঙ্গাব্দের (ইংরাজী ১৬ই আগষ্ট, ১৮৫৪) ১লা ভাদ্র ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। রাধানাথ শিকদার মহাশয়ের সহিত একযোগে তিনি এই পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইহার উদ্দেশ্য স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। সুতরাং অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতিগর্ভ গল্প ও প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার প্রতিসংখ্যার উপরে লিখা থাকিত—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

এই পত্রিকাতেই, 'রামারঞ্জিকা', 'মদ খাওয়া বড় দায়' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। ইহাই বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হাস্যরস ও স্বাভাবিকতার জন্য ইহা উপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল। এই পুস্তকখানি অনেককাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষার্থী ইংরাজ সিভিলিয়ন ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মিষ্টার বীমস্ তাঁহার Modern Aryan Languages of India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন —"টেকচাদ ঠাকুর ছদ্মনামধারী লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালার

সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস রচিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুকরণকারী অনেক; ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার আসন অতি উচ্চে অবস্থিত; ব্যঙ্গাদির হিসাবে তাহা অনেক উৎকৃষ্ট হাস্যরসবহুল ইংরাজী উপন্যাসের তুল্য।"

তিনি ইহার পর 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়', 'কৃষিপাঠ', 'রামারঞ্জিকা', 'গীতাঙ্কুর', 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী', 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা', 'ডেভিড্ হেয়ারের জীবনচরিত', 'আধ্যাত্মিকা' নামক পুস্তকগুলি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার কোনও পুস্তকই বৃহৎ নহে, সকলগুলিই অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত; সকলগুলিই মৌলিক, শিক্ষাপ্রদ এবং জাতীয়ভাবপূর্ণ।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদের সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থগুলি একত্রে 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' নামে প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছিলেন, "তিনিই (প্যারীচাঁদ) প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে; তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের নিকট ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশ উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর উদরী রোগে প্যারীচাঁদের মৃত্যু হয়। দেশের মুখপত্র 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সেই সময়ে লিখিয়াছিলেন:—"ইহাঁর বিয়োগে, আমাদের দেশ একজন প্রধান সাহিত্য-

সেবী, একজন কর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ, একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার একজন অদ্বিতীয় পরিহাসরসিক, একজন দেশপ্রাণ মহাত্মা ও একজন তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রধান উপাসক হারাইল।" ইহার এক বর্ণও অমূলক বা অতিরঞ্জিত নহে।

প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুগণ একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের গভীর শোক প্রকাশ করেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ জে সি মারে, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেণ্ড কে এস ম্যাকডোন্যাল্ড, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মিঃ রবার্ট টার্ণবুল, ডাক্তার ডি বি স্মিথ, মিঃ এইচ এম রস্তমজী, বাবু যদুলাল মল্লিক, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু শিবচন্দ্র দেব, বাবু রামতনু লাহিড়ী, মিঃ সি এইচ এ ডল এবং মিঃ হাজী নুর মহম্মদ জ্যাকেরিয়া এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। প্যারীচাঁদের চরিত্রসম্বন্ধে দুই চারিজন ইংরাজ বক্তার মত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার দেশহিতৈষণা ও সততা সম্বন্ধে চেম্বার অব্ কমার্সের তদানীন্তন সভাপতি কেটলওয়েল বুলেন কোম্পানীর মিষ্টার মারে বলেন,—

"ভারতবর্ষ দুইজন বিখ্যাত লোকের শোকে কাতর,—কেশবচন্দ্র ও প্যারীচাঁদ। কেশবচন্দ্র সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট নিজ মত ব্যক্ত করিতেন, প্যারীচাঁদ দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য কাজ করিতেন। প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা সাহিত্যের ডিকেন্স। তিনি পরিচয়ফলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন যে, তিনি প্যারীচাঁদের অপেক্ষা সাধু ব্যক্তি আর দেখেন নাই। এই সাধুতা ও ভারতবাসী-দিগের হিতচেষ্টার জন্যই তিনি স্মরণীয়।"

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী মিঃ টার্ণবুল বলেন—"তিনি সর্ব্বদাই পরের কথা ভাবিতেন—তিনি মূক প্রাণীদিগের সুখসম্বন্ধেও

উদাসীন ছিলেন না। এই সহরের পথে যে বহু পশুপানীয় জলাধার দৃষ্ট হয়, সে সব তাঁহার কীর্ত্তি। জীবিতকালে তিনি সকলের ভালবাসা শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম লোক স্মরণ রাখিবে; তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে।"

তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ডাক্তার স্মিথ বলেন, "He had known the deceased for about 20 years and could concur with those gentlemen who had spoken in bearing testimony to the beauty of his character." 'তাঁহার সরলতা সম্বন্ধে রেভারেণ্ড ডল্ বলেন,—'Next June would make 30 years from the happy day when he first took the hand of Peary Chand Mittra and from that moment he found that he had a brother man by his side. The highest development of human character was simplicity, and that Babu Peary Chand Mittra possessed in an eminent degree,"

এই সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্মৃতিসমিতির প্রযত্নে টাউনহলে প্যারীচাঁদের একটি মর্ম্মরময় উত্তমার্দ্ধ এবং মেট্‌কাফহলে একখানি উত্তম তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ইঁহার নামে একটি রৌপ্যপদক প্রদানের ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরেও ইঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব প্যারীচাঁদের জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি বিবৃত হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন-কথা বলিতে গেলে বাঙ্গালা দেশের অর্দ্ধশতাব্দীর উন্নতির ইতিহাস বলিতে হয়; কারণ, এই ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠাতেই তাঁহার নাম আছে। দেশের সকল মঙ্গল

কার্য্যে তিনি আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেন। প্যারীচাঁদের সম্পূর্ণ জীবন-কথা না বলিলেও পাঠকগণ বোধ হয়, উপরি-লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই মহাপুরুষের অদ্ভুত সাধনা ও অনুপম চরিত্রের আভাস পাইবেন। চরিত্রের নির্ম্মলতায়, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায়, আন্তরিক দেশভক্তিতে, সার্ব্বভৌমিক সহৃদয়তায় তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। তিনি ভাবুক ছিলেন—তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন; তিনি অসাধারণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং যাহা সত্য ও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা আদর্শ সাহসিকতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তিনি চিন্তাশীল ছিলেন; কিন্তু অতি-গম্ভীর বা নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন না, বরঞ্চ তিনি লোকসমাজে মিশিতে ভাল বাসিতেন। তিনি অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তিনি বন্ধু-বর্গকে সরস সুমিষ্ট কথোপকথনে হাসাইতেন ও নিজে হাসিতেন। তাঁহার বিশুদ্ধ আমোদপ্রিয়তা ও উচ্চ হাস্য তাঁহার অন্তঃকরণের শিশু-সুলভ সরলতা প্রকাশ করিত।

শৈশব হইতে এই মহাপুরুষের সংসর্গে থাকিয়া কিশোরীচাঁদ বিশ্বপ্রেম শিক্ষা করেন। ইঁহারই চরিত্রপ্রভাবে পরদুঃখকাতর কিশোরীচাঁদ—দেশপ্রাণ কিশোরীচাঁদ—সমাজসংস্কারক কিশোরীচাঁদ—কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ গঠিত হন। কিন্তু কিশোরীচাঁদ তাঁহার অগ্রজ অপেক্ষা আরও সাহসী—আরও নির্ভীক ছিলেন। প্যারীচাঁদ ধীরে ধীরে শাস্ত্র হইতে আদর্শ লইয়া, লোকাচারদূষিত, কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন সমাজকে উন্নতিমার্গে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিবেকাদিষ্ট কিশোরীচাঁদ লোকাচার তুচ্ছ করিয়া অপূর্ব্ব সাহস ও অসাধারণ নির্ভীক-তার সহিত বজ্রশক্তিতে কুসংস্কারাবদ্ধ সমাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অভিনব আদর্শ গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোকের

মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, কর্ম্মের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি নাই, সেই কর্ম্মময়ের চরণে কর্ম্মফল নিবেদন করিয়া তিনি বিবেকের আদেশ অনুপালন করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা

শৈশবে কিশোরীচাঁদ একটি পাঠশালায় রামনারায়ণ সরকার নামক জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট মাতৃভাষা শিক্ষা করেন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষার দারিদ্র্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কিশোরীচাঁদের সামসময়িক ছাত্রগণ যে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিশোরীচাঁদ যদিও তাঁহার ভ্রাতা প্যারীচাঁদের ন্যায় বাঙ্গালা পুস্তকাদি রচনা দ্বারা আমাদিগের সাহিত্য-ভাণ্ডার তাঁহার উচ্চ ভাব ও নির্ম্মল নীতিমূলক রচনায় সমৃদ্ধ করেন নাই, তথাপি তাঁহার যে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থাবলী হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী-দিগের নিকট ইংরাজীরই সমধিক সমাদর ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডেভিড্ হেয়ারের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ যথার্থই বলিয়াছিলেন—"There is a large number of our educated friends who can relish nothing that is Bengali, their taste seems to be diametrically opposed to all that is written in their own tongue. The most elevated thoughts and the most sublime sentiments, when embodied in it, become flat, stale and unprofitable."

অর্থাৎ আমাদের শিক্ষিত বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য নিতান্ত অনাদৃত ; যাহা কিছু মাতৃভাষায় লিখিত হয় তাহা

যেন তাঁহাদিগের রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চতম কল্পনা, গভীরতম ভাব সকল বাঙ্গালা ভাষায় সজ্জিত হইলেই যেন প্রাণহীন, ভাবহীন, ও উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তৎকালীন রীত্যনুসারে একজন মুন্সী কর্ত্তৃক কিশোরীচাঁদ ফারসী ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই ভাষায় কিশোরীচাঁদ তাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা সকলেরই উপলব্ধি হয়। বিশেষতঃ তীক্ষবুদ্ধি রামনারায়ণ হিন্দুকলেজে প্যারীচাঁদের শিক্ষায় উন্নতি দেখিয়া কিশোরীচাঁদকে উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বাল্যকাল হইতেই প্যারীচাঁদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। তিনি যখন হিন্দুকলেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখন (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে) স্বীয় বাটীতে "হিন্দু দাতব্য বিদ্যালয়" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বিদ্যালয়ে প্রাতঃকালে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রাধানাথ সিকদার, কালাচাঁদ শেঠ, রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি ইহার অবৈতনিক শিক্ষক এবং প্যারীচাঁদ ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষার চিরবন্ধু ডেভিড্ হেয়ার, মহাপ্রাণ ডিরোজিও এবং হিন্দুকলেজের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডি আনসলেম প্রভৃতি মহোদয়গণ উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক বিতরণ করিতেন; কিশোরীচাঁদ এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন এবং ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সহিত পরিচিত হন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে হেয়ারের আগ্রহে রামনারায়ণ কিশোরীচাঁদকে হেয়ার স্কুলে প্রেরণ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কিশোরীচাঁদ

ডেভিড্ হেয়ার

(কোল্স্ওয়াদি গ্রাণ্ট অঙ্কিত রেখাচিত্র হইতে)

প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেন, এবং বৎসর বৎসর পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার প্রত্যেক বালকের চরিত্র ও শিক্ষাবিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। পরিশ্রমী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুচরিত্র ও মেধাবী কিশোরীচাঁদ একাগ্রচিত্তে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; এবং হেয়ারের নিতান্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। হেয়ারের উপদেশে তিনি যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইলেন। কিশোরীচাঁদ যত দিন জীবিত ছিলেন ডেভিড্ হেয়ারের এই উপকার বিস্মৃত হন নাই। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার জন্মদাতা ডেভিড্ হেয়ারের মৃত্যু হইলে, তাঁহারই প্রযত্নে ও চেষ্টায় 'হেয়ার সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভা' প্রবর্ত্তিত হয় এবং কিশোরীচাঁদ এই সভার বাৎসরিক অধিবেশনে প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া হেয়ারের গুণকীর্ত্তন করিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম—

"এতদ্দেশবাসিগণকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার নিগড় হইতে মুক্ত করাই ডেভিড্ হেয়ারের জীবনের ব্রত ছিল। এই ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি, সময়, অর্থ ও জীবন :উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এতদ্দেশবাসিগণের মনোবৃত্তি যে উচ্চতম বিকাশলাভে সমর্থ তাঁহার এই ধারণা ছিল এবং তাঁহার এই অভিমত আজ আমাদিগের নিকট উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বাস্তবরূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদিগের নৈতিক ও মানসিক উন্নতিবিধানই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা স্বয়ং লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে আমাদিগের স্বজাতীয়গণের প্রতি তাঁহার নি স্বার্থ প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করা দুষ্কর। কি ধনী কি নির্ধন সকল ছাত্রের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সমভাবে লক্ষিত হইত। আমাদিগের কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ লোকহিতৈষীর অনুগ্রহ জাতি বা বর্ণবিষয়ক

পার্থক্যানুসারে প্রদর্শিত হয়! কিন্তু ডেভিড্ হেয়ার প্রত্যেক মনুষ্যকেই প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন; কারণ সমগ্র মানবজাতিই তাঁহার প্রেমের বিষয় ছিল। দেশের পার্থক্য, জাতির পার্থক্য, সামাজিক বা বিজাতীয় অবস্থার পার্থক্য তাঁহার সহানুভূতির বৃদ্ধি বা সঙ্কোচ উৎপাদিত করিতে পারিত না। তিনি জাতি বা সামাজিক অবস্থাঘটিত পক্ষপাতিত্বের বহু উচ্চে অবস্থিত ছিলেন। মানুষ যে চাপকান বা শাল, পাল্কী বা গাড়ী অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিষয়ের অধিকারী তাহা তিনি জানিতেন। তিনি কৃষ্ণকায় লোককেও ভ্রাতার মত দেখিতেন। এই ভ্রাতৃভাবের অস্তিত্বের ঔচিত্য অকাট্য যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইলেও এখনও সাধারণের দ্বারা স্বীকৃত বা অনুভূত হয় নাই এবং ইংলণ্ডবাসীদিগের মনে এই ভাব প্রবিষ্ট করাইবার নিমিত্ত এখনও প্রধানমন্ত্রিগণের বক্তৃতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। লোকহিতৈষী ডেভিড্ হেয়ার, ভারতবর্ষে এই লোক-হিতৈষণার যুগেও একটি নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। তাঁহার সময় হইতেই ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের উপর দিয়া নূতন ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং আমার আন্ত-রিক বিশ্বাস যে, ইহা দ্বারা অন্ধকার হইতে আলোক উদ্ভূত হইবে এবং হিন্দু ও য়ুরোপীয়গণের মধ্যে ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার ঐক্য সংসাধিত হইবে। এতদ্দেশবাসিগণের উন্নতিসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অসীম আগ্রহ ছিল, তাঁহার তৎসাধনেচ্ছাও সেইরূপ বলবতী ছিল। প্রত্যেক দেশবাসীকে তাঁহার অবস্থা উন্নত করিবার এবং উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। যে স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা ও ঈর্ষ্যা আজ দেশবাসিগণকে তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত

করিয়া কেবল নীচ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পায়, তাহার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তাঁহাদিগের উন্নতিবিষয়ে ডেভিড্ হেয়ারের আগ্রহ ও তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকারের কথা স্মরণ করিলে মনে আনন্দের উদয় হয়।

"হিন্দুর প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহপূর্ণ প্রেম যেন তাঁহার প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত ছিল। তাঁহার পরোপকারেচ্ছা গভীর ছিল, কিন্তু অসংযত ছিল না; এবং তাঁহার মনের এই বিশেষ ভাব তাঁহার সমস্ত জীবনে ও চরিত্রে লক্ষিত হয়। তাঁহার প্রেমময় আনন হইতে যেন ইহা বিস্ফুরিত হইত! কি বাবুর বৈঠকখানায়, কি রাজার নৃত্য-শালায়, কি দরিদ্র পরান্নভোজী বালকের অপ্রশস্ত গৃহে, কি রাজকুমারের রোগ-শয্যার পার্শ্বে, সর্ব্বত্রই ইহা লক্ষিত হইত। দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে পরিশ্রমকালে ইহা বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইত। অজ্ঞতার বিষময় ফলে আমাদিগের সমাজের জীবনী-শক্তি অপচিত হইতেছে দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কি কর্ত্তব্য তিনিই তাহা সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। আপনারা আপনাদিগের অভিজ্ঞতাফলে ইহা দেখিয়া থাকিবেন যে, কোনও কোনও বিশেষ ব্যক্তির দৃষ্টি দেশের কোনও কোনও বিশেষ ব্যাধির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদিগের সমাজের কল্যাণ-সাধনে বিশেষভাবে সাহায্য করে; কারণ এই সকল বিশেষ ব্যাধির প্রতীকারকল্পে এই সকল বিশেষ ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সহিত চেষ্টা পান। ইহার প্রভাবে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি সতীদাহ নিবারণে এবং অপর কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি দাসত্ববিমোচনে প্রয়াস পান। আমি যে মহাত্মার বিষয় বলিতেছি, তিনি দেশবাসি-গণকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে হীনাবস্থায় পতিত দেখিয়া

ব্যথিত হইয়াছিলেন। মানসিক ও নৈতিক অন্ধকাররূপ মহাব্যাধির প্রতিই তাঁহার হৃদয় ও মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই অন্ধকার দূরীকরণ,—শিক্ষার কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার, তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল। এই সংকল্পসাধনার্থ তিনি হিন্দুকলেজ, স্কুল সোসাইটীর স্কুল এবং অন্য কয়েকটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিবিধান করেন। এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁহার নাম যে 'শিক্ষার জন্মদাতা' এবং 'দেশবাসিগণের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী' বলিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের নিকট সম্মানের সহিত স্মরণীয় হইবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

হেয়ার স্কুল তৎকালে "স্কুল সোসাইটীর স্কুল" নামে অভিহিত হইত। স্কুল সোসাইটী ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার প্রযত্নে হেয়ারের স্কুল প্রভৃতি অনেক স্কুল ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড্ হেয়ারের স্কুল তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই স্কুলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছাত্রগণ উক্ত সোসাইটীর ব্যয়ে হিন্দু কলেজে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইতেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষার্থী ধনী ছাত্রগণ এই সকল ছাত্রকে বিদ্রূপ করিয়া "বড়ে" নামে অভিহিত করিতেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"কেন 'বড়ে' বলিত তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হেয়ার সাহেব তাঁহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে চালাইয়া দিতেন, এইজন্য কিম্বা বালকেরা দরিদ্র বলিয়া তাহারা কলেজের বড়মানুষ ছাত্রদিগের কল্পনানুসারে বড়ি ভাতে দিয়া ভাত খাইয়া তাহাদিগের বড়মানুষ সমাধ্যায়ী অপেক্ষা সকাল সকাল কলেজে আসিতে সমর্থ হইত, এই বলিয়া তাহারা উক্ত বড়মানুষ ছাত্রদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের নিকট অগৌরব কিন্তু প্রকৃতরূপে গৌরবসূচক এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না।"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সমাজবিজ্ঞান সভায় (Bengal Social Science Association) পঠিত "বাঙ্গালায় শিক্ষাবিস্তার" নামক প্রবন্ধে এই সকল ছাত্রগণের সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"এই সকল ছাত্র তাঁহাদিগের কলেজের সহপাঠীদিগকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেন। তাঁহারাই সমস্ত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন এবং যে সকল ছাত্র বেতন দিয়া পড়িতেন তাঁহাদিগের অপেক্ষা ইহাঁরাই কলেজের গৌরববর্দ্ধন করিতেন। ইহার কারণ, ইহাঁদিগের অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য, নিম্ন বিদ্যালয়ে অর্জ্জিত পরিশ্রমের অভ্যাস, পারিতোষিক বৃত্তি প্রভৃতির উদ্দীপক প্রলোভন। ইহাঁরা সুপরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত বালক। ইহাঁরা তাঁহাদিগের স্কুলে অন্যান্য সহাধ্যায়িগণকে প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করিয়াছেন এবং ইহাঁদিগের জ্ঞানার্জ্জনে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। অপরপক্ষে হিন্দুকলেজের যে সকল ছাত্র আদি হইতে তথায় বেতন দিয়া পড়িতেন তাঁহারা বিলাসের ক্রোড়ে চিরলালিত। সুতরাং যাঁহারা বিদ্যার্জ্জন ঐশ্বর্য্য ও যশোলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন—সেই সকল পরিশ্রমী 'বড়ের' (হেয়ারের ছাত্রগণের) নিকট বিলাসী ও আমোদপ্রিয় বালকগণ যে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

প্রতিভাবান ছাত্র কিশোরীচাঁদ হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দুকলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন শিক্ষাপদ্ধতির অনুমোদন করিয়া এতদ্দেশে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করেন। পূর্ব্বে কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সের আদেশানুসারে যে দশ সহস্র পাউণ্ড

শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত তাহার অধিকাংশই দেশীয় সাহিত্য-চর্চা ও সাহিত্য-প্রচার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। এতদ্দেশের Board of Education কিছু পূর্ব্বে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কয়েকজন সদস্য সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার প্রচারার্থী ছিলেন এবং অপর সদস্যগণ পাশ্চাত্য ভাষার প্রচারার্থী ছিলেন। প্রাচ্যভাষাপ্রচারার্থীরাই প্রথমে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড মেকলে অপর পক্ষে যোগদান করিলেন তখন পাশ্চাত্যভাষাপ্রচারার্থীরাই জয়ী হইলেন। মেকলে তাঁহার ২রা ফেব্রুয়ারি (১৮৩৫) তারিখের সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্যে লিখিলেন,—"যে কোন উৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় পুস্তকালয়ের একটি মাত্র আলমারী সমগ্র সংস্কৃত ও আরব্য সাহিত্যের সমতুল্য।" তিনি এই সুদীর্ঘ মন্তব্যের উপসংহারে আরও বলিলেন, "ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টের বিধি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহি, আমরা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনও প্রতিজ্ঞা দ্বারা বদ্ধ নহি, আমরা আমাদের ধনভাণ্ডার যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি; যাহা জানা আবশ্যক তাহারই শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের ইহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অধিক; দেশবাসিগণ ইংরাজী শিক্ষা করিতে সমুৎসুক; ধর্ম্ম অথবা ব্যবহারশাস্ত্রের ভাষা বলিয়া সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা প্রচার করিবার বিশেষ কারণ বিদ্যমান নাই; এতদ্দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজীতে সুপণ্ডিত করা সম্ভব; এই উদ্দেশ্যে আমাদের সকল চেষ্টা প্রযুক্ত করা উচিত।"

বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইহাতে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন—

"১। সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর শিক্ষাসমিতির সম্পাদক

কর্ত্তৃক প্রেরিত বিগত ২১শে ও ২২শে জানুয়ারি তারিখের পত্রদ্বয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

২। বড়লাট বাহাদুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবাসিগণের মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচার করিলেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এবং তিনি বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার জন্য যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ইংরাজী শিক্ষায় প্রয়োগ করাই শ্রেয়স্কর।

৩। কিন্তু সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুরের এমত অভিপ্রায় নহে যে, যতদিন দেশবাসিগণ দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সমুৎসুক থাকিবে ততদিনের মধ্যে দেশীয় পাঠশালা বা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ তুলিয়া দেওয়া হইবে। অতএব সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, শিক্ষাসমিতির তত্ত্বাবধানে যে সকল বিদ্যালয় বর্ত্তমানে পরিচালিত হইতেছে সে সকলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ পূর্ব্বের ন্যায় বৃত্তি পাইবেন। কিন্তু শিক্ষাবস্থায় ছাত্রগণের সাহায্যার্থ যে বৃত্তি প্রদানের প্রথা বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুর সে প্রথার সমর্থন করিতে অক্ষম। তাঁহার বিশ্বাস যে, যে প্রথায় অধুনা শিক্ষা প্রদত্ত হয়, সেই প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অন্যবিধ অধিকতর আবশ্যক প্রথার দ্বারা অধিকারভ্রষ্ট হইবে এবং উচ্চ বৃত্তি প্রদানের একমাত্র ফল এই হইবে যে, সেই সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অধ্যয়নে অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রদান করা হইবে। অতএব তিনি আদেশ দিতেছেন যে, অতঃপর যে সকল ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন তাঁহারা কোনও প্রকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন না এবং যখন কোনও প্রাচ্য-বিদ্যার অধ্যাপক তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন,

শিক্ষাসমিতি গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার বিদ্যালয়ের অবস্থা ও ছাত্রসংখ্যার একটি বিবরণ পাঠাইবেন, এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহার স্থলে নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে বিচার করিবেন।

৪। সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেলের গোচরে আসিয়াছে যে, শিক্ষা-সমিতি প্রাচ্য সাহিত্যাদি বিষয়ক পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, অতঃপর উক্ত কার্য্যে আর অর্থ ব্যয় করা হইবে না।

৫। সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, এই সকল সংস্কার সাধিত হইলে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, শিক্ষাসমিতি সেই সমস্ত অর্থ অতঃপর দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী ভাষার সহায়তায় ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারার্থ প্রয়োগ করিবেন এবং বড়লাট বাহাদুর সমিতিকে এতদর্থে অতি শীঘ্র একটি শিক্ষাপদ্ধতিবিষয়ক প্রস্তাব প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।”

যখন এই অবধারণ অনুসারে কার্য্য আরব্ধ হইল, যখন প্রতীচ্য জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের সম্মুখে উন্মুক্ত করা হইল, ঠিক সেই সময়ে অনুপম উৎসাহ ও অতৃপ্ত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা লইয়া কিশোরীচাঁদ হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিলেন।

হেয়ার স্কুলে তাঁহার যে অসামান্য অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল, হিন্দু কলেজে উহার তৎকালীন অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন শীঘ্রই তাহা দেখিতে পাইলেন। কিশোরীচাঁদ ডি-এল-রিচার্ডসনের একজন প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য খ্যাতনামা ইংরাজ লেখকগণের গ্রন্থাবলী কিশোরীচাঁদ রিচার্ডসনের তত্ত্বাবধানে পাঠ করিতে লাগিলেন। রিচার্ডসন একজন সুপণ্ডিত, সুলেখক, সুকবি

ডেভিড্ লেষ্টার্ রিচার্ডসন

(কোল্স্ওয়াদি গ্রাণ্ট অঙ্কিত রেখাচিত্র হইতে)

সূক্ষ্মদর্শী ও সমালোচক ছিলেন। তাঁহার আবৃত্তিশক্তিও অসাধারণ ছিল। বহুদর্শী সমালোচক লর্ড মেকলে তাঁহার সেক্সপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভারতবর্ষের সকল কথা বিস্মৃত হইতে পারি, কিন্তু আপনার সেক্সপিয়র পাঠ কখন ভুলিতে পারিব না"। কিশোরীচাঁদ ইঁহার নিকট কেবল ভাষা শিক্ষা করিলেন না; ইংরাজী আবৃত্তি-শক্তিও সঞ্চয় করিলেন। এই উচ্চারণের বিশুদ্ধতা গভীর জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হইয়া উত্তরকালে কিশোরীচাঁদের বক্তৃতাগুলিকে শ্রোতা-মাত্রেরই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিত।

অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর ন্যায় কিশোরীচাঁদ গণিতশাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার সহপাঠি-গণের সহিত প্রতিযোগিতায় স্বস্থান অধিকার করিতেন এবং প্রতি বৎসর কলেজের পারিতোষিক ও ছাত্রবৃত্তিগুলি অধিকার করিতেন। তাঁহার বার্ষিক পরীক্ষায় লিখিত একটি রচনা বিশপ উইলসন কর্তৃক গবর্ণমেণ্ট হৌসে পারিতোষিক বিতরণকালে পঠিত হয় এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন চীফ্ জষ্টিস স্যর এডওয়ার্ড রায়্যান এই বালকের অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হন।

কিশোরীচাঁদের সতীর্থ ও সামসময়িক ছাত্রগণের মধ্যে প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় (৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), জগদীশনাথ রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্র দত্ত, ভোলানাথ চন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং গৌরদাস বসাকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিশোরীচাঁদ বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, পরদুঃখকাতর ও উচ্চমনা ছিলেন। শুনা গিয়াছে যে, স্বীয় পরিশ্রমার্জ্জিত ছাত্রবৃত্তি

হইতে তিনি অনেক দরিদ্র জ্ঞানপিপাসু সহপাঠীর বিদ্যালয়ের বেতন দিয়া সাহায্য করিতেন। হিন্দুকলেজের উচ্চশ্রেণীতে পাঠকালে তিনি সিমুলিয়া দাতব্য বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে দরিদ্র বালকগণকে শিক্ষা দিতেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১২ মার্চ্চ তারিখে তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে মহোদয়দিগের প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মানসিক উন্নতির জন্য "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠা করা স্থিরীকৃত হয়, এবং ঐ বৎসর ১৬ই মে তারিখে উক্ত সভা কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রতি মাসে একটি অধিবেশন হইত এবং সুধীবৃন্দ বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাদি করিতেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার উক্ত সভার সভাপতি হন। জ্ঞানপিপাসু কিশোরীচাঁদ উক্ত সভার প্রারম্ভ হইতেই উহাতে যোগদান করেন এবং উক্ত সভার দ্বিতীয়বার্ষিকী কার্য্যবিবরণী হইতে দৃষ্ট হয় যে, তিনি উক্ত সভার মাসিক অধিবেশনে ১৮৪০ ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে "সত্য" ও ."শিক্ষিত দেশবাসিগণের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা" শীর্ষক দুইটি মনোহর ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত কার্য্যবিবরণীর ভূমিকায় লিখিত আছে যে, উক্ত প্রবন্ধদ্বয় লেখকের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

অনুমান ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে * কিশোরীচাঁদ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই বৎসরের হিন্দুকলেজের পুরস্কার

* রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার আত্মচরিতে বলেন যে, যে বৎসর তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন সেই বৎসর কিশোরীচাঁদ হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করেন।

বিতরণসভার কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হয় যে কিশোরীচাঁদ ইংরাজী প্রবন্ধ রচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ডের নিকট হইতে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই কার্য্যবিবরণীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

(At the Hindu College Prize Distribution of 1841 held at the Town Hall)

"One of the boys of the First Class—Kissory Chand Mittra—was then called upon to read an essay entitled "Travels and enterprises considered with regard to Hindus" which he had been summoned to compose at a time when he was perfectly unprepared for it, and no assistance had been afforded to him from books &c, He wrote it in the presence of Dr. Wise, the secretary. It was a very creditable production and we were happy to see the infamous system of the Dhurmo-Sobha touched up. It was styled a diabolical system, the suppression of which reflected great credit on those who had done so. The same young man had answered in writing several questions from Grecian, English, Indian and Scotch histories. These also reflected great credit to the student, Lord Auckland awarded him the first prize which consisted of some dozen books of great value."('Friend of India'4th March1841, reported from 'Calcutta Courier' of 25 February 1841)

আজিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শিক্ষিত পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন; কিন্তু হায়, সে শিক্ষায় ও আজিকার শিক্ষায় কত প্রভেদ! ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুপণ্ডিত লালবিহারী দে তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগেজিন্' নামক মাসিক পত্রিকায় "৺কিশোরীচাঁদ মিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের সাহিত্যসেবকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি চলিয়া গেলেন। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র যে সম্প্রদায়ের শিক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন—তাঁহাদিগের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ব্যক্তিগণ নানা বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নতচেতা, অধিকতর পবিত্র রুচিসম্পন্ন, ইংরাজী সাহিত্যের ভাবে অধিকতর প্রভাবাপন্ন এবং সাহিত্যসেবায় অধিকতর যত্নশীল ছিলেন। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত আমাদের কলেজের ছাত্রগণ নিকৃষ্টতর প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। এই কুফল আমাদের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির দোষেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য ছোট ছোট বালকগণের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভিতর ব্যাকরণের শুষ্ক কঠোর সূত্র, শব্দের নীরস ধাতু ও প্রত্যয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারে প্রচলিত অর্থপুস্তকে লিখিত গ্রন্থের মর্ম্ম (যাহা হইতে গ্রন্থকারের সমস্ত ভাব উবিয়া গিয়াছে) এবং সরল ভাষায় অনূদিত বা সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ব্যক্তিগণ ইংরাজী সাহিত্য উপভোগ করিতেন, বর্ত্তমান কালের যুবকগণ পরীক্ষাস্থলে যাহা প্রয়োজনীয় তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই পাঠ করেন না। সুতরাং

পত্নী—কৈলাসবাসিনী

এক্ষণে জ্ঞানলাভের জন্য যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় না ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি ?"

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উক্ত মন্তব্য বোধ হয় আজিও সমর্থন করিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত "বঙ্গে শিক্ষা বিস্তার" বিষয়ক প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি "বুদ্ধি-যন্ত্র নির্ম্মাণের উপযোগী—বুদ্ধিমান মনুষ্য গঠনের নহে"।

কুশাগ্র বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও শিক্ষামার্জ্জিত সুরুচি লইয়া উচ্চতম-ভাবে প্রণোদিত যুবক কিশোরীচাঁদ কিরূপে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন তাহাই পরপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। কিন্তু এই পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পূর্ব্বে কিশোরীচাঁদের জীবনের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা উচিত। হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কিশোরীচাঁদ রাজপুরনিবাসী ৺গোরাচাঁদ ঘোষ মহাশয়ের বুদ্ধিমতী, সুশীলা ও সুন্দরী কন্যা কৈলাসবাসিনীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিশোরীচাঁদের দাম্পত্য জীবন অতি সুখময় হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধনা

আমরা ইংরাজী শিক্ষার সহিত ক্রমে ক্রমে জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কাউয়েল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেথুন সভায় বলিয়াছিলেন, "ভারত কেবল পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণ করিবে না (অনেক হিন্দু তাহাই করিতে প্রস্তুত)—যেন জাতীয়তাবিহীন হিন্দু-গঠনই আমাদিগের শিক্ষার উদ্দিষ্ট ফল। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর হইবে না। প্রাচ্য প্রাচ্য থাকিবে—প্রতীচ্য-শিক্ষা তাহার নিম্নে থাকিবে, ইহাই ভারতবর্ষের কাম্য।" কিশোরীচাঁদ ইংরাজী সাহিত্যরসে আজীবন বিভোর ছিলেন, ইংরাজী সমাজে সর্ব্বদা মিশিতেন, এমন কি সময়ের প্রভাবে তিনি অনেক বিষয়ে ইংরাজের গুণ অনুকরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের গৌরবের কথা—তিনি ইংরাজী শিক্ষার সহিত জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহার জীবনের প্রতি পর্ব্বে হিন্দুজাতীয়তার চিহ্ন পরিস্ফুট। সেই আর্য্যসুলভ সরলতা ও নির্ভীকতা, মহত্ত্ব ও উদারতা, অনুপম সাধনা ও আত্মত্যাগ, তাঁহার জীবনের প্রতি অঙ্কে দেখিতে পাই। মহত্ত্ব কোনও জাতির একচেটিয়া নহে বটে কিন্তু হিন্দুর ইতিহাসে যে নিষ্কাম কর্ম্ম, সাত্ত্বিক দান, কঠোর সাধনার মহিমোজ্জ্বল উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস তাহা পৃথিবীর আর কোনও জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

শিক্ষিত কিশোরীচাঁদ বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সাহিত্য-চর্চ্চা ত্যাগ করিলেন না, কিম্বা আপনার স্বার্থান্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন না

ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্

বা আপনাকে বিলাসসাগরে মজ্জিত করিলেন না। প্যারীচাঁদের সহবাসে থাকিয়া এই অল্প বয়সেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শিক্ষিত ব্যক্তির দায়িত্ব কত অধিক, দেশের অবস্থা কত শোচনীয়, দেশ তাঁহার নিকট কি চাহে,—তিনি দেশের জন্য কি করিতে পারেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে দেশবাসী নিদ্রিত, কুৎসিত লোকাচারে উদারতম ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, কুসংস্কারের নিগড়ে সমাজ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। দেশের লোক আপনার রাজনৈতিক অধিকার বুঝে না, বুঝিতে চাহে না, রাখিতে জানে না, রাখিতে পারে না। এই অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিবার ভার কাহার উপর? এই সঙ্কীর্ণতায় পূর্ণ ধর্ম্মকে প্রসারিত করিবার ভার কাহার উপর? এই সমাজের সর্ব্ববিধ কলঙ্ক মোচনের ভার কাহার উপর? এই রাজনৈতিক অধিকার অর্জ্জন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার ভার কাহার উপর?—মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবকের উপর। শত বাধা, শত বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইবে কিসের দ্বারা?—উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের দ্বারা। কিশোরীচাঁদ দেশের কল্যাণের জন্য কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের জীবন তাঁহার আদর্শ হইল।

এই সময়ে একজন পবিত্রচেতা, উদারহৃদয় মহাত্মার সহিত কিশোরীচাঁদ পরিচিত হইলেন। তিনি আর কেহই নহেন চিরস্মরণীয় ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ। যে অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ একাগ্রতা লইয়া এই তেজস্বী ধর্ম্মযাজক এদেশে শিক্ষাবিস্তার ও নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রযত্ন করিতেছিলেন তাহা কিশোরীচাঁদ লক্ষ্য করিলেন—মুগ্ধ হইলেন। তিনি অবিলম্বে ডাক্তার ডফের মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহাকে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা

করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ডফের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কিশোরীচাঁদ সেই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং কিয়ৎকাল শিক্ষকতা করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার ডফের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইল এবং ডফ কিশোরী-চাঁদের একজন প্রধান বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলেন। এই বন্ধুত্ব চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল এবং কি সম্পদে কি বিপদে ডাক্তার ডফের উপদেশ, সহানুভূতি ও উৎসাহ তাঁহার হৃদয়ে নব আশা নব বল সঞ্চারিত করিত। যিনি বাল্যে প্যারীচাঁদ কর্তৃক, কৈশোরে ডেভিড হেয়ার কর্তৃক, এবং যৌবনে আলেক্জাণ্ডার ডফ কর্তৃক জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যে উত্তরকালে অসাধারণ কর্ম্মবীর বলিয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কোথায় ?

কিশোরীচাঁদ এই সময় হইতেই সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে 'বেঙ্গল হরকরা' নামক বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন; পরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক দ্বিভাষীপত্রিকা প্রকাশিত হইলে প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সহিত তিনিও এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক হন এবং অনেকগুলি মনোহর প্রবন্ধ দ্বারা উক্ত পত্রিকা অলঙ্কৃত করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন তারিখে দেশের অকৃত্রিম বন্ধু "এদেশে ইংরাজী শিক্ষার পিতা" ডেভিড্ হেয়ার তাঁহার অসংখ্য ছাত্রকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ডেভিড্ হেয়ারের সহিত কিশোরীচাঁদের কিরূপ স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তাহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই ঘটনা কিশোরীচাঁদের

তরুণ হৃদয়ে কিরূপ আঘাত করে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। হেয়ারের দেহ সমাধিস্থ হইলে তাঁহার অসংখ্য হিন্দু ভক্ত কর্তৃক স্মৃতিস্তম্ভ, প্রস্তরমূর্ত্তি ও স্মৃতিফলক নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইল। কিশোরীচাঁদ এই সকল অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; পরন্তু যাহাতে বৎসর বৎসর তাঁহার পবিত্র স্মৃতি পূজিত হয়, নবীনযুগের ছাত্রগণের হৃদয়ে তাঁহার মহৎ-জীবনের পুণ্যকর্ম্মগুলি সর্ব্বদা জাগরূক থাকে ও উন্নতভাবগুলি প্রতিফলিত হয় এতদুদ্দেশ্যে স্বীয় ভবনে হেয়ারের বন্ধু ও ভক্ত-গণকে আহূত করিয়া হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতি গঠিত করিলেন। কিশোরীচাঁদ ইহার প্রথম সম্পাদক হইলেন। এই সমিতির উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১লা জুন তারিখে হেয়ার-স্মৃতিসম্মিলনীতে ভারতবাসী-দিগের মানসিক বা নৈতিক উন্নতিসম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত বা প্রবন্ধ পঠিত হইত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজকর্ম্মানুরোধে কলিকাতা ত্যাগকাল পর্য্যন্ত কিশোরীচাঁদ এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং পরে পুনরায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলে উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। তিনি নিজে এই বাৎসরিক স্মৃতিসম্মিলনীতে কয়েকটি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন। যথা;—১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "Hindoo College and its Founder", ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "The Medical College and its first Secretary" এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে "Memoirs of Dwarkanath Tagore." তিনি কয়েকবার উক্ত সম্মি-লনীতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াও কয়েকটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। হেয়ারের পুণ্যস্মৃতি কিশোরীচাঁদ আজীবন ভক্তি, স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই কিশোরীচাঁদ আর একটি শোকের ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর (১১ই কার্ত্তিক ১২৪৯ বঙ্গাব্দ) দিবসে তাঁহার পিতা রামনারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি পিতাকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। কিশোরীচাঁদের সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক লিখিত একটি অসমাপ্ত জীবন-চিত্র হইতে দৃষ্ট হয় যে, এই দুর্ঘটনায় কিশোরীচাঁদের কোমল হৃদয় এত আঘাত প্রাপ্ত হয় যে, এই শোক-সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার নবীন হৃদয় ভগ্ন ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কিন্তু তাঁহার মানসিক অবসাদ অধিক কাল স্থায়ী হইল না। মহাত্মা ডফ্ তাঁহার যুবক বন্ধুর এই অবসাদপূর্ণ নিশ্চেষ্টভাব দর্শন করিয়া তদ্দূরীকরণাভিপ্রায়ে সান্ত্বনাপূর্ণ উপদেশাদি দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মজীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে ডাক্তার ডফের উপদেশে কিশোরীচাঁদ প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার মন পুনরায় সুস্থ হইল। পুনরায় মানব-জীবনের দায়িত্ব তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সমুদিত হইল। যাহাতে প্রত্যেক মানবের প্রতি প্রত্যেকের প্রেম এবং সর্ব্বোপরি সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, তজ্জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন এবং এতদুদ্দেশে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী দিবসে স্বীয় ভবনে Hindu Theo-Philanthropic Society নামক বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সভায় বিবিধ সম্প্রদায়ের সাধু ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তি যোগদান করেন। তন্মধ্যে ডাক্তার ডফ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও প্যারীচাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সভায় প্রতি

মাসে একটি করিয়া অধিবেশন হইত এবং তাহাতে ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা ভাষায় ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণ এবং নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত হইত।

এই সভার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সভায় পঠিত "প্রবন্ধাবলীর" * ভূমিকার নিম্নলিখিত অনুবাদ হইতে প্রতীয়মান হইবে।

"হিন্দু বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভার কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি এই সভার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজনীয় বোধ করেন। ভারতের নবজীবন যে তাহার নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতির প্রতি যত্নবান না হইলে সম্ভবপর নহে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে এই যে সত্যটি অপ্রতিহতভাবে উত্থিত হইতেছে—ইহাই এই সভার জন্মহেতু।

"১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী দিবসে দেশবাসীর নৈতিক উন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সমবেত কতিপয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উন্নতির বিপক্ষে বহুবিধ প্রবল এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সকল প্রকার মহৎ এবং সৎকার্য্যের অবিচ্ছেদ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এইরূপে প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র সমবায় উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং এক্ষণে চিরস্থায়ী ও কল্যাণপ্রদ অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সাধনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা যে শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক জনও

---

* Discourses read at the Meetings of the Hindu Theo-Philanthropic Society. Vol. I, Calcutta. P. S. D. Rozario & Co 1844.

কার্য্যতঃ সমর্থন করেন, গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী তাহার আনন্দজনক নিদর্শন।

"হিন্দু পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করা এবং ঈশ্বর, পরলোক, সত্য ও সুখ সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত ও উন্নত অভিমত প্রচার করাই সভার উদ্দেশ্য। হিন্দুগণকে পরমাত্মা এবং সত্যরূপে ঈশ্বরকে পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, স্বজাতীয়গণ এবং আপনাদিগের প্রতি যে সকল নৈতিক ও পবিত্রতম কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করান ইহার অভিলষিত উদ্দেশ্য।

"ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল সত্য প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য, সে সকল কোনও ধর্ম্মাবলম্বীদিগের স্বীকৃত সত্য বা মিথ্যার উপর নির্ভর করিবে না; পরন্তু সমগ্র মানবজাতির নৈসর্গিক বিশ্বাসের অনুযায়ী হইবে। যদিও সকল ধর্ম্মমত হইতে পৃথক্, তথাপি এই সত্যগুলি, বলিতে কি, সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল। এই বিশ্বের যে একজন স্রষ্টা ও নৈতিক শাসনকর্ত্তা আছেন, মানবের মধ্যে এমন যে কিছু আছে যাহা দেহপিঞ্জর ভঙ্গ হইলেই বিনাশ পায় না এবং চিরস্থায়ী, পুণ্যের সহিত যে সুখ এবং পাপের সহিত যে দুঃখ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, এই সকল সত্যই সভ্য এবং অসভ্য উভয় জাতিরই ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ, মূলতত্ত্ব। এতদ্দেশের সাধারণ দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক এই সকল মত কার্য্যতঃ স্বীকার করা ভারতের যথার্থ হিতৈষীদিগের আনন্দের কারণ না হইয়া থাকিতে পারে না।

"এই সভার উদ্দেশ্য, ঈশ্বর এবং মানবের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করা। ইহার নামেই সে উদ্দেশ্য স্বপ্রকাশ। সকল ধার্ম্মিক এবং সহৃদয় ব্যক্তি যে ইহার উদ্দেশ্যে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

"এই সভার মাসিক অধিবেশন হইয়া থাকে এবং তথায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ, ঐ বিষয়ক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ এই সভার উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম উপায় বলিয়া অবলম্বিত হইয়াছে।

"এই সভার উদ্দেশ্য এত উদার যে অস্মদ্দেশস্থ সকল শিক্ষিত য়ুরোপীয় ও ভারতীয় যে ইহাতে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন এই আন্তরিক আশা করা যায়।

"কলিকাতা, ১লা অক্টোবর ১৮৪৪।"

এই সভার উদ্দেশ্য কিশোরীচাঁদ কর্তৃক লিখিত প্রথম প্রবন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের ৩য় সংখ্যায় ডাক্তার ডফ্ সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—"সকল প্রবন্ধ গুলির মধ্যে এই প্রবন্ধটি কয়েক বিষয়ে অতি শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। * * * অধিকন্তু এই রচনার মধ্যে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতেছে—তাহা আমাদের বর্ত্তমান তুষার-শীতল ঔদাসীন্যের মধ্যে একটি মনোমুগ্ধকর ব্যাপার। মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় ধর্ম্ম ও নীতিশক্তিও নিহিত আছে, এবং উহার ন্যায় এগুলিরও চর্চ্চা এবং বর্দ্ধন করা উচিত, এই মহান্ অথচ সতত উপেক্ষিত সত্যটি এইরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মানুষের প্রকৃতির আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আরও কিছু আছে। সে কেবল বুদ্ধিমান নহে; পরন্তু ধর্ম্ম ও নীতি-প্রবণ জীব। সে ঈশ্বর, স্বজাতি এবং আপনার নিকট তিন প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রথম সম্বন্ধে ভক্তি, দ্বিতীয়ে পরোপকারিতা এবং তৃতীয়ে হিতাহিত-জ্ঞান দ্বারা সে বিভূষিত। মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা ভক্তি ও

প্রীতির বীজ উপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু কর্ষণ না করিলে তাহা বিকশিত ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিসকল এবং প্রেমের বিকাশই আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্পূর্ণ হইতে পারে ? নিশ্চয়ই কেবল বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের দ্বারা নহে ? না—বুদ্ধিবৃত্তিগুলির চর্চ্চা করা ধর্ম্ম ও নৈতিকবৃত্তি বিকাশের সহিত এক নহে। প্রথমের সহিত শেষবৃত্তিগুলি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নহে। শিক্ষাসমিতি কর্ত্তৃক অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি যদিও ভারতবর্ষের পরমোপকারী ফলসমূহ প্রসব করিতে পারে ; তথাপি ইহা শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্যসমূহ যথেষ্টভাবে লাভ করিতে অসমর্থ। ইহার মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধ আছে—হৃদয়ের সহিত নহে। ইহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তিযুক্ত মানুষের সম্বন্ধ আছে নৈতিক ও ধর্ম্মবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের সম্পর্ক নাই। কিন্তু মানুষ কেবল বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অন্বিত জীব নহে ; নীতি এবং ধর্ম্মপ্রবণ জীব অর্থাৎ অতি সুন্দর বিকাশক্ষম করুণা ও স্নেহাভিষিক্ত জীব—এই পার্থিব জগৎ, এমন কি, আকাশের অসীমতার মধ্যে ঘূর্ণায়মান সূর্য্য এবং গ্রহসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও যাহারা জীবিত থাকিবে সেই অমরত্বলাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট জীব হইয়া আমাদের নৈতিক ও ধর্ম্মবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে অবহেলা করার ন্যায় আমাদের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত কার্য্য আর কিছুই করিতে পারি না। এই সভার সংগঠন যে আমাদের নৈতিক ও ধর্ম্মবৃত্তিসমূহের পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধনের সহায় হইবে তাহা স্বীকৃত হইবে। আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। সংমিলিত শক্তি ও উদ্যম আশ্চর্য্য সাধন করিতে পারে।'

"যে সকল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্ততঃ মনে মনে হিন্দুধর্ম্মের ভয়াবহ কুসংস্কারসমূহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও কোনও শ্রেষ্ঠতর

ধর্ম্ম অবলম্বন অথবা অন্বেষণ করিতে কোনও চেষ্টা করিতেছেন না, এই অখণ্ড সত্যটি এইরূপ সুন্দরভাবে স্বীকৃত ও শান্তভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

'আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে একদিকে শিক্ষার অনন্ত শক্তিসমুদ্ভূত মহান পরিবর্ত্তন সকল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, অপরদিকে শিক্ষিত অথবা তথাকথিত শিক্ষিত দেশবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক ধর্ম্মের অভাবের শোচনীয় চিত্র দেখিতে পাই। * * * বর্ত্তমান কালের এই সকল স্বাধীনপ্রকৃতিক পুরুষগণের, দেশের তথাকথিত সংস্কারকগণের জানা উচিত যে, তাঁহাদিগের জ্ঞান, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, জনসাধারণ হইতে তাঁহাদিগের উন্নতি স্বপ্নমাত্র—কল্পনামাত্র। যদি কুসংস্কারের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার সময় তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্মবৃত্তিসমূহের বিকাশের জন্য, পরমেশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিদৃশ্যমান তাঁহার শক্তি ও মঙ্গলেচ্ছার বিষয় অনুধাবন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন ও বিস্তারার্থে সেইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা জাতির গৌরব, দেশের আলোক বলিয়া অভিনন্দিত হইতেন। কিন্তু ধর্ম্মচর্চ্চায় তাঁহাদিগের অবহেলা ও ঔদাসীন্যের বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহাদিগের লৌকিক ধর্ম্ম ত্যাগ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না এবং তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করিয়া তাঁহাদের কুসংস্কারাপন্ন দেশভ্রাতৃগণ অপেক্ষা নিম্নতর আসনে স্থাপন করিতে হয়। সাধারণ দেশবাসিগণের সত্য হউক, মিথ্যা হউক, একটা ধর্ম্ম আছে। তাহাদের সৎকার্য্যসাধনেচ্ছার সম্পূর্ণ অভাব নাই—কুসংস্কার তাহাদিগকে সৎকার্য্যসাধন হইতে বিরত করে না। তাহাদের নরকে অর্থাৎ ঈশ্বরের শাস্তি ও সুবিচারে বিশ্বাস তাহাদিগকে পুণ্যকর্ম্মে প্রণোদিত ও

পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত করে। কিন্তু আমাদিগের কতিপয় শিক্ষিত বন্ধু (আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি) একেবারে পরলোকে অবিশ্বাস করেন এবং আমাদের সকল আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ইহলোকেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন। * * *'

"নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারের নেতৃগণ যাহা সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হইতে অবিচ্ছেদ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এই প্রবন্ধরচয়িতা সেই সকল গম্ভীর ও শান্ত মতসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। রাজনীতিক সংস্কার যে ভারতের ভ্রান্তি ও ভারতের বিষম রোগসমূহের একমাত্র মহৌষধ, এইরূপ স্বপ্ন যাঁহারা দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ভয়ানক মতিভ্রম বোধ হয় আর কাহারও ঘটে নাই এবং একজন শিক্ষিত হিন্দু কর্ত্তৃক এই সকল সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্তিজনক মতের আবিষ্কর্ত্তা এবং পোষকগণকে কিছু স্বাধীনভাবে এইরূপে যথোচিত নিন্দিত হইতে দেখা কিছু আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয়।

'আমরা গবর্ণমেণ্টের অবিচারের কথা বলি। আমরা আমাদের লিডনহল্ ষ্ট্রীটের প্রভুগণের স্বার্থপর ও পক্ষপাতী নীতির কথা উত্থাপিত করি। আমরা দেশের রাজনীতিক হীনতার কথা বলি। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন যে দেশের নবজীবন-প্রদানরূপ মহৎ কার্য্য কেবলমাত্র রাজনীতিক উন্নতির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আমাদের দেশ বহুবিধ রোগে আক্রান্ত, এবং আমাদের রাজনীতিক অপেক্ষা নৈতিক রোগই অধিক। এতদ্বারা এমন বুঝিবেন না যে, রাজনীতিক সংস্কারে আমাদের সহানুভূতি নাই। বরঞ্চ ইহার বিপরীত। আমাদিগের বণিক্‌রাজগণের—আমাদিগের যৌথসম্রাটগণের সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্তিজনক নীতির প্রতিবাদ করিতে, বাণিজ্যে তাঁহাদিগের লবণ ও

আফিমের আধিপত্য বন্ধ করিতে, তাঁহাদিগের শাসনবিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা উৎসুক। তাহা হইলে দেশবাসিগণ অবাধবাণিজ্যের সুফল লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের প্রাপ্য দায়িত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদসমূহ অধিকার করিতে পারেন। আমার স্থির বিশ্বাস যে, ভারতকে নবজীবন প্রদান করিতে হইলে, উন্নত করিতে হইলে, তাহার প্রতি রাজনীতিক সুবিচার করা অন্যতম প্রধান উপায়—ভারতবর্ষ যে সকল রাজনীতিক ব্যবস্থায় কষ্ট পাইতেছে, সে সকল হইতে তাহাকে মুক্ত করা, রাজনীতিক অনধিগম্য পথ তাহার সন্তানগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া—শেষ সনন্দের ৮৭তম নিয়মে যে উদার মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রবর্ত্তিত করা—তাঁহাদিগকে দেশশাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করা, শ্বেতচর্ম্মের উচ্চ আসন দূর করিয়া এবং বর্ণনির্ব্বিশেষে কার্য্য দেখিয়া পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক অন্ধস্বার্থপরতা-জনিত চিহ্নিত এবং সাধারণ রাজকর্ম্মের পার্থক্য দূর করা। আমি পুনশ্চ বলি, উচ্চ নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক ভাবসমূহের চর্চ্চা, কুসংস্কার ও কুনীতির বিনাশ, দেশবাসীর মধ্যে ঈশ্বরসম্বন্ধে বিশুদ্ধ এবং উন্নত মতসমূহ বিস্তার এবং যে ধর্ম্মে তিনি একই আরাধ্য দেবতা, এই শিক্ষা দেয়, সেই ধর্ম্ম দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক গ্রহণের উপায় বিধান ব্যতীত দেশে নবজীবন প্রদান অসম্ভব। লোককে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করুন, লোক পুনর্জীবন লাভ করিবে। নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও পুনর্জীবিত ভারত, আধ্যাত্মিক দাসত্ব হইতে বিমুক্ত ভারত, যে কুসংস্কারে প্রতিমা-পূজা এবং এক নিরাকার ঈশ্বরকে তেত্রিশ কোটি ভাগে বিভাগ করিতে প্রণোদিত করে, ব্রাহ্মণগণের সেই কুসংস্কারে নিমগ্ন অবস্থা হইতে মুক্ত ভারত অপ্রতিহতভাবে এবং দ্রুতগতিতে উন্নতির সোপানে

উঠিবে এবং সভ্যতা ও স্বাধীনতার গুণ এবং অধিকারে বিভূষিত হইবে!'

এই সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাগুল্লিখিত "প্রবন্ধাবলীতে" নিম্নলিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট ছিল ঃ—

1. Discourse read at the Inaugural Meeting of the Hindu Theophilanthropic Society.

2. পরমেশ্বরের শক্তি ও দয়া।

3. The Goodness of the deity manifested in a leaf.

4. The system of Philosophy inculcated in the Bhagavat Geeta.

5. On the Bhagavat Geeta.

6. ব্রহ্মোপাসনায় আনন্দ।

7. The power, Wisdom and Goodness of the deity as displayed in the organisation of the Zoophyte.

8. নীতিজ্ঞান।

9. On Hinduism as it is.

10. The Phenomena of reproduction—an argument for the goodness of God and the immortality of the soul.

11. যথার্থ প্রেম এবং ভক্তিদ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

12. The association of virtue with happiness and of vice with misery—an argument for the goodness of the deity.

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(কোল্‌স্‌ওয়াদি গ্রাণ্ট অঙ্কিত রেখাচিত্র হইতে)

13. On the Immortality of the soul as inculcated in the Hindu Religion.

14. পরোপকার।

15. Conformity and Nonconformity.

বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলির প্রায় সমস্তগুলিই মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে কাহারও রচিত বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজী প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক কিশোরীচাঁদের লিখিত। "On the Bhagavat Geeta" এবং "Conformity and Nonconformity" প্রবন্ধ দুইটি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ইহার প্রথমটি কিশোরীচাঁদের "On the System of Philosophy inculcated by the Bhagavat Geeta"র প্রত্যুত্তর। এই প্রবন্ধে গীতা হইতে বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এবং গীতার প্রধান প্রধান উপদেশগুলির ব্যাখ্যা করিয়া কিশোরীচাঁদ প্রতীচ্য নীতিকারগণের উপদেশের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া গীতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। উপসংহারে তিনি বলেন :—

"সত্য বটে, গীতার উপদেশ আমাদিগকে এত উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা দেয় যে, বর্ত্তমান অবস্থায় মানবপ্রকৃতিতে ততদূর উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু ইহাতে কি আইসে যায়? চরম উৎকর্ষ লাভই কি আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে? যাহা উচ্চ, যাহা কষ্টসাধ্য তাহারই অনুসরণ করিতে মানবকে উত্তেজিত করা উচিত নহে কি? এই প্রচেষ্টাই কি তাহার প্রচ্ছন্ন শক্তিকে বিকশিত করে না? আদর্শের সহিত তাহার যে গভীর হৃদয়োন্মাদকারী সম্বন্ধ আছে তাহাই কি তাহার সাধনায় শক্তিপ্রদান করে না

এবং প্রথমে যে সকল বাধাবিপত্তি অনতিক্রমণীয় বোধ হয় তাহা লঙ্ঘন করিতে সামর্থ্য প্রদান করে না? যে সকল উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা হয়ত মানবজীবনে সফল হওয়া অসম্ভব, সেই সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষাই কি সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় বিধাতার প্রদত্ত মানবহৃদয়ের সুন্দর ও আশ্চর্য্য মনোবৃত্তিসমূহ বিকশিত করিতে সাহায্য করে না? ইংলণ্ডের কোনও সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা বলেন:—"আলস্য ও ইন্দ্রিয়সুখাসক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত আধুনিক নীতিকারগণ যেরূপ মানবের নৈতিক আদর্শ হীন করিয়াছেন প্রাচীন নীতিকারগণ সেরূপ করেন নাই, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তাঁহারা কখনও সমগ্র মানবজাতিকে শিষ্যত্ব প্রদান করিবার অভিলাষ করেন নাই, বরঞ্চ সংসার হইতে যত দূরে সম্ভব তত দূরে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সরল ভাষায় বলিয়া দিতেন, কিরূপ আত্মত্যাগ প্রয়োজন এবং তাহা হইতে কিরূপ সিদ্ধিলাভ সম্ভব। যদি তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চাহ—এইরূপ সাধনার প্রয়োজন; এই এই ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশ্যক, দ্বিতীয় পথ নাই। যদি তুমি না করিতে পার, অজ্ঞানদিগের সমাজে প্রবেশ কর।"

The Immortality of the Soul as inculcated in Hindu Religion নামক প্রবন্ধেও কিশোরীচাঁদ বেদবেদান্ত, গীতা ও রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করেন।

কিশোরীচাঁদ গীতার উক্ত উপদেশগুলি তাঁহার জীবনের Motto করিয়া লইয়াছিলেন এবং আজীবন এই সকল উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি ব্যবহারিক হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারপ্রার্থী ছিলেন এবং সময়ে সময়ে পৌত্তলিকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তাহা প্রাগুক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃত উপসংহার হইতে প্রতীয়মান হইবে। একজন লেখক প্যারীচাঁদের সহিত কিশোরীচাঁদের তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—"উভয়েই সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধীরভাবে নীতি উপদেশ দ্বারা দেশের কুসংস্কার দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন, কনিষ্ঠ প্রাচীন আচারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া অধিকাংশ লোকের হৃদয়ে আঘাত করিতেন। একজন আমাদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং রচনায় ও কথোপকথনে শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করেন, অপর ভ্রাতা কেবলমাত্র বিজাতীয় ঘৃণাবশতঃ এই সকল শাস্ত্র পাঠ করা অপ্রয়োজনীয় বোধ করিতেন।"

কিশোরীচাঁদ আমাদের শাস্ত্রাদি যে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় আমাদের আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। পুরাণাদির গল্পাংশের সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা, অর্থহীন অনুষ্ঠানপদ্ধতির সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করা, হিন্দুশাস্ত্রে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার সহিত একার্থ-বাচক নহে। পক্ষান্তরে যিনি গীতার উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, শত দোষ সত্ত্বেও তাঁহাকে যথার্থ হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি।

এই বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সমালোচনার উপসংহারে ডাক্তার ডফ্ বলেন ঃ—

"যখন আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করি এবং দৃষ্টিগোচর করি যে, স্বর্গকে অবজ্ঞা করিয়া এবং পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিয়া, পরমেশ্বরের অবমাননা করিয়া এবং মানবাত্মাকে কলুষিত করিয়া, অসংখ্য মানবমণ্ডলীর দ্বারা দেবার্চ্চনার নামে নানাপ্রকার পৈশাচিক অত্যাচার, অর্থহীন অনুষ্ঠান এবং শিশুজনোচিত ক্রিয়াকলাপ সংসাধিত হইতেছে, তখন অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত মানুষের অবনতিকর কুসংস্কারের দৃঢ় নিগড় হইতে মুক্তিপ্রয়াসী বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভার সভ্যগণের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট বা বা বিচলিত না হওয়া অসম্ভব। ইহা নিশ্চয়ই উন্নতির একটি সোপান এবং যুগপরিবর্ত্তনকারী কয়েকটি মহাশক্তির অস্তিত্ব ও ক্রিয়ার পরিচায়ক। এতকালের নির্জ্জীবতার পরে নবজীবনপ্রবাহের ক্ষীণতম আশা দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? ঘৃণ্য পৌত্তলিকতার পঙ্কিলভূমি হইতে উত্থান করিবার ইচ্ছা, ক্রিয়াকলাপের অর্থহীন অভিনয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নাস্তিকতার যুক্তিবিরুদ্ধতা প্রচার **করিবার** আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়নিহিত ধর্ম্মবৃত্তি ও নৈতিকবৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তি প্রদানের ইচ্ছা (ইহাই যথার্থ ভগবদ্ভক্তি) এবং অত্যন্ত পৌত্তলিক জাতির সম্মুখে ঈশ্বরকে পরমাত্মা ও সত্যরূপে পূজা করিবার ইচ্ছা—এই সকল আকাঙ্ক্ষা যতই অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থাকুক, যেরূপ ভাবেই পোষণ করা যাউক, যেরূপ ভাবেই অনুসৃত হউক, ভবিষ্যৎ সুদিনের আশার সঞ্চার করে।"

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় ৩য় ভাগে ৫ম সংখ্যায় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Transition States of the Hindu Mind নামক প্রবন্ধে তত্ত্ববোধিনী সভা ও এই বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী

সভার কার্য্যবিবরণীর তুলনায় সমালোচনা করিয়া শেষোক্ত সভার উদারতার ও উচ্চতর আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সভা অধিককাল স্থায়ী হইল না এবং ইহাতে দেশের যেরূপ কল্যাণ সম্ভাবিত হইয়াছিল তাহা আশানুযায়ী সাধিত হইল না। ইহার কারণ এই যে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মব্রত কিশোরীচাঁদ, যিনি এই সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন, রাজকর্ম্মানুরোধে কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং আমাদের দেশের অন্যান্য যে সকল মঙ্গলকর অনুষ্ঠান একজন ব্যক্তির একান্ত প্রযত্ন, উদ্যম ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে, সে সকল যেরূপ উক্ত ব্যক্তির তিরোধানের সহিত বিলুপ্ত হয়, এই সভাও সেইরূপ বিলুপ্ত হইল।

যখন কিশোরীচাঁদ অদম্য উৎসাহের সহিত ধর্ম্মবিজ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি দেশের অন্যান্য কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ আমাদের দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতম সদস্য, বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারতহিতৈষী মহাত্মা জর্জ্জ টমসনকে বিলাত হইতে এই দেশে আনয়ন করেন। ইনি রামমোহন রায়ের অন্যতম বন্ধু মিষ্টার আড্যাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ানসভার (British Indian Society) একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। ভারতসম্বন্ধীয় তথ্যসংগ্রহ-মানসে এবং দেশবাসিগণকে রাজনীতিক শিক্ষা প্রদানার্থ ইনি এতদ্দেশে আগমন করিয়া Chuckerburty Faction * নামে অভিহিত

* Friend of India সম্পাদক Mr. Marshman হিন্দুকলেজে শিক্ষিত নব্য সংস্কারকগণকে উপহাস করিয়া "Chuckerburty Faction" নাম প্রদান করেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নব্য বঙ্গদিগের নিকট রাজনীতিক শিক্ষাপ্রদ কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, "যেমন চুম্বুকে লোহা লাগিয়া যায়, তেমনি রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি জর্জ্জ টমসনের সহিত মিশিয়া গেলেন।"

ফৌজদারী বালাখানায় প্রদত্ত ইঁহার কয়েকটি বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া Friend of India সম্পাদক মার্শম্যান বলেন, "এখন দুই দিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে; পশ্চিমে বালাহিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানায়।" টমসনের বক্তৃতা এতদ্দেশীয় শিক্ষিত যুবকগণকে এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্র প্রদর্শন করাইল। সে বক্তৃতাও কিরূপ হৃদয়োন্মত্তকারিণী। রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন-চরিতে ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন, "যাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতম সভ্য জর্জ্জ টমসনের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট সভার বক্তৃতা কিরূপ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। ডেভিড্ হেয়ার এ দেশে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, জর্জ্জ টমসন তাহাতে রাজনীতিক শিক্ষার বীজ বপন করিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে 'অভাবমোচয়িতা টমসন' নামে অভিহিত করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু এতদ্দেশে রাজনীতিক সভাসমূহের জন্মদাতা বলিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন"।

বলা বাহুল্য বিংশতিবর্ষীয় যুবক কিশোরীচাঁদও এই Chuckerburty Faction-এর মধ্যে থাকিয়া টমসনের সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাঁহারই নিকট রাজনীতিক শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিলেন। টমসনের বক্তৃতার ফলে, এবং রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদের যত্নে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে

জর্জ্জ টম্‌সন

(কোল্‌স্‌ওয়াদি গ্রাণ্ট অঙ্কিত রেখাচিত্র হইতে)

২০ শে এপ্রিল দিবসে বঙ্গদেশে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" স্থাপিত হয়। টমসন ইহার সভাপতি ও প্যারীচাঁদ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪২—৪৩ খৃষ্টাব্দের Bengal Spectator পত্রে দেখা যায় যে, কিশোরীচাঁদ এই সভার অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে প্রস্তাবাদি উত্থাপিত করিতেন।

এই সময় জন্ সালিভ্যান (John Sullivan) নামক একজন মান্দ্রাজ সিবিলিয়ান ইংলণ্ডে East Indian stock এর স্বত্বাধিকারিগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের Charter Actএর ৮৭তম ধারা এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করা হউক যে, শিক্ষিত ভারতবাসিগণকে শাসনকার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারিবে। আমাদের ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীও এই সময়ে দেশবাসিগণের কার্য্যক্ষমতাসম্বন্ধে বিস্তর যুক্তি প্রদর্শিত করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সভার সদস্যগণ টাউনহলে একটি সভা করিয়াও সালিভ্যানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একটি অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই এই সভায় যোগদান ও বক্তৃতাদি করেন। কলিকাতার তদানীন্তন High Sheriff মিষ্টার অ্যাডাম ফ্রেয়ার স্মিথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ২৩ শে এপ্রিল তারিখের Bengal Harkuru and India Gazette পত্রে এই সভার যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, কিশোরীচাঁদও এই সভায় একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন :—

"Raja Burodacant Roy moved the second Resolution.

"That the following address be adopted and signed by all favorable to its object and that it be then forwarded to England for presentation to Mr. Sullivan." Babu Kissory Chand Mittra rose to second the resolution. We will give his able speech on a future occasion."

সাধারণ প্রকাশ্য সভায় কিশোরীচাঁদের এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা। দুঃখের বিষয়, আমরা এই বক্তৃতাটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং এই বিষয়ে পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে অক্ষম।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর দিবসে লর্ড হার্ডিং বাহাদুর তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক বিখ্যাত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রকাশ করা হয়, রাজকার্য্যে নিয়োগকালে অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত দেশবাসিগণকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। শিক্ষিত দেশবাসিগণ এই সিদ্ধান্ত প্রকাশে তাঁহাদের অকৃত্রিম আনন্দ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৫শে নভেম্বর দিবসে ফ্রিচার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে একটি বিরাট সভার আয়োজন করেন। ঐ বৎসরের ২৮শে নভেম্বর তারিখের Bengal Harkuru পত্রে এই সভার বিস্তৃত কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশবাসিগণের শিক্ষার নিমিত্ত বড়লাট বাহাদুরের আন্তরিক সহানুভূতির জন্য দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনবিষয়ক প্রথম প্রস্তাব রামগোপাল ঘোষ কর্তৃক উত্থাপিত হইলে কিশোরীচাঁদ উহার সমর্থনে যে সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন কৌতূহলী পাঠকগণের জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব :—

"Gentlemen, I belive I speak the sense of a large

majority of this meeting when I declare that no Governor-General came out to India with a stronger conviction that the true and legitimate object of Government is the happiness of the governed than Sir Henry Hardinge, and that no administration has opened under happier auspices than Sir Henry's. His Excellency has begun his Government by recognising the paramount duty of educating the people and is at this moment, I have reason to think, engaged in the consideration of several important measures with reference to education which will be, ere long, adopted. The Resolution of 10th October is obviously, a practical recognition of the great truth that education is the grand remedial agent for regenerating and elevating our country. That ignorance is the root of all the evils she is labouring under, cannot be doubted. You talk of the diabolical system of Mofussil Police. You talk of the crushed and prostrate energies of the great mass of your countrymen, and of their squalid misery and destitution. I admit and deplore these facts, I seek not to apologize for that cold apathy to all but the animal wants of life which characterizes them, I disguise not from myself that ages of misrule have extinguished all generous aspirings in their breasts.

But educate the people and you will find them manfully resisting the oppressions of the Zamindar. Educate the people and they will cease to be victimised by the Daroga. Educate the people and they will burst asunder those fetters by which they are now bandaged and trampled upon. The clear benevolence and enlightened statesmanship which have dictated this resolution cannot be sufficiently appreciated. The practical operation of it will be fraught with results of the last importance to our country at the same time that it would benefit the State largely by the introduction of men of superior intelligence and moral integrity into those offices which are now held by those who, as it is generally expressed, make the best of them; it cannot fail to subserve most powerfully the great cause of education. Among the formidable obstacles which oppose themselves to the progress of education in our country the absence of all connection between education and pecuniary success in the world is one of the principal. Why is it that the generous and enlightened efforts of our rulers to disseminate its blessings in the North-Western provinces have resulted in, I may almost say, utter failure and have been crowned with a

large measure of success in Calcutta and its vicinity? Why?—but because an acquaintance with English, and the knowledge, of which it is the vehicle, is not in the North-West, as it is, in some degree, in Calcutta, a passport to wealth and distinction. I hail therefore this resolution as, by recognizing the claims of educated, above those of uneducated, natives to Government employ, it cannot but further the mighty work of moral and intellectual enlightenment of our countrymen. The Resolution, I have the honor of seconding embodies our thanks to the Governor-General. By adopting it, you will show and convince your friends here and elsewhere that whatever might be the faults of your national character, ingratitude to your benefactors, or an incapacity to appreciate their exertions, is not one of them.
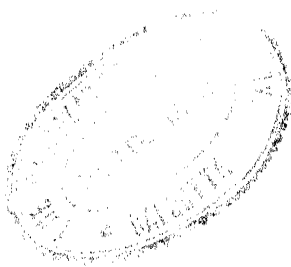
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজকর্ম্ম

হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই কিশোরী চাঁদ তদানীন্তন লিগাল রিমেম্‌ব্রানসার মিঃ আলেকজাণ্ডারের অধীনে কিয়ৎকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সেক্রেটারী মিষ্টার থিওবোল্ডের অধীনে কিছুদিন কার্য্য করেন। কিন্তু এ সকল কার্য্য তাঁহার রুচির অনুরূপ ছিল না। সুতরাং তিনি এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কিয়ংকাল ২৪ পরগণার তদানীন্তন প্রধান সদর আমীন, (প্যারীচাঁদের অন্যতম পরমবন্ধু) হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলিপুর বিচারালয়ে বিচারবিভাগীয় কার্য্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিলাভার্থ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বিচারবিভাগীয় কার্য্যসম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করেন। ইহার কিছু পরে মিষ্টার হেনরী টরেন্স এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদকের কার্য্যের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোক অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করায়, প্যারীচাঁদ তাঁহার ভ্রাতার সম্মতি লইয়া তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলে কিশোরীচাঁদ উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্ম তাঁহার রুচির সম্পূর্ণ অনুযায়ী ছিল এবং তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চায়ও বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার কার্য্য তদানীন্তন সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিশেষ মনঃপূত হইয়াছিল।

এই সময়ে কিশোরীচাঁদ তাঁহার জীবনের আদর্শ, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক—রাজা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের অক্টোবর-সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়। 'বেঙ্গল হরকরা' এই প্রস্তাবের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলেন, "We understand it is the produc-

কিশোরীচাঁদ মিত্র

tion of a young educated native and it is altogether the best account we have ever seen of Rammohun, especially of his early life." 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'ও এই প্রবন্ধের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেন। ভাষার মাধুর্য্যে, রচনার পারিপাট্যে, যুক্তির সারবত্তায় ও বর্ণনার অকৃত্রিমতায় ঐ প্রবন্ধ পাঠকমাত্রেরই নিকট অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটী গভর্ণর গুণগ্রাহী মিষ্টার (পরে স্যর ফ্রেডরিক) হ্যালিডে উহা পাঠ করিয়া এত প্রীত হন যে, তিনি কিশোরীচাঁদকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তখন এ কার্য্যে ভারতীয়গণকে প্রায় নিযুক্ত করা হইত না এবং এই পদ অত্যন্ত সম্মানের বলিয়া বিবেচিত হইত। কিশোরীচাঁদ এই অযাচিত দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের 'আত্মচরিতে' এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, "ইংরাজী ১৮৪২ সালে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সাময়িক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায়ের জীবনী লিখেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র বিখ্যাত টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারিচাঁদ মিত্রের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত লোক। আমি যে বৎসর হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উঠি, সেই বৎসর তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছিল যে তাঁহার ঐ জীবনী-প্রণয়নে মহাখ্যাত্যাপন্ন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক ডাক্তার ডফ্ সাহায্য করেন। ঐ জীবনী কিশোরী বাবুর সাংসারিক উন্নতির কারণ হয়। তাঁহার ঐ লেখা বেঙ্গল সেক্রেটারী হেলিডে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেলিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ দেন। আমি উক্ত জীবনীরচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। রামমোহন

রায় সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই।”

ডাক্তার ডফ্ যে উক্ত প্রবন্ধরচনায় সাহায্য করেন, এই জনশ্রুতির মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা বিবেচ্য। ডাক্তার ডফ্ ঐ সময়ে ‘কলিকাতা রিভিউ’ সম্পাদন করিতেছিলেন। প্রাগুক্ত সংখ্যায় ভারতবাসীর শিক্ষা—(The Education of the People of India, its political importance and advantages) নামক একখানি পুস্তিকার সমালোচনায় ইংরাজী শিক্ষার কত দূর উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা প্রদর্শন করাইয়া উপসংহারে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ—

“And when, in the spirit of the remarks here made, we simply state that the article in the present number, on RAMMOHAN ROY is *bonafide* the production of an educated Hindu, we think we have furnished a fresh argument to the friends of sound education to persevere more earnestly than ever in their philanthropic labours.”

এই উক্তি হইতে বোধ হয় যে, কিশোরীচাঁদ ডাক্তার ডফের নিকট বিশেষ কোনও সাহায্য লন নাই। ডাক্তার ডফ্ তৎকালে ‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রের সম্পাদক এবং কিশোরীচাঁদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এই দুই কারণে এবং উক্ত প্রবন্ধের ভাষায় লালিত্যে ও বিশুদ্ধিতে বিস্মিত তৎকালীন ব্যক্তিবৃন্দের কল্পনা উক্ত জনশ্রুতির জনক বলিয়া অনুমান হয়। রাজনারায়ণ বাবুর আত্মচরিত হইতে উদ্ধৃত অংশটির শেষ ভাগে যাহা লিখিত আছে তাহা কিশোরী-

চাঁদের প্রবন্ধরচনাসম্বন্ধে একটি বৈশিষ্ট্যের উদাহরণস্বরূপ। কিশোরী-চাঁদ কোনও বিষয়ে লিখিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নোটবুকে লিখিয়া রাখিতেন। বহু স্থান হইতে এবং বহু ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার রচনার উপকরণ সংগৃহীত হইত। পরে অবসর মত তিনি সেইগুলি মনোনিবেশ সহকারে দেখিতেন ও চিন্তা করিতেন। উহার অনেক পরে প্রকৃত রচনা আরব্ধ হইত। এই জন্য কিশোরীচাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকগুলির মধ্যেও এক-একখানি বৃহৎ গ্রন্থের উপকরণ লুক্কায়িত আছে। অথচ তাঁহার রচনার মধ্যে ভাবগুলি এরূপ ভাবে বিবৃত আছে যে, তাহা বহু চিন্তার পর সযত্ন-লিখিত বোধ না হইয়া নিতান্ত স্বাভাবিকতার সহিত লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় রামমোহন রায়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরিত-লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই জন্যই কিশোরীচাঁদের উক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত হইতে অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। * বলা বাহুল্য 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত কিশোরীচাঁদের এই সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধটি সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত লিখিত।

প্যারীচাঁদের রচিত ডেভিড্ হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল তারিখসম্বলিত এক-খানি পত্রে কিশোরীচাঁদ রাজসাহী গমনের জন্য হেয়ার-স্মৃতিসভার সম্পাদকের পদত্যাগ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে জ্ঞাপন করেন। সুতরাং উক্ত সময়েই যে তিনি রাজশাহীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিয়া প্রথম তথায় গমন করেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সময়ে তিনি আর একটি সাংসারিক সুখের অধিকারী হন।

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত, "দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন"।

১২৫২ বঙ্গাব্দে ১লা বৈশাখ কিশোরীচাঁদ একটি পুত্র লাভ করেন। কিন্তু ইহার ঠিক এক বৎসর পরেই বৈশাখ মাসে তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রলাল অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কিশোরীচাঁদের কোমল হৃদয় পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে এবং তাঁহার শিক্ষিতা সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক লিখিত একখানি অসমাপ্ত জীবনচরিত হইতে দৃষ্ট হয় যে, তখন তিনি এতদূর শোকাচ্ছন্ন হন যে, ১০।১২ দিন শয্যাগত থাকেন এবং তিনি ও তাঁহার বন্ধু 'নবনারী' প্রণেতা ৺নীলমণি বসাক মহাশয় (যাঁহার বাসায় কিশোরীচাঁদ তৎকালে অবস্থান করিতেছিলেন) উভয়ে কয়েক দিবস কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। *

কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বান যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে তিনি কত দিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? কর্ম্মের কি মহিমা! যখন কোনও কর্ম্মব্রত মহাত্মা হৃদয়ের একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার সাংসারিক সকল চিন্তা দূর হয়। কিশোরীচাঁদ কর্ম্মের আহ্বান শ্রবণ করিলেন। অবসাদ অনতিবিলম্বে উদ্যমে পরিণত হইল। কিশোরীচাঁদ অবিচলিত উৎসাহের সহিত দেশের কল্যাণকল্পে সচেষ্ট হইলেন।

কিশোরীচাঁদ সর্ব্বপ্রথমে রামপুর বোয়ালিয়ার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। রামপুরে বিদ্যালয় প্রভৃতির উন্নতিকল্পে তিনি অশেষ চেষ্টা করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরামর্শে বাবু লোকনাথ মৈত্র রামপুর বোয়ালিয়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিশোরীচাঁদ এই স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। তিনি কেবল বালকগণের উন্নতিবিষয়ে যত্নবান ছিলেন না; পরন্তু বালিকাগণের শিক্ষার

---

* নীলমণি বাবু তৎকালে কমিশনারের পার্শনাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন।

জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যে সময়ে ব্রিটিশভারতের রাজধানীতেও শিক্ষিত হিন্দুগণ বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, যখন কন্যাকে বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে জাতিচ্যুত হইতে হইয়াছিল, যখন বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর স্যর জন লিট্‌লারের ন্যায় উচ্চপদস্থ ইংরাজগণও মনে করিতেন যে বেথুনবিদ্যালয়ে বালিকাগণকে প্রদত্ত "a smattering of the teaching would lead them to immoral havits"—* সেই সময়ে সভ্যতার কেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত রামপুর বোয়ালিয়াতে বালিকাবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা যে কতদূর দুঃসাধ্য কার্য্য ছিল তাহা আজিকার দিনে অনুভব করা অসম্ভব। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণকালে কিশোরীচাঁদ কর্ত্তৃক পঠিত কার্য্যবিবরণী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ কল্যাণকর কার্য্যে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমীদারগণ বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।

"It now numbers six girls but the commitee expect many accessions soon, several respectable natives having promised to send in their daughters. The committee are fully aware of the difficulties inseparable from the introduction of female education in this district. The prejudices of some of the most respectable zemindars here would oppose a formidable

---

* Private letters of the Marquess of Dalhousie Edited by J. G. A. Baird. William Blackwood and Sons, Edinburgh and London 1911.

resistance. They will have also to contend against the apathy of not only their ignorant and illiterate countrymen but many of those who appreciate it and should lend them their co-operation. The successful example, however, set by the Hon'ble Mr. Drinkwater Bethune in Calcutta is very encouraging and ought to be followed in every part of the country. The recognition of female education by Government will, they also believe, greatly facilitate the accomplishment of this great object."

কিন্তু কেবল শিক্ষাবিস্তারেই কিশোরীচাঁদের দেশহিতৈষণা সীমাবদ্ধ ছিল না। যাহাতে জনসাধারণের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হয় তদুদ্দেশ্যে তিনি ১২৫৪ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করেন। প্রতি বুধবারে ইহার অধিবেশন হইত। কিশোরীচাঁদ এই সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক বক্তৃতাদি প্রদান করিতেন। স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই এই সভায় উপস্থিত থাকিতেন। বোধ করি, এই সভাটি Hindu Theophilanthropic Societyর আদর্শেই গঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রকৃতি-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পুরাতন কাগজপত্রাদি দেখিয়া এবং প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধান করিয়া সবিশেষ তথ্যসংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ ব্রজলাল দাস মহাশয় ১৫ই জুন ১৯১০ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—

"In compliance with your letter of the 7th ultimo, I made a thorough search in the old records of the Samaj and consulted with the old friends of the time of your great-grand-father the late Babu Kissory Chand Mitra; but I regret to let you know that this Rampur Boalia Brahmo Samaj was not established by him. The late Maharshi Debendranath Tagore of Calcutta laid the foundation stone of the Samaj in 1273 B. S. Mr. Mitter was the Sub-divisional Officer of Nator in the District; and what he did, he did possibly at Nator. He used to come here occasionally for his official business and delivered lectures in the meetings then held at the Samaj.

আমাদের বোধ হয় ব্রজলাল বাবু পুরাতন কাগজপত্রে দেখিয়া থাকিবেন যে, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৭৩ সালে সমাজের ভিত্তি-স্থাপন করেন এবং কিশোরীচাঁদের পুরাতন বন্ধুবর্গের নিকট শ্রুত হইয়া থাকিবেন যে, বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে কিশোরীচাঁদ মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদি প্রদান করিতেন। কিন্তু তাঁহার পত্রাংশে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কারণ, কিশোরীচাঁদ ১২৭৩ সালের বহু পূর্ব্বে রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে রাজশাহীতে ছিলেন। সুতরাং তিনি সমাজে বক্তৃতা দিতেন স্বীকার করিলে ১২৭৩ সালের বহু পূর্ব্বে সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের উপরিলিখিত বিবরণ কিশোরীচাঁদের সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক লিখিত প্রাগুল্লিখিত জীবনচিত্র হইতে গৃহীত; এবং তিনি

যথন সে সময়ে রাজশাহীতে ছিলেন, তথন তাঁহার লিখিত বিবরণের সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ বিদ্যমান নাই। মফঃস্বলস্থ অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, তাহাদের প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের আগ্রহের অভাবে সমাজ লুপ্ত এবং পরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। রামপুর বোয়ালিয়া সমাজের ইতিহাসেও এইরূপ ঘটনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; এবং সম্ভবতঃ কিশোরীচাঁদ কর্ত্তৃক তথায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পর উহা বিলুপ্ত হয় এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯ বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক সমাজগৃহের ভিত্তিস্থাপন হয়।

রাজশাহীতে অবস্থানকালে ১২৫৪ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে কিশোরীচাঁদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আর কোনও সন্তানাদি হয় নাই।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সবডিভিসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে কিশোরীচাঁদ ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া নাটোর সবডিভিসনের ভার গ্রহণ করেন।

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গল ম্যাগেজিনে' 'কিশোরীচাঁদ মিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"যে পাঁচ বৎসর কয়েক মাস কিশোরীচাঁদ নাটোরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়টি তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর ও গৌরবময় বলিয়া আমাদের বোধ হয়। একজন উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত দেশবাসী উদার মত, সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি ও উচ্চতম আশা লইয়া দেশের একটি সর্ব্বাপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন জিলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে, অনেকে যাহা প্রাপ্ত হন না,—কিশোরীচাঁদ তাহা পাইলেন। তাঁহার শক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে এবং যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ভাগ্য

বিজড়িত হইল তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণার্থ পরিচালন করিবার অপূর্ব্ব সুযোগলাভ ঘটিল। কিশোরীচাঁদ সে সুযোগ হারাইলেন না। প্রথম হইতেই তিনি জিলার উন্নতিকল্পে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। শীঘ্রই তিনি জিলার মধ্যে একজন মহাপ্রতাপ-শালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন এবং তিনি তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা দেশবাসীর মঙ্গলার্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের সাহায্যে তিনি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, ঔষধালয়-স্থাপন, জলাশয়-খনন, পথ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং দেশবাসীর শারীরিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। রাজশাহীতে তাঁহার নাম আজিও সকলে স্মরণ করেন এবং বহুদিন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন।”

নাটোরে অবস্থানকালে কিশোরীচাঁদের সহিত দীঘাপতিয়ার রাজা (তখন বাবু) প্রসন্ননাথ রায়ের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। অতি শুভক্ষণে এই দুই জনের বন্ধুত্ব সংঘটিত হইয়াছিল। দুই জনের সম্মিলিত চেষ্টায় রাজশাহী কয়েক বৎসরের মধ্যে হেয়তম অবস্থা হইতে দেশের একটি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জিলায় পরিণত হইয়াছিল। প্রসন্ননাথ যথার্থই একজন মহাত্মা ছিলেন। রাজশাহীর রাজগণ “(Rajas of Rajashye)” নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ তাঁহার সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছিলেন,—

“The unselfish life of the Raja, devoted to patriotic objects, challenges our unqualified admiration. The ancestors of Raja Prasanna Nath Roy were no doubt charitable. But his charity was discriminating. It was not exercised on Sraddhas and Nautches. It

was not displayed in ostentatious manifestations. It sought proper objects and aimed at proper means."

অর্থাৎ "এই রাজার দেশহিতে চিরনিয়োজিত নিঃস্বার্থ জীবন আমাদিগের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করে। রাজা প্রসন্ননাথের পূর্ব্বপুরুষগণও দাতা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইঁহার দান অতি বিবেচনার সহিত প্রদত্ত হইত। শ্রাদ্ধ এবং নাচে ইঁহার অর্থ ব্যয়িত হইত না। বৃথা আড়ম্বরে ইহা দৃষ্ট হইত না। ইহা উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিয়া ব্যয়িত হইত এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিত।"

কিন্তু প্রসন্ননাথ যে তাঁহার অর্থ কখনও অনুপযুক্ত বিষয়ে অপব্যয়িত করেন নাই তাহার কারণ, কিশোরীচাঁদ তাঁহার দানের উপযুক্ত পথ তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রসন্ননাথের দান যে উপযুক্ত পথে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার কারণ কিশোরীচাঁদ সেই পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ও অসীম ক্ষমতাপন্ন বন্ধু প্রসন্ননাথ তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর না হইলে কিশোরীচাঁদের মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ, তাঁহার অসাধারণ আত্মত্যাগ, জ্বলন্ত উৎসাহ ও অবিচলিত উদ্যম সত্ত্বেও হয়ত আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিত না।

যাহা হউক, আমরা রাজশাহীর উন্নতির ইতিহাসে কিশোরীচাঁদ বা প্রসন্ননাথের পারস্পরিক স্থান কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব না। এই পরিচ্ছেদে আমরা সরলভাবে তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিব মনস্থ করিয়াছি। এবং আশা করি, পাঠকগণ এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই কর্ম্মবীরদ্বয়ের মহত্ত্ব ও বিশ্বপ্রেমের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। এই বিবরণ প্রধানতঃ কিশোরীচাঁদ-রচিত "রাজশাহীর রাজগণ" নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

কিশোরীচাঁদ যখন নাটোর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হয়েন, তখন বোয়ালিয়া ও দীঘাপতিয়া দুইটি প্রধান নগরের মধ্যে কোন সুগম পথ না থাকায় উভয় নগরবাসিগণের যাতায়াতের নিতান্ত অসুবিধা ছিল। কিশোরীচাঁদ এই অসুবিধা নিবারণার্থ 'ফেরী ফণ্ড' কমিটীর নিকট একটি প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণের জন্য আবেদন করেন ও আনুমানিক ব্যয় নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কিন্তু উক্ত কমিটী অবিলম্বে এই লোকহিতকর প্রস্তাবের অনুমোদন না করিয়া অনুসন্ধানে ও আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিশোরীচাঁদ এই বিলম্ব দর্শন করিয়া তাঁহার বন্ধু প্রসন্ননাথকে এই বিষয় জ্ঞাত করাইলেন। প্রসন্ননাথ তৎক্ষণাৎ (১৮৫০ খৃঃ অব্দে) কিশোরীচাঁদের দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু দীঘাপতিয়া হইতে বোয়ালিয়া পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত পথ নিতান্ত আবশ্যক ও জেলার অত্যন্ত মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয় এবং সংগৃহীত অর্থ ও সরকারের প্রতিশ্রুত সাত হাজার টাকা ঐ পথ নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট নহে, তিনি স্বয়ং উক্ত পথ ও পথের সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছুক। এই দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হয় এবং উক্ত লোকরঞ্জক ভূম্যধিকারী এতদর্থে সর্ব্বসমেত প্রায় পঞ্চত্রিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। প্রথমে বোয়ালিয়া হইতে নাটোর পর্য্যন্ত উক্ত পথ নির্ম্মিত এবং পরে দীঘাপতিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

এই সময়ে নাটোরে বালকগণের শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা ছিল না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশিয়াল কমিশনার মিষ্টার অ্যাডাম মফঃস্বলে শিক্ষাবিস্তার-বিষয়ক রিপোর্টে যে কথা প্রকাশ করেন, তাহাতে দেশের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা প্রকটিত। তখন শতকরা ৮ জন বালকও বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত না এবং

যাহারা বিদ্যালয়ে যাইত তাহারা কিরূপ শিক্ষিত হইত বুঝাইবার জন্য এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্যালয়গামী ছাত্রগণের বয়স গড়ে ৫ হইতে ১০ বৎসর এবং বিদ্যালয়ত্যাগী ছাত্রগণের বয়স ১৫ হইতে ১৬ বর্ষ মাত্র এবং শিক্ষকগণ সরলচিত্ত হইলেও নিতান্ত দরিদ্র ও বিদ্যাহীন; তাঁহারা তাঁহাদের গুণ ও আশার অনুযায়ী ব্যবসায় বলিয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাদের মহৎ ব্রত সম্বন্ধেও অত্যন্ত উদাসীন থাকিতেন। উক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর রাজশাহীতে একটি জিলা স্কুল স্থাপিত হয় এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বাবু লোকনাথ মৈত্র কর্তৃক রামপুর-বোয়ালিয়াতে একটি ইংরাজী-বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নাটোরবাসিগণের পুত্রদিগকে শিক্ষা দিবার কোন সুযোগ ছিল না। যাঁহারা আপন আপন পুত্রদিগকে রামপুরে রাখিতে পারিতেন, তাঁহারা সন্তানদিগকে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে পারিতেন। যাঁহাদিগের সে ক্ষমতা বা সুযোগ ছিল না, তাঁহাদিগের পুত্রগণ নিম্নতম শিক্ষাও প্রাপ্ত হইত না। কি ভয়ানক অবস্থা! সমাজে অজ্ঞতার সহিত সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অনাচারও বৃদ্ধি পাইতেছিল।

নাটোরের অধিবাসিগণের এই প্রধান অভাব মোচনের জন্য কিশোরীচাঁদ উক্ত স্থানে নিজ ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী তারিখে উক্ত বিদ্যালয় নবপ্রতিষ্ঠিত প্রসন্ননাথ অ্যাকাডেমীর সহিত সম্মিলিত হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহু সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিশোরীচাঁদ উক্ত সভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে, নিম্নলিখিত সারবান্ বক্তৃতা করেন,—

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমাকে সভাপতি-পদে বৃত করিয়া আমাকে যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ

করুন। যদিও আমার ইচ্ছা ছিল, আপনারা কোনও যোগ্যতর ব্যক্তির প্রতি এই ভার অর্পণ করেন, তথাপি আপনাদের প্রদত্ত এই কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে আমি পশ্চাৎপদ হইব না। আমি আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি। যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অদ্য সমবেত হইয়াছি সেই বিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত স্বত্বাধিকারীর নামে, অদ্য যে বালকগণ ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নামে এবং সর্ব্বোপরি শিক্ষার নামে আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি। আমার বোধ হয়, শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা দেশহিতসাধনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তির, বিশেষতঃ এতদ্দেশবাসীর কর্ত্তব্য। লোকের সুখ এবং ঐশ্বর্য্যের সহিত শিক্ষা দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। আমি এমন কথা বলি না যে, আমাদের দেশ যে পাপসমূহ দ্বারা আক্রান্ত শিক্ষাই সে সকলের একমাত্র মহৌষধ; কারণ ভারত নানা ব্যাধিতে পীড়িত এবং সে সকলের জন্য নৈতিক ও শারীরিক উভয়বিধ প্রতিষেধকের প্রয়োজন। আমি আরও জ্ঞাত আছি যে, এতদ্দেশীয় জলবায়ু ও বহু-শতাব্দীব্যাপী মুসলমানের অত্যাচার আমাদের অধঃপতনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু আমার দৃঢ় প্রতীতি যে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার এই অধঃপতনের প্রধানতম কারণ। কেন জনসাধারণ জমীদারগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, মহাজন কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব এবং নগররক্ষকগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছে? কেন চাপরাসীর আবির্ভাব সমস্ত গ্রামকে সন্ত্রস্ত করে এবং চাপরাসধারী অন্যায় উপায়ে অর্থ আদায় করিতে পায়? কেন সর্পাঘাতে বা জলমগ্নে মৃত্যুবিষয়ক অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত থানার বরকন্দাজ মফঃস্বলে এত ভীতি উৎপাদন করে এবং ঐরূপ মৃত্যু ইচ্ছাকৃত হত্যা বলিয়া প্রকাশ করিবে ও নির্দ্দোষ গ্রামবাসিগণকে এই অপরাধের অনুষ্ঠান ও অপরাধ গোপন জন্য 'হুজুরের' নিকট

'চালান' দিবে, এই বিভীষিকা দেখাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করে? কারণ, জনসাধারণ তাহাদের অধিকারসম্বন্ধে অজ্ঞ। তাহাদিগের অধিকার কি শিক্ষা দাও, তাহারা সপৌরুষে অধিকার প্রতিপাদন করিবে। তাহাদিগকে জ্ঞান বিতরণ কর, তাহারা বেকনের উপদেশ প্রত্যক্ষীকৃত করিবে। তাহাদিগকে বিদ্যাদান কর, তাহারা আর অত্যাচারিত ও পদদলিত হইবে না। অনেকে শিক্ষার বিরুদ্ধে এই যুক্তি উত্থাপিত করেন যে, ইহা জনসাধারণকে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থার ও কর্ত্তব্যের অনুপযুক্ত করিবে। কিন্তু আমি এই বৃহৎ জনসাধারণের জন্য সারবান্ এবং শিল্পবিষয়ক শিক্ষার সমর্থন করিতেছি—উচ্চ শিক্ষার নহে। আমি তাহাদিগকে কার্য্যের শিক্ষা দিতে চাহি; বাক্যশিক্ষা দিতে চাহি না। উচ্চবংশীয় বালকগণ, যাঁহারা আজীবন জ্ঞানচর্চ্চার অবসর পাইবেন এবং দেশবাসীর মানসিক উন্নতিকল্পে উচ্চ জ্ঞান ব্যবহৃত করিতে পারিবেন তাঁহাদিগের জন্য আমি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহি; কিন্তু আমি সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরই মনে সর্ব্বসম্প্রদায়সম্মত এবং সকলের প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক উদার ও উচ্চ ভাবসমূহ সঞ্চারিত করিতে চাহি।

"এই সকল ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া, রাজশাহীর ভবিষ্যৎ সুদিনের অগ্রদূত বলিয়া প্রসন্ননাথ অ্যাকাডেমীর প্রতিষ্ঠা আমি আনন্দের সহিত স্বাগত করিতেছি। এই জিলার একজন সমৃদ্ধিশালী এবং প্রতাপান্বিত জমীদার এই বিরাট আয়োজনের সহিত এই বিদ্যালয় রক্ষা এবং সম্বর্দ্ধনের জন্য তাঁহার আয়ের এক অংশ যেরূপে বিনিয়োজিত করিলেন তাহা দেশের এই ক্রমবর্দ্ধনশীল বিশ্বাসের আনন্দদায়ক ও শুভদায়ক উদাহরণের সমর্থন করে যে, যাঁহারা সেই আলোকে পথ চলিবেন তাঁহারাই বর্ত্তিকা ধরিবেন। সুখের বিষয়, এ দেশে শিক্ষাবিস্তার-

বিষয়ে দেশবাসীর পোষকতা আর অসামান্য ঘটনা নহে। কিন্তু বাবু প্রসন্ননাথ আর একটি প্রশংসনীয় এবং লোকহিতকর কার্য্য দ্বারা এই জিলার অধিবাসিগণের চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমি নাটোর পথ সংস্কারের কথা বলিতেছি। সেই পথনির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়-ভার—প্রায় পঞ্চত্রিংশ সহস্র মুদ্রা—তিনি একাকী বহন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি অন্যান্য জমীদারবর্গের সম্মুখে সমুচ্চ বদান্যতার উজ্জ্বল আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন। যদি পুরাতন কলহ লইয়া পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহের বদলে অথবা এক বিঘা বা এক কাঠা জমী লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদের পরিবর্ত্তে এবং শ্রাদ্ধ, নাচ ও 'নামকা ওয়াস্তে' পূজায় অপরিমিত ধনব্যয়ের বিনিময়ে তাঁহারা জনসাধারণের কল্যাণকর এবং তাঁহাদের বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিয়তপরিশ্রমশীল হীনাবস্থাপন্ন ও দরিদ্র রায়তগণের উন্নতিবিধায়ক বিষয়ে জমীদারগণ প্রতিযোগিতায় পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করিবে। তাহা হইলে আমরা অল্পসময়ের মধ্যেই দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক জিলা তাহার নিজের বিদ্যালয়ের, নিজের চিকিৎসালয়ের ও নিজের অতিথিশালার এবং নিজের সরাইয়ের জন্য গর্ব্ব করিতে পারিবে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, আজ যে সহস্র সহস্র ক্ষতচরণ যাত্রী ভাগীরথীর পথে ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিতেছে, পথিপার্শ্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, প্রিয়তম পরিবারবর্গের আনন্দদায়িনী উপ-স্থিতি ও সেবার সুযোগ পাইতেছে না—তাহারা স্থানীয় পান্থনিবাসে আশ্রয় এবং উপযুক্ত যত্ন ও সেবা পাইবে। আমরা দেখিতে পাইব, প্রত্যেক গ্রামের দরিদ্র, রুগ্ন ব্যক্তি—কবিরাজগণের দুশ্চিকিৎসা (!) হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া উপযুক্ত চিকিৎসা প্রাপ্ত হইবে। যেরূপ 'গঙ্গা-

মায়ীর' অনিবার্য্য ও কল্যাণকর প্রবাহ প্রাচুর্য্য এবং মাঙ্গল্য বহন করে, আমরা দেখিতে পাইব, সেইরূপ জ্ঞানের প্রবাহ দেশের প্রতি অংশ পরিপূর্ণ করিবে, মানসিক ক্ষেত্র প্লাবিত ও উর্ব্বর করিবে।"

এই প্রসন্ননাথ অ্যাকাডেমীতে অনেক ব্যক্তি শিক্ষিত হইয়াছেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন।

কিশোরীচাঁদ নাটোরে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং প্রসন্ননাথ রায়ের সাহায্যে তথায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাজশাহীতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিশোরীচাঁদের এই সকল চেষ্টা ও যত্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে করাচমারিয়ার জমীদার বাবু রাজকুমার সরকারের প্রযত্নে কিশোরীচাঁদের একখানি প্রতিকৃতি রাজশাহী কলেজে স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ নাটোরে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর, বাবু প্রসন্ননাথ রায় প্রভৃতি স্থানীয় জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই চিকিৎসালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক চাঁদা প্রদান করিতেন। কিশোরীচাঁদ কেবল অর্থ সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; পরন্তু ইহার কমিটীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া পরিশ্রম সহকারে ইহার উন্নতিসাধন করেন। এই চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় ডাক্তার জে, আর, বেডফোর্ড কিশোরীচাঁদের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী দেখাইয়া তাঁহাকে "Man of Ross"এর সহিত তুলনা করেন। ডাক্তার বেডফোর্ড একজন মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এতদ্দেশে স্বাস্থ্যোন্নতিবিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং সরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক

সভায় তিনি অনিবার্য্য কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারিয়াও দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া কিশোরীচাঁদকে যে সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন তাহার এক অংশে লিখিত ছিল—

"You have the proud satisfaction of feeling that you are in advance in that mighty social change which is now working in Hindustan and that the wheel of progress has received one of its earliest impulses from your hand." অর্থাৎ "হিন্দুস্থানে যে মহান্ সামাজিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে, আপনি তাহার অন্যতর অগ্রণী এবং উন্নতির চক্র যাঁহাদের হস্ত হইতে প্রথম আবর্ত্তনবেগ প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি তাঁহাদের অন্যতর। এই কারণে আপনি গৌরব ও সন্তোষ অনুভব করিতে পারেন।"

নাটোরে উত্তম জলাশয় না থাকা তথায় রোগাধিক্যের একটি প্রধান কারণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কিশোরীচাঁদ অশেষ চেষ্টায় তত্রত্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যে কয়েকটি জলাশয় খনন করাইয়া নাটোরবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন।

কৃষি ও পুষ্পপ্রদর্শনীর উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তিনি নাটোরে একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে অনেক য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্য করেন।

কিশোরীচাঁদ নাটোরে যে সকল কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহাতে মুর্শিদাবাদ বিভাগের তদানীন্তন কমিশনর মিঃ টি, টেলর, রাজশাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এ, সুইণ্টন, জজ মিঃ জি, সি, চিপ্ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা ও স্থানীয় জমীদারগণ ও কুঠিয়াল য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার

অপূর্ব্ব পরহিতৈষণা ও অসামান্য কর্ত্তব্যশীলতা সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাস্তবিক কয়েক বৎসরের মধ্যে কিশোরীচাঁদ রাজশাহী জেলার এত উন্নতি সাধন করিলেন যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আজিও উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজকর্ম্মচারীরা প্রভূত ক্ষমতাসহ মফঃস্বলে প্রেরিত হইতেছেন; আজিও মফঃস্বলের অবস্থা ঈপ্সিত আদর্শ হইতে বহু নিম্নে; কিন্তু কয়জন এইরূপ অবিচলিত উৎসাহ, দৃঢ় অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত দেশের উন্নতিসাধনার্থ যত্নবান?

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ জাহানাবাদে স্থানান্তরিত হইলেন। জাহানাবাদ সবডিভিসন তখন ডাকাইতি ও অন্যান্য ভীষণ পাপের লীলাক্ষেত্র ছিল এবং সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণের উপরেই এই মহকুমার ভার অর্পিত হইত। এই স্থানেও কিশোরীচাঁদ উপরিতন কর্ম্মচারিগণের প্রশংসা ও স্থানীয় জমীদার ও প্রজাদিগের প্রীতি ও বিশ্বাস অর্জ্জন করেন। কিশোরীচাঁদের নিয়োগসম্বন্ধে 'প্রভাকর' লিখিয়াছিলেন—"আমাদের পরম বন্ধু কার্য্যকুশল সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র জাহানাবাদ এলাকাখণ্ডে ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতায় উক্ত স্থানে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।" 'প্রভাকরে' দেখা যায়, জাহানাবাদে কিশোরীচাঁদ নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট পুস্তকালয় স্থাপনের চেষ্টা করিলে "বিদ্যানুরাগী উত্তরপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতানিবাসী প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়েরা" তাহাতে বিশেষ সাহায্য করিতে সম্মত হন।

কিশোরীচাঁদের অসামান্য কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজা-

ধিরাজ বাহাদুর তাঁহাকে ৩০০৲ টাকা বেতনে তাঁহার সদস্যপদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পরে আরও উচ্চ পদ প্রদান করিবার আশা দেন। যদিও সরকারী চাকরীতে কিশোরীচাঁদ এই সময়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন পাইতেন, তথাপি তিনি স্বীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য রাজকর্ম্মত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

কিন্তু যে অপূর্ব্ব উৎসাহ ও কর্ত্তব্যশীলতার সহিত কিশোরীচাঁদ নাটোরে এবং জাহানাবাদে রাজকর্ম্মসমূহ সম্পাদন করেন এবং দেশবাসীর সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত পরিশ্রম ও প্রযত্ন করেন তাহা গুণগ্রাহী লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার ফ্রেডরিক হ্যালিডের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তিনি এই কর্ম্মনিষ্ঠ যুবককে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যখন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রসময় দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইলে রায় হরচন্দ্র ঘোষ ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত হইলেন; তখন সকলে বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, কলিকাতা ম্যাজিষ্ট্রেটের দুর্লভ পদে পুরাতন কর্ম্মচারিগণকে অতিক্রম করিয়া, মাত্র আট বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ কিশোরীচাঁদ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই পদের বেতন তখন মাসিক ৮০০৲ শত টাকা ছিল। বলা বাহুল্য কিশোরীচাঁদ সর্ব্বপ্রকারে এই পদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ৬ই জুলাই (২৩শে আষাঢ় ১২৬১ বঙ্গাব্দ) তারিখে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'প্রভাকরে' কিশোরীচাঁদের পদপ্রাপ্তি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"আমরা পূর্ব্বে ইংলিসম্যান-পত্রদৃষ্টে লিখিয়াছিলাম, আমাদিগের সুবিজ্ঞতম রাজনীতিজ্ঞ কার্য্যতৎপর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরী-

চাঁদ মিত্র ৬০০৲ টাকা মাসিক বেতনে কলিকাতা পুলিসের কনিষ্ঠ ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এইক্ষণে আবার উক্ত পত্রেই দৃষ্ট হইল ঐ পদের বেতন কিছুমাত্র ন্যূন হয় নাই, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ যে ৮০০৲ টাকা বেতন পাইতেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র তাহাই পাইবেন। যাহা হউক, এতৎ সুসংবাদে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, আমাদিগের মিত্র মিত্রবাবু পূর্ব্বে ৩৫০৲ পাইতেন অধুনা ৪৫০৲ টাকা বৃদ্ধি হইল। রাজপুরুষেরা এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের পদোন্নতির প্রতি এরূপ প্রসন্নতা প্রকাশ করাতে অত্যন্ত যশস্বী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা ম্যাজিষ্ট্রেসী ; শিল্প, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতিচেষ্টা

যে সময়ে কিশোরীচাঁদ কলিকাতার উত্তর বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইলেন, অনেকে সেই সময়ই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদিও আমরা তাঁহার প্রতিভা-দীপ্ত জীবনের প্রতি পর্ব্ব অপূর্ব্ব গরিমায় উদ্ভাসিত ও অনুপম মহিমায় পরিপূর্ণ দেখি এবং কোন্ অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় তাহা নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম, তথাপি কতিপয় কারণে আমরা তাঁহার জীবনের এই সময়ের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করি এবং বোধ হয় কিশোরীচাঁদ স্বয়ংও এই সময়টিই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় ও গৌরবময় কাল বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। সুখময় কেন?—পার্থিব ঐশ্বর্য্যের জন্য নহে ; কারণ, কিশোরীচাঁদ জীবনে কখনও পার্থিব ঐশ্বর্য্যের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সেকালে যখন মানবের আবশ্যক দ্রব্যাদি এত মহার্ঘ্য ছিল না এবং এরূপ পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাণ্ড বিষয় রাখিয়া যাইতে পারিতেন, তখনও কিশোরীচাঁদ রাজকর্ম্ম করিয়া এক কপর্দ্দকও সঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত আতিথ্য ও লোকহিতার্থে দান তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য করিত। তিনি কখনও ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিতেন না। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। গৌরবময় কেন? লোকবাঞ্ছিত দুর্ল্লভ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া নহে—কারণ, কিশোরীচাঁদ কখনও পদগর্ব্বে গর্ব্বিত হন নাই এবং যে পদের জন্য লোক

লালায়িত এবং আপনার বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, কিশোরীচাঁদ আপনার স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সেই পদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তবে কিসের জন্য? কিশোরীচাঁদের জীবনের স্বপ্ন সফল হইল বলিয়া—তিনি দেশহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে আপনার জীবন উৎসৃষ্ট করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া। যে অভিমত আমার অথবা আপনার সমর্থনে রাজা অথবা প্রজা গ্রাহ্য করিবেন না, তাহা উচ্চপদাধিষ্ঠিত কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির স্বীকৃত হইলে বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ এই সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন বলিয়াই এই সময় অতি সুখময় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি তাঁহার লোকহিতেচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার দুইটি উপায় দেখিতে পাইলেন। প্রথম, উচ্চশ্রেণীর ইংরাজদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদিগকে নিয়ত দেশের অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া এবং এই প্রকারে দেশহিতকর বিষয়ে তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও সহকারিতা লাভ করা। দ্বিতীয়—দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও সমাজের নেতা, যাঁহারা সমাজের কলঙ্কক্ষালণে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন তাঁহাদিগের মনে কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দেওয়া, তাঁহাদিগকে কর্ম্মজীবনে প্রবুদ্ধ করা।

কিশোরীচাঁদ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কাশীপুরে গঙ্গাতীরে একটী উদ্যানবাটিকায় অবস্থান করেন। তখন চীফজষ্টিস, পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা অনেকে কাশীপুরে অবস্থান করিতেন। কিশোরীচাঁদের ইচ্ছা, পূর্ব্বোক্ত প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করা। নিকটবর্ত্তী কামারহাটী গ্রামে বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ বাস করিতেন এবং দেশের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইহার নিকটে অবস্থান করিতেন। কিশোরীচাঁদের

অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার বাসস্থানে সতত সম্মিলিত হইয়া নানা প্রকার সদালাপে সময় অতিবাহিত করিতেন।

কিশোরীচাঁদ প্রায়ই তাঁহার ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া পরস্পরের আলাপ করাইয়া দিতেন এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিরাট আয়োজনে ভোজ দিতেন। তাঁহার ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে তাঁহার কয়েকজন বিশেষ বন্ধুর নাম পাওয়া যায়:—

"২রা নভেম্বর ১৮৫৫। সন্ধ্যাকালে একটী ক্ষুদ্র পার্টি দিয়াছিলাম। থিওবোল্ড, মেজর এ ক্রম, আমার অগ্রজ প্যারীচাঁদ মিত্র, আমার সহকর্মী মিষ্টার ফেগান্ এবং রেভারেণ্ড প্রফেসর কে-এম ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণের (কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের) খোষগল্পে ও হাস্যকৌতুকে সন্ধ্যাকালটা বেশ আমোদে কাটিয়াছিল।

"৩রা নবেম্বর ১৮৫৫। আর একটা 'পার্টি' দেওয়া হইল। এটা গত কল্যের পার্টি অপেক্ষা জাঁকাল এবং সেইরূপই আনন্দে শেষ হইত, যদি 'বুড়া রাজ' গোল না বাধাইত। তাহার স্ফূর্ত্তি আনন্দের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল এবং শিষ্টাচারের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। গোপাললাল ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ গুপ্ত, গৌরদাস বসাক, নন্দলাল সেন এবং রাজ এই কয়জন আসিয়াছিলেন। বড় পার্টি আমি দেখিতে পারি না। ছয় জনের অধিক লোক হইলেই আমি বড় পার্টি বলিয়া গণনা করি। কিন্তু অদ্য আমি অধিক লোক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ আমি মনে করিয়াছিলাম আমার টেবিলে যত জন ধরে তত জন কৃতবিদ্য যুবককে একত্র দেখিব।"

উক্ত ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে দৃষ্ট হয় যে, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ১নং দমদম রোডস্থিত উদ্যানবাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন :—

"১৭ই জুন ১৮৫৫। অদ্য প্রাতে আমার পাইকপাড়ার নূতন বাটীতে উঠিয়া আসিলাম। দাদা ও আমি বৈকালে ৫টার সময় গাড়ী করিয়া আসিলাম। আমরা উভয়েই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি প্রার্থনা করি, যেন আমি এই বাটীতে সুখভোগ করিতে পাই। আমি কেবল সচ্ছন্দ গ্রাসাচ্ছাদন ও গ্রীষ্মের উত্তাপ ও বর্ষা-শীতাদি হইতে আশ্রয়-লাভজনিত দৈহিক সুখ চাহি না, নৈতিক ও মানসিক উন্নতিজনিত সুখের প্রয়াসী। হে সর্ব্বশক্তিমান অনন্তকালবিদ্যমান জগদীশ্বর! যদি এই বাটীতে আমার অবস্থিতি তোমার ইচ্ছানুযায়ী হয় তবে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি এখানে সুখে বাস করিতে পারি। তোমার করুণা যেন দিন দিন অধিকতর উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করি। যে অলসভাব আমাকে সম্প্রতি আক্রমণ করিয়াছে তাহা দূর করিয়া আমি যেন জ্ঞানচর্চ্চা ও তত্ত্বচিন্তায় একাগ্রতার সহিত মনোনিবেশ করিতে পারি। আমার শক্তিনিচয় যেন আমার নিজের এবং স্বদেশবাসীদিগের নৈতিক ও মানসিক উন্নতিবিধানকল্পে নিয়োজিত করিতে পারি। বাঙ্গালা দেশের যে সামাজিক সংস্কারব্যাপারে আমি যোগদান করিয়াছি, তাহা যেন দিন দিন নূতন শক্তি সঞ্চয় করে এবং দেশীয় সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কার্য্যতঃ সহানুভূতি লাভ করে। আমি যেন উক্ত ব্যাপারে অবিশ্রান্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে পারি।"

এই রোজনামচার শেষাংশে তাঁহার সমাজোন্নতি বিষয়ে চেষ্টার উল্লেখ আছে। তিনি সমাজসংস্কারের জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা

বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার দেশীয় শিল্পোন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল গুডউইন বেথুন সোসাইটীতে "Union of Science, Industry and Art" নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও এতদ্দেশে একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। ঐ বৎসরে মার্চ্চ মাসে ইঁহারই চেষ্টায় মিঃ হজ্‌সন্ প্র্যাটের বাটীতে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিঃ আলেনের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় এবং—Society for the Promotion of Industrial Art নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। সার সিসিল বিডন ইহার সভাপতি এবং রেভারেণ্ড জে, লঙ্, উইলিয়ম মনি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হন।* এই সমিতির চেষ্টায় The Calcutta School of Industrial Arts নামক শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ে গঠিত দ্রব্য (models) এবং প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় (natural objects) দৃষ্টে অঙ্কন ও স্থাপত্য অঙ্কন (architectural drawings), ধাতুর উপর খোদাই কার্য্য (etching), কাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্য (wood engraving), লিথোগ্রাফি, মৃণ্ময়পাত্র-নির্ম্মাণ (pottery) প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত; পরে প্লাষ্টারের ছাঁচ নির্ম্মাণ (moulding), ফটোগ্রাফি প্রভৃতি বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। মুসে রিগো, মিঃ ফাউলার, মিঃ জর্জ্জ হুইট্‌লি, মুসে ম্যালিয়েট প্রভৃতি শিক্ষক ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিতেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবের কলিকাতার ইতিহাস—শিল্পপুষ্পাঞ্জলি—১ম বর্ষ, ১৮৮৬।

কিশোরীচাঁদ এই সমিতির প্রায় সকল অধিবেশনেই উপস্থিত থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার ডায়েরী হইতে তুইটি অংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৫। প্রাতে গাড়ী করিয়া Industrial Schoolএর কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হইলাম। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে একটি প্রদর্শনী খোলা উচিত কি না সেই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য উক্ত সভা আহূত হয়। আমি কর্ণেল গডউইনের উক্ত প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ করি এবং বলি যে বিদ্যালয়ের বাটীতেই একটি ক্ষুদ্র আকারের প্রদর্শনী খোলা হউক। আমার প্রস্তাবই গৃহীত হইল। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিদ্যালয়ে মাসিক ২০০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রচুর নহে, সুতরাং খরচ কমান প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের নূতন সম্পাদক রেভারেণ্ড সি এচ এ্ ডল উহার কার্য্যে সোৎসাহ মনোনিবেশ করিতেছেন এবং যদিও তিনি সম্প্রতিমাত্র বষ্টন নগর হইতে আসিয়াছেন এবং কলিকাতার বিষয় অনভিজ্ঞ, তথাপি তিনি শীঘ্রই খুব নিপুণ সম্পাদক হইবেন।

"২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৫। প্রাতে Industrial Art Schoo এ গাড়ী করিয়া গিয়াছিলাম। ছাত্রদের গঠন ও অঙ্কন বিদ্যায় উন্নতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। প্রোফেসর রিগো আমাকে কতকগুলি "বেস রিলিফ" দেখাইলেন। মিষ্টার হ্যালিডের জন্য তিনি উহা প্রস্তুত করিতেছেন। সেগুলি বাস্তবিক অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। আমি তাঁহাকে একটি মেডিচির ভিনস্ ও একটী হার্কিউলিস্ প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দিলাম। উহা জীবন্ত মানুষের

ন্যায় বৃহৎ হইবে এবং পিত্তলের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমার উদ্যানে স্থাপিত হইবে। আমি ভিনস্ ও হার্কিউলিস্ এই জন্য মনোনীত করিলাম যে, একজন সৌন্দর্য্যের ও অপরজন পুরুষোচিত শক্তির আদর্শ।"

কিশোরীচাঁদের উদ্যানবাটীকার বৈঠকখানা গৃহের প্লাষ্টারের কাজও রিগোর ছাত্রগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

যাহাতে দেশে শিল্পোন্নতি হয় তজ্জন্য তিনি বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এসিয়াটীক সোসাইটি এই বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর তারিখে তিনি তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন ঃ—

"এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে গিয়াছিলাম। রামগোপাল আমাকে সভ্য করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই সভার সহিত সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন করিতে আমি এই জন্য ইচ্ছা করি যে, রাজশাহী যাওয়ার পূর্ব্বে আমি ইহার সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলাম। এই সভাটীর সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে আমি উৎসুক। আমার বিবেচনায় যে উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে তাহার বহির্ভূত বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা, এই সভার সাহায্যে একটি শিল্পপ্রদর্শনী স্থাপিত হয়। কর্ণেল গডউইনের প্রস্তাবিত 'ব্যবসায়-শিল্প-প্রদর্শনী সংস্থাপনে' এই সভা কেন নেতৃত্ব গ্রহণ করিল না? আমার অভিমত কৃষ্ণ, রামগোপাল, রাধানাথ, রাজেন্দ্রলাল, লঙ, কোলব্রুক ও যাদবকে বলিতে হইবে এবং এই সভার পুনর্গঠনবিষয়ে তাঁহাদের সহায়তা লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।"

বহুদিন হইতেই এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিশোরীচাঁদ চেষ্টা করিতেছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি কলিকাতায় রেভারেণ্ড

ডাক্তার ডফকে তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, এবং রাজশাহীতে স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি প্রায়ই বেসরকারী স্কুলসমূহ পরিদর্শন করিতেন, পারিতোষিকাদি প্রদান করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে স্কুলফণ্ডে অর্থসাহায্যাদি প্রদান করিতেন।* পাইকপাড়ার একটী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যও তিনি চেষ্টা করেন। তিনি স্কুলসমূহে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের কৃষি এবং শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট তারিখের ডায়েরীতে তিনি লিখিয়াছেন :—

"দাদা ও রাধানাথের সহিত এ অঞ্চলে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। এই বিদ্যালয়টি দরিদ্রদিগের জন্য এবং গরীব ভদ্র শ্রেণীর লোকদের জন্য হওয়া উচিত। এদেশে গরীব ভদ্র শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বড় বেশী। সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় কেবল পাঠশিক্ষা ও দ্বিতীয় অবস্থায় লিখন ও অঙ্কশিক্ষা দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহার পর একটা শিল্পবিদ্যা এবং কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে। বালকগণকে কৃষি ও উদ্ভিদ বিদ্যার মূল বিষয়গুলি শিখাইতে

---

* ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের 'Hindoo Patriot' হইতে একটী প্যারাগ্রাফ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"We are glad to inform our readers and the public that our worthy Junior Magistrate Roy Kissory Chand Mitter has given a handsome donation to the Calcutta Seminary and has also expressed his desire of visiting the school one day.

হইবে—শব্দ না শিখাইয়া বস্তু শিক্ষা দিতে হইবে। লঙ সাহেবের ঠাকুরপুকুরের স্কুল আমি দেখিয়া আসিব এবং Botanic স্কুলটী ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিব। আগামী শীতকালে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। মানুষের আয়ু অল্প, তাহা আমি এখন যেরূপ করিতেছি সেরূপ অপব্যয় করিলে চলিবে না।”

কিশোরীচাঁদের ডায়েরী হইতে দেখা যায় যে, এতদুদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই মেডিক্যাল কলেজে বট্যানিক গার্ডেনের তৎকালীন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার টম্‌সনের উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক বক্তৃতাদি শুনিতে যাইতেন। রেভারেণ্ড ডল্ ও লঙও তাঁহার সহিত যাইতেন। মিঃ লঙই টমসনের সহিত কিশোরীচাঁদের আলাপ করাইয়া দেন। সেই অবধি ডাক্তার টম্‌সন্ মধ্যে মধ্যে কিশোরীচাঁদের বাটীতে আসিতেন এবং উভয়ে এতদ্দেশে কৃষিশিক্ষাবিস্তারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনাদি হইত ঃ—

“২৫শে অক্টোবর ১৮৫৫। বাড়ীতে একটী ছোট প্রাতর্ভোজ পার্টি দিয়াছিলাম। ডাক্তার টম্‌সন্ (বট্যানিক গার্ডেনের নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), রেভারেণ্ড জে লঙ্, আগাবেগ, দাদা ও রাজ। খাওয়ার পর ডাক্তার টি, লঙ্, দাদা ও কুমুদকে সাতপুকুরে লইয়া গেলাম। ডাক্তার বাড়ীটির ঐশ্বর্য্য ও সুরুচির পরিচায়ক সাজসরঞ্জামের তারিফ করিলেন। সাতপুকুর হইতে আমরা আমার উদ্যান সংলগ্ন রাজা নরসিংহের বাগানে গেলাম। ডাক্তার টম্‌সন্ নানাবিধ বৃক্ষলতার সুবিশাল সংগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি সমস্ত সন্দর্শন করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত দর্শন করিয়া পরিতোষ লাভ করিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে অত্যন্ত দুর্য্যোগ উপস্থিত হওয়ায় বাগানটী প্রদক্ষিণ করা হইল

না, কেবল কন্‌সারর্ভেটারিটি দেখিয়াই তাড়াতাড়ি আমরা বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হইলাম। ৫টার সময় টিফিন খাইলাম ও দিনটি বেশ আমোদে কাটিল। ভারতের উদ্ভিদ্বিদ্যা, মেডিক্যাল কলেজের বাঙ্গালা মেডিক্যাল ক্লাস, কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সকল বিষয়ে দীর্ঘ কথোপকথন হইল। গোধূলির সময় সকলে প্রস্থান করিলেন।

"২৭শে অক্টোবর। আমি অনেকদিন ধরিয়া কৃষিবিদ্যালয়ের বিষয় ভাবিতেছি, এবং গতকল্য টম্‌সন্ ও লঙ্‌ এর সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হইল তাহাতে এরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা ও সহজসাধ্যতা সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব ধারণা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। আমি একটা skeleton plan প্রস্তুত করিয়া বন্ধুদিগকে দেখাইব। বাঙ্গালা মেডিক্যাল ক্লাস ও বালিকাবিদ্যালয় আমাকে পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন করিতে হইবে। শেষোক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে বীডন সাহেবের সহিত আমাকে দেখা করিতে হইবে। শিল্পবিদ্যালয়টীও যতবার পারি পরিদর্শন করিতে হইবে।"

কিশোরীচাঁদের এই কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু তিনি আজীবন লিখিত প্রবন্ধে, বক্তৃতায় এবং কথোপকথনে যাহাতে এইরূপ বিদ্যালয় সর্ব্বত্র স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ কিশোরীচাঁদের উদ্যোগে এবং প্রযত্নে কুমার কালীকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক পাইকপাড়ায় একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিশোরীচাঁদ এই স্কুলের পরিদর্শক ছিলেন। তিনি প্রায়ই স্কুল পরিদর্শন, পরীক্ষাগ্রহণ ও পারিতোষিক প্রদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, ছাত্রগণ এবং শিক্ষক-

গণকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত তিনি মধ্যে মধ্যে য়ুরোপীয় ও দেশীয় পণ্ডিতগণকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আনয়ন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে চিরস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়দিগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে বাঙ্গাল ভাষায় পরীক্ষা লইতেন এবং পুস্তকাদি প্রদান করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই স্কুলের প্রথম বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে কুমার কালীকৃষ্ণ কিশোরীচাঁদের নিকট যে সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহা এইরূপে স্বীকৃত হইয়াছে :—

"I have been always warmly assisted by Roy Kissory Chand Mitter, the Magistrate of the Northern Division, Calcutta. He has always evinced a deep interest in the welfare of the School and is one of its sincere friends."

এইবার সমাজ-সংস্কারবিষয়ে কিশোরীচাঁদ কি করিয়াছিলেন, তাহাই বলিব। যখন হতভাগিনী বঙ্গবিধবার জন্য দেশবাসীর হৃদয় বিচলিত হয় নাই, যখন বহুবিবাহকারী কুলীনগণের কার্য্য গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত না, এমন কি যখন যাঁহাদিগের উপর জাতিসংগঠনের ভার ন্যস্ত, সেই নারীজাতির শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হওয়া দূরে থাকুক, মহা অমঙ্গলকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছিল, সেই সময়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে উন্নত করা কিশোরীচাঁদের জীবনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল। তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

শীঘ্রই তাঁহার বাস-ভবনে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্‌সমিতি

প্রতিষ্ঠিত হইল। যে সভায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার কার্য্য-, বিবরণীর বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"সভার কার্য্যবিবরণী

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর দিবসে কাশীপুরে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে বঙ্গের সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী একটি সমিতি স্থাপনের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিবার জন্য একটি সভা আহূত হইয়াছিল। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি এইরূপে সম্ভাষণ করেন;—

"যেরূপ আগ্রহের সহিত আমার সান্ধ্য নিমন্ত্রণে আপনারা যোগদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা সকলেই জানেন, এই সভার উদ্দেশ্য, এতদ্দেশে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সভা সংস্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা। আমাদের দেশের সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার অথবা ঐরূপ সংস্কারের অপরিমেয় সুফলের কথার পুনরুল্লেখ করিয়া আমি আপনাদের জ্ঞানের অবমাননা করিতে চাহি না। ইহা যে সর্ব্বাগ্রে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ইহা ব্যতীত যে রাজনীতিক সংস্কার অসম্ভব, ইহা যে আমাদের দেশের উন্নতির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত এবং বলিতে কি, একার্থবাচক এ সকল সত্য নিশ্চয়ই প্রতিদিন আপনাদিগের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। আমি নিশ্চয় জানি যে, এ বিষয়ে আমি যেরূপ অনুভব করিতেছি আপনারাও সেইরূপ করিতেছেন এবং উন্নতির জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হইয়াছেন। যদি আমি এই বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় না হইতাম, তাহা হইলে অদ্য সন্ধ্যাকালে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া কষ্ট দিতাম না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যসম্বন্ধে একমত হইয়াছি। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, উপায় ও কার্য্যের সময়সম্বন্ধে আমরা একমতে উপস্থিত হইতে পারি নাই। আমাদিগের কয়েকজন বন্ধু নির্ভীক এবং সাধুভাবে অগ্রসর হইবার পক্ষ সমর্থন করেন; অপর পক্ষে অন্য বন্ধুগণ (আর দুঃখের বিষয়, তাঁহাদিগের সংখ্যাই অধিক) বিপরীত পক্ষ সমর্থন করেন। পূর্ব্বোক্ত পক্ষ তাঁহাদিগের বিবেকের আদেশ কিয়ৎপরিমাণেও লঙ্ঘন করিয়া সাধারণ দেশবাসিগণ কর্তৃক অবলম্বিত প্রাচীন আচার-ব্যবহারসমূহের অনুসরণ করিতে অসম্মত এবং শেষোক্ত পক্ষ যদিও উহাদের অনিষ্টকারিতা ও নৈতিক অপকর্ষপ্রবণতাসম্বন্ধে জাতপ্রত্যয়, তথাপি সেগুলিকে অতিক্রম করিতে অভিলাষী নহেন। আরও এক পক্ষ আছেন, যাঁহারা এই সকল আচার-ব্যবহার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, অথচ আপনারা সে সকলের অনুসরণ করেন। তাহার পর সময়সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কোন কোন লোকের বিশ্বাস যে, যেরূপ অনুষ্ঠানের বিষয় আমরা চিন্তা করিতেছি, এখনও সে সকলের সময় আসে নাই। আমি যে দলভুক্ত, সে দলের বিশ্বাস যে, আমরা না আনিলে সময় কখনই আসিবে না। শিক্ষিত দেশবাসিগণের মুখে সচরাচর একই ধুয়া শুনিতে পাওয়া যায় যে, জাতিভেদ-লোপের ও বিধবাবিবাহপ্রবর্ত্তনের সময় এখনও আসে নাই। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের দেশ এই সকল সংস্কারের জন্য এখনও উপযুক্ত হয় নাই এবং এই সকল সংস্কারবিষয়ে প্রচেষ্টা অতি অসময়ে হইতেছে ও নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হইবে না। আমি অকুণ্ঠিতভাবে বলিতে পারি যে, এই ধুয়া উদাসীনের স্বর—আমাদিগের মধ্যে অকর্ম্মণ্যদিগের ওজর—ইহা সেই আলস্যের অবলম্বন, যে আলস্য সমগ্র দেশের প্রয়োজন হইলেও একটি অঙ্গুলী উত্তোলন করে না। আমার কথায় বিশ্বাস

করুন, আমরা যদি সময় আসিবে বলিয়া অপেক্ষা করি, তবে দেশের নৈতিক পুনর্জীবনলাভ চিরকালের জন্য স্থগিত থাকিবে। সময়ই বটে!! কেন, ইহাই আমাদিগের প্রযত্ন করিবার উপযুক্ত সময়। যদি আমরা বর্ত্তমান ত্যাগ করি, তাহা হইলে সময় কখনও আসিবে না। আমাদিগের সন্তানগণ এবং পরে আমাদিগের সন্তানগণের সন্তানগণ ঐ একই সুরে গাহিবে, "সময় এখনও আইসে নাই।" না, আমাদিগ-কেই উন্নতিচক্রে স্কন্ধ দিতে হইবে। আমি সত্যই আপনাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছি যে, সময় আসিয়াছে এবং বর্ত্তমান ভাবে চলিলে ইহা আর কখনও আসিবে না। আমি আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছি, আপনারা অগ্রসর হউন এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা আপনাদিগের কল্যাণসাধনের বর্ত্তমান সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না। আমি অনু-রোধ করিতেছি, আপনাদিগের সমস্ত শক্তি দেশের সমাজসংস্কাররূপ মহান্ ও পবিত্র কার্য্যে উৎসৃষ্ট করুন। আমি আপনাদিগের অনুরোধ করিতেছি—যাঁহারা মানসিক শ্রেষ্ঠতার অগ্রভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের অচ্ছেদ্য অন্ধকার সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছেন, তাঁহারা দেশের সভ্যতা-বিস্তার-কার্য্যে নেতার গৌরবোজ্জ্বল ব্রত গ্রহণ করুন। আমি দেশের নামে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আর আপনাদিগের উপর ন্যস্ত দেশের প্রধানতম অধিকার সকল তুচ্ছ করিবেন না, ভবিষ্যৎ সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিয়া উদ্যম হইতে বিরত হইবেন না; যে সকল পৈশাচিক সামাজিক পাপের অত্যাচারে দেশ ক্রন্দন করিতেছে, তাহা হইতে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে বিলম্ব না করিয়া সমস্ত হৃদয়, সমস্ত উৎসাহের সহিত এই মুক্তির জন্য জীবন উৎসৃষ্ট করুন। প্রবন্ধরচনায় ও বক্তৃতাপ্রদা-

নের সময় গিয়াছে। কার্য্যের সময় আসিয়াছে। অতিশয় সাহসের সহিত—প্রভূত বলের সহিত—যুক্তির সাহায্যে দেশকে টানিয়া তুলিতে হইবে। আমাদিগকে এক হইতে হইবে; অন্যথা আমাদিগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। ভগ্নগৃহ এক নিঃশ্বাসে ধূলিসাৎ হয়। প্রাচীন বাঙ্গালী এবং নব্য বাঙ্গালীদিগকে এক সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হইবে। একীভূত উদ্যম অসম্ভবকেও সম্ভব করে।

"আমাদিগের ব্যবহারিক ধর্ম্ম বহু দোষের আকর। ইহা সকল প্রকার উন্নতির বিঘ্নকারী। ইহা প্রতিনিয়ত এবং অতি সূক্ষ্ম-ভাবে আমাদিগের সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের সহিত সংঘর্ষে আইসে। ইহা কেবল আমাদিগের আহার-নিদ্রার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত নহে, এমন কি, শৌচাদি বিষয়েও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিতেছে। ইহা কেবল যে আমাদিগের যাতায়াতের সময় নির্দ্দিষ্ট করিতেছে, তাহা নহে; কেবল আমাদিগের যাত্রা নিরোধ করিতেছে, বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেক সময় ইহা অমঙ্গলকর বলিয়া ঘোষণা করিতেছে এবং কালাপানি পার হইতে নিষেধ করিতেছে, এমনও নহে; পরন্তু আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে এবং বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিতেছে। হাঁ, আমাদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে আহার ও পান করিতে হইবে, পাঠ করিতে হইবে এবং ভ্রমণ করিতে হইবে, বিশ্রাম করিতে হইবে, এবং নিদ্রা যাইতে হইবে—যেন আমাদিগের সাধারণ কার্য্য না করিয়া আমরা একটি গম্ভীর এবং পবিত্র-ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতেছি! মনু, যাজ্ঞ-বল্ক্য এবং অন্যান্য স্মৃতিকারগণ আমাদিগের জীবনের নিত্যকর্ম্মগুলি ধর্ম্মের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতার সহিত সুচতুরভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়া সর্ব্ব-প্রকার সামাজিক উন্নতির পথ অতি অব্যর্থভাবে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সত্য বটে, গ্রীকধর্ম্মও ঠিক আমাদিগের ধর্ম্মের ন্যায় অদ্ভুত

কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল; কিন্তু উহা দেশবাসীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার-পদ্ধতির সহিত এরূপ সংশ্লিষ্ট ছিল না। বরঞ্চ উহা কয়েকটি উত্তম ফল প্রসব করিয়াছিল; যথা—যে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য আজিও উহার বিগত গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয় এবং যাহা এখনও সমগ্র জগৎ প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করিতে পারে নাই—তাহা সেই ধর্ম্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্ম ইহার নানা গর্হিত নিয়ম এবং অনিষ্টকারিতা সত্ত্বেও (আর্ণল্ড এবং মেকলে উভয়েই তাহা দেখাইয়াছেন) য়ুরোপে অতি কল্যাণকর ফল প্রদান করিয়াছিল। ইহা জ্ঞানচর্চ্চা বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাই নির্জ্জন প্রদেশে ধর্ম্মযাজকগণ সাংসারিক কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া, বহির্জ্জগতের মতামত এবং কুসংস্কারের প্রভাব হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জ্ঞানচর্চ্চায় আপনাদিগকে উৎসৃষ্ট করিতে পারিতেন এবং পরে সেই জ্ঞান সাধারণ জনসংঘের মধ্যে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদিগের জাতীয় কুসংস্কার সকল প্রকার সামাজিক সংস্কারে অতি প্রবল ভাবে বাধা প্রদান করে। সুতরাং একটির বিনাশের সহিত অপরটির উন্নতি অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। বস্তুতঃ যখন ভারতবর্ষ তাহার সঙ্কুচিত ধর্ম্মের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তখনই আমরা জাতীয় পার্থক্য এবং অন্যান্য পৈশাচিক সামাজিক পাপের নিগড় হইতে মুক্ত হইব এবং যখন এদেশ ধর্ম্ম ও সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং নব-জীবন লাভ করিবে, তখন সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উহা স্বতঃই উন্নতিমার্গে উঠিতে থাকিবে এবং সভ্যতা ও স্বাধীনতার সকল প্রকার অধিকার ও স্বত্বে ভূষিত হইবে। গৌরবময় ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—তাহার আলোক দেখা যাইতেছে—আর অধিক দূরে নহে, পরন্তু আপনাদিগের নিকটেই উদিত হইয়াছে এবং বলুন, আপনারা—

আপনাদিগের নিকট আগত বংশধরদিগের নিকট এবং ভবিষ্য-দ্বংশীয়দিগের নিকট—এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে বাধ্য কি না? আমি পুনরায়, যত দূর আগ্রহের সহিত সম্ভব, আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা আপনাদিগের জন্মভূমির সামাজিক উন্নতির পবিত্র ব্রত গ্রহণ করুন।

"আমি গৌরব এবং আনন্দের সহিত প্রস্তাব করিতেছি যে, 'এই সভার মতে সাধারণ হিন্দুজনসংঙ্ঘের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিয়া বোধ হয় যে, সম্মিলিত এবং যথোচিত প্রযত্নই ইহার উন্নতির একমাত্র উপায় এবং সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্‌সমিতিনামক একটি সভা স্থাপিত হউক'।"

প্রস্তাবটি বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্ববাদ-সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়;—

বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং বাবু যাদবচন্দ্র মিত্র সমর্থন করেন যে,—সভ্যগণ স্ব স্ব দৃষ্টান্তে, শিক্ষায়, কর্ম্মে এবং মতে দেশের সামাজিক উন্নতির বিঘ্নোৎপাদনকারী এবং যুক্তি ও সত্যের বিরুদ্ধ সর্ব্বপ্রকার নীচ এবং নৈতিক অবনতির কারণস্বরূপ কুসংস্কারের অনুমোদন করিবেন না।

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত সমর্থন করেন যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্য-বিবাহবর্জ্জন এবং বহুবিবাহ-প্রচলন-রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হউক।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন এবং বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র সমর্থন করেন যে, উক্ত প্রস্তাব অনুসারে এই সমিতি হিন্দু-বিধবার

পুনর্বিবাহের আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক-সভায় আবেদন করা হউক এবং আপাততঃ অনতিবৃহৎ আয়োজনে নগরের উপকণ্ঠে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা করা হউক।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং বাবু কাশীনাথ দত্ত সমর্থন করেন যে, সভার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংগঠিত হউক।

রাত্রি ৯॥০ ঘটিকার সময় সভাপতিকে প্রথানুযায়ী ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

(স্বাক্ষর) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি

সভাপতি

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ।

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রশেখর দেব, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, বাবু শ্যামাচরণ সেন, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু গৌরদাস বসাক, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র।

সম্পাদকগণ

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত।

এই সভার সভ্যগণের নামের তালিকা পাওয়া যায় না। তবে অনেক শিক্ষিত হিন্দু যে ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাতে

সন্দেহ নাই। বাবু রাধানাথ শিকদার ও বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন; কারণ, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে কিশোরীচাঁদ ডায়েরীতে লিখিয়াছেন,—

"আমি, দাদা, রাধানাথ, রসিক ও তারকনাথ সেন একত্র হইয়া হিন্দুবিধবাগণের পুনর্ব্বার বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার প্রতি আমাদের প্রার্থনাপত্র বিবেচনা ও সংশোধন করিলাম।"

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণের মধ্যে এই কয়টি নূতন নাম দেখিতে পাওয়া যায়—বাবু শিবচন্দ্র দেব, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ, বাবু হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, বাবু জীবনকৃষ্ণ সেন।

আমরা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সভার একটি বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা হইতে দৃষ্ট হয় যে, এই সভায় বহু প্রয়োজনীয় সমাজসংস্কারবিষয়ক প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল এবং সংস্কারকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টাও হইয়াছিল। আমরা এই সভার অনুষ্ঠিত কয়েকটি প্রধান কার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদান করিতেছি।

(১) ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই সভা বহুবিবাহ নিবারণের নিমিত্ত 'ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায়' সর্ব্বপ্রথম আবেদন প্রেরণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার বহুবিবাহবিষয়ক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, কিশোরীচাঁদই সর্ব্বপ্রথম বন্ধুবর্গ-সমবায় হইতে এই গর্হিত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক-সভায় আবেদন প্রেরণ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুগণের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব এই আবেদনের বিরুদ্ধে আর একখানি আবেদন করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই আবেদনের অনুরূপ আর একটি আবেদন প্রেরণ করেন। সুতরাং এই সমবায় হইতেই একটি দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণীতেও দেখা যায় যে,

ঐ বৎসর ঐ সমবায় আর একখানি যুক্তিপূর্ণ আবেদন-পত্র প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

(২) এই সভা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিতে সাহায্য করেন। তাঁহারা সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একমত হইয়াছিলেন। কেবল বিধবাবিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত, কয়েকজন সভ্য তাহা বিশ্বাস করেন নাই। সেইজন্য এই সভা প্রস্তাবিত আইনের কোনও অংশ সামান্য পরিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিলেন এবং বিধবাবিবাহ রেজেষ্টারী করিবার প্রস্তাব করেন। ব্যবস্থাপক-সভার বিশেষ সমিতি মিঃ গ্রাণ্টের বিল পরীক্ষা করিবার সময় তাঁহাদিগের রিপোর্টে এই সমবায়ের প্রস্তাব কেন গৃহীত হইতে পারে না—তাহা লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় এই সভা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁহার "অদম্য উৎসাহ এবং অপূর্ব্ব দেশহিতৈষণার" জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই এবং ৮ই ডিসেম্বর বঙ্গদেশে এই আইনানুসারে যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে এই সভার সম্পাদক (কিশোরীচাঁদ) এবং সভার অনেক সভ্য "পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে এই কার্য্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য এবং গৌরবের বিষয় বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন।" এই স্থানে কিশোরীচাঁদের ডায়েরী হইতে দুই-এক অংশ উদ্ধার করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ;—

"৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬। অদ্যকার দিন আমার দেশের ইতিবৃত্তে নবযুগের প্রারম্ভ বলিয়া গণ্য হইবে। অদ্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। সিমুলিয়া সুকীয়াষ্ট্রীটস্থ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (?) বাটীতে হইল। পাত্র সুপ্রসিদ্ধ কথক ৺রামধন
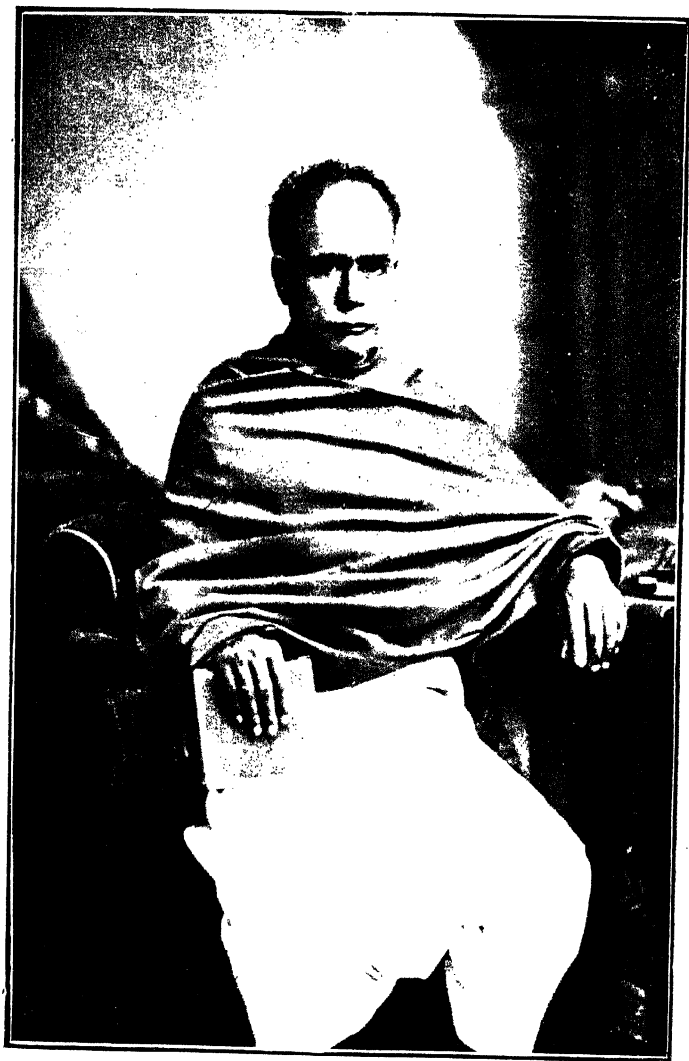
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিরোমণির পুত্র এবং মুর্শিদাবাদ সার্কেলের জজ-পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী ৺ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা। আমি আহারাদির পর দাদা, শিবচন্দ্র দেব, গোপী ও অন্যান্য বন্ধুগণের সহিত গিয়াছিলাম। বাড়ীতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। নব্যবঙ্গের দল ত ছিলই, তদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের কয়েক-জন অধ্যাপক এবং বালী ও অন্যান্য স্থানের কয়েকজন পণ্ডিত ও বাঙ্গালার প্রাচীন সম্প্রদায়ের দুই-একজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকল কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইল। পুরাতন শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি অনুসারেই ক্রিয়াটি আচরিত হয়। কন্যার মাতা লক্ষ্মী দেব্যা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। যে ঘরে সম্প্রদান হয় সে ঘরে আমি ও রাম-গোপাল মাত্র উপস্থিত ছিলাম; পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন, যাঁহার অবিশ্রান্ত উৎসাহ এবং অননুকর-ণীয় যুক্তিকুশলতার জন্যই এই শুভ ফল প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়াছে।

"৮ই ডিসেম্বর। অদ্য সন্ধ্যাকালে আর একটী বিধবাবিবাহে উপ-স্থিত ছিলাম। যাঁহারা উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন তাঁহারা অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত কায়স্থ। পাত্র কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষ,—সাহেববাট রাজপরিবারসম্পর্কিত রামকালী ঘোষের আত্মীয়। পাত্রী ঠনঠনিয়ার ঈশানচন্দ্র মিত্রের বিধবা কন্যা।"

(৩) এই সভায় গঙ্গাযাত্রা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব আলোচিত হয়; কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের সহিত শীঘ্রই এই প্রথা বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব, এই বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৪) স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য এই সভা প্রথম হইতেই উৎসুক ছিলেন। সম্পাদক (কিশোরীচাঁদ) কর্তৃক তাঁহার কাশীপুরস্থ ভবনে

একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ছাত্রীর অভাবে এবং স্থানীয় ব্যক্তিগণের সহানুভূতির অভাবে ঐ বিদ্যালয় উঠিয়া যায়।

(৫) বাঙ্গালী কৃষকগণের যথার্থ অবস্থা ইংলণ্ডের জনসাধারণের গোচর করিবার উদ্দেশ্যে এই সভা "প্রজাগণের সামাজিক অবস্থা" বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু পরীক্ষকগণের (সভাপতি, সম্পাদক এবং রেভারেণ্ড মিঃ জে, লঙ্‌) মতে কোনও প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। সুতরাং প্রাইজ ফণ্ডের টাকায় প্রজাগণের অবস্থাসম্বন্ধীয় মৌলিক এবং গবেষণাপূর্ণ পুস্তক বা পুস্তকাংশ, রিপোর্ট প্রভৃতি প্রচার করা হইবে স্থির হয়।

(৬) চড়ক পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত, সে সকলের উচ্ছেদের জন্য এই সভা বিশেষ চেষ্টা করেন।

উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই সভায় অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা হয়। সে সময়ে সমাজ-সংস্কার কার্য্য নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। কারণ, তখন শিক্ষা এত বিস্তৃতিলাভ করে নাই এবং অকাট্য যুক্তিসকলও অজ্ঞানতাবশতঃ পরিত্যক্ত হইত। এই স্থলে আমরা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যবিবরণীর উপসংহারাংশের অনুবাদ প্রদান করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। বলা বাহুল্য, এই বিবরণী কিশোরীচাঁদ কর্ত্তৃক লিখিত।

"আপনাদিগের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই সভার এই সংহত অথচ সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণীর উপসংহারে গত বৎসরে অতি অল্প কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এ বৎসর যে বিফলে গিয়াছে এমন কথা বলা যায় না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার

জন্যে ইহা বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। হতভাগিনী বিধবাগণের শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছে এবং অদূরভবিষ্যতে হিন্দুনারী আর গার্হস্থ্য বস্তু বলিয়া বিবেচিতা হইবেন না। সভার দূরীকরণীয় দুষ্কৃতির বিপুলতা এবং প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য ও প্রাপ্ত সুযোগের অসমতা বাহ্য অকৃতকার্য্যতার যথেষ্ট কারণ বলিয়া অনুভূত হইবে।

"আমাদিগের দেশের সভক্তিপূজিত বিধানসকল, ইহার অতি প্রাচীন অথচ অস্বাভাবিক আচারসমূহ, ইহার অতি প্রাচীন অথচ ন্যায়বিরুদ্ধ কুসংস্কারসমূহ এক দিনে উচ্ছিন্ন হইবার নহে। সাফল্যের মুকুট লাভ করিবার পূর্ব্বে এই সভাকে বহু বৎসর কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু সংসাধিত পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব দর্শন করিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। যখন আপনাদিগের সমিতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বের হিন্দুর মানসিক অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করেন —যখন তাঁহারা স্মরণ করেন, সেই এক সময়ের—অবিচ্ছিন্ন অজ্ঞতা কিরূপে দূর হইল—কিরূপে সমগ্র জাতির মতি কুসংস্কারে নীচতাপ্রাপ্ত এবং চিত্তবিকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, কিরূপে তাহারা শৃঙ্খলমুক্ত হইতেছে ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অতিক্রম করিয়াছে এবং আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে—তখন তাঁহারা সমাজসংস্কারবিষয়ে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতে পান না এবং সর্ব্বশক্তিমান সিদ্ধিদাতার প্রতি ধন্যবাদের অশেষ কারণ বিদ্যমান আছে মনে করেন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুক্তি

সুখ্যাতির সহিত রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, দেশে শিল্প, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতিকল্পে অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া, এসিয়াটিক সোসাইটী, ডিষ্ট্রীক্ট চারিটেবল সোসাইটী প্রভৃতি বহু সভার একজন প্রধান সভ্যরূপে বক্তৃতা ও আলোচনাদি করিয়াই যে কিশোরীচাঁদ নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি এই সময়ে রাজনীতিরও বিলক্ষণ চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং দেশের রাজনীতিক অবস্থা উন্নত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিশোরীচাঁদের বাটীতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা একত্র হইয়া নানা প্রকার দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। মহাত্মা জর্জ্জ টম্‌সনের প্রথম ভারতবর্ষে আগমন এবং এতদ্দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টির বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার এদেশে আগমন করেন। ইনি কিছুদিন কিশোরী-চাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নব্যবঙ্গকে পুনরায় উত্তেজনা-ময়ী রাজনীতিক বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলেন। এই সময়ে "মফঃস্বলস্থ ফৌজদারী বিচারালয়ে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার হওয়া উচিত কি না," এই বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত এই সকল স্বাধীন ব্রিটনবাসীর ফৌজদারী মোকদ্দমা-সমূহের বিচারনিষ্পত্তির ক্ষমতা কেবল সুপ্রীমকোর্টেরই ছিল। সুদূর মফঃস্বলে ইংরাজ প্ল্যান্টার এবং দেশীয় প্রজার মোকদ্দমা বাধিলে দরিদ্র প্রজাকে প্রভূত সময় এবং অর্থ নাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া নালিশ রুজু করিতে হইত। তখন যাতায়াতেরও এত সুবিধা ছিল না। আইন কমি-

শনের তদানীন্তন সভাপতি মাননীয় মিঃ পিকক্ নূতন ফৌজদারী বিধির খসড়া পেশ করিবার সময় এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। শিক্ষিত ভারতবাসীরা এই বিষয়ে যে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের দেশে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। পরে বোধ হয়, ইলবার্ট বিলের আলোচনাকালে এবং গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় মাত্র দেশবাসী এইরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। কিশোরী চাঁদের ডায়েরী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা।

কিশোরীচাঁদের প্রস্তাবানুসারে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল তারিখে টাউনহলে এক বিরাট সভা আহূত হয়। ইহাতে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মেসার্স জেম্‌স্ হিউম, জর্জ্জ টম্‌সন্, রেভারেণ্ড জে লঙ প্রভৃতি কয়েকজন অকৃত্রিম ভারতবন্ধুও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাইকপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এই সভায় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন :—

"এই সভার সতর্ক বিচারে, ন্যায় এবং বিশুদ্ধ নীতি অনুসারে, তথা দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ইহা বাঞ্ছনীয় যে, মহারাণীর ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে মহারাণীর সর্ব্বজাতীয় প্রজা ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে কোনও দোষের জন্য অভিযুক্ত হউন না, একই বিধি দ্বারা, একই বিচারকগণ কর্ত্তৃক বিচারিত হইবেন এবং কোনও সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, জন্মস্থান, ধর্ম্ম অথবা লৌকিক অবস্থার নিমিত্ত অন্যান্য প্রজাবৃন্দ হইতে বিশেষ সর্ত্ত বা অপ্রকাশ্য সুবিধা দ্বারা রাজবিধির নিকট ভিন্নভাবে দৃষ্ট হইবেন না। অতএব এই সভা আন্তরিক আশা করেন যে, মহারাণীর কোনও শ্রেণীর প্রজা মফঃস্বলস্থ বিচারালয়ের অধিকার-

বহির্ভূত হইবেন না—এই নীতি ব্যবস্থাপক সভার আলোচনাধীন ফৌজদারী বিধির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সন্নিবিষ্ট হইবে।"

কিশোরীচাঁদ এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া যে সুদীর্ঘ অথচ অতীব চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন, ভারতবর্ষনিবাসী ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় প্রজাগণের মধ্যে অন্যায় ও অসূয়াকর পার্থক্য দূরীকরণার্থ যে সকল যুক্তির অবতারণা করেন এবং যে অসীম সাহস ও তেজস্বিতার সহিত ন্যায়ের পক্ষ গ্রহণ করিয়া রাজবিধির অসঙ্গত নীতির কঠোর সমালোচনা করেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতাটি পাঠ না করিলে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইবে না। দুঃখের বিষয়, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার এই প্রসিদ্ধ বক্তৃতার সারাংশ প্রদান করাও সম্ভবপর নহে। 'ইংলিশম্যানে'র সম্পাদক কব হ্যারী লিখিয়াছিলেন যে, "চারি জন মিত্র উক্ত সভার দিনটি জয় করিয়াছেন" (Four Mitras have won the day); কিশোরীচাঁদ, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল ও প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার কার্য্যে বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে কিশোরীচাঁদের বক্তৃতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

এই সভার কার্য্যবিবরণী ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহে অতি তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। কিন্তু কিশোরীচাঁদ জানিতেন যে, ইহাতে সুফল ফলিবে। ইংলণ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

ঘটিলও তাহাই। সিপাহী-বিদ্রোহের গোলমালে এই সভা কর্ত্তৃক প্রেরিত আবেদন ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত হয় নাই। কিন্তু 'কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্' তাঁহাদিগের এক পত্রে উহার বিষয় উল্লেখ করেন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর তারিখে উহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হইয়াছিল। নূতন আইনে বিধিবদ্ধ হইল যে,

মফঃস্বলস্থ বিচারালয় সমূহে এতদ্দেশীয় ব্রিটনবাসীদিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে পারিবে। তবে ইচ্ছা করিলে, ব্রিটিশগণ বলিতে পারিবেন যে, "কালা আদমীর নিকট আমাদিগের বিচার-নিষ্পত্তি হইবে না।"

বলা বাহুল্য, কিশোরীচাঁদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের ও অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ-কর্ম্মচারীর অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বার্থের জন্য ন্যায় ও সত্যানুমোদিত দেশহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিবার লোক ছিলেন না। এই সময়েই তিনি আরও একটি কার্য্যের দ্বারা বহু ক্ষমতাশালী ইংরাজের (গবর্ণমেণ্টের নহে) অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাহার বিষয় পরে বলিতেছি।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে ভারতপ্রবাসী ইংরাজগণ ভারতবাসীর উপর নিতান্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠেন। চতুর্দ্দিকে কেবল "প্রতিহিংসা" "প্রতিহিংসা" রব উত্থিত হইল। কয়েক জন নির্ম্মম ও মূর্খ সিপাহী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য শান্তিপ্রিয় ঈশার শিষ্যগণ নির্দ্দোষ লক্ষ লক্ষ প্রজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সদাশয় লর্ড ক্যানিং দৃঢ়তার সহিত প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরাজগণের মন্ত্রণা পরিত্যাগ করিয়া করুণার উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু এই সকল ইংরাজ মহাত্মা ক্যানিংএর মহৎ ভাব উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি নিতান্ত নীচজনোচিত বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং কার্য্যে ও বাক্যে এই অসভ্যজনোচিত প্রতিহিংসার সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় কেবলমাত্র কতিপয় শিক্ষিত ভারতবাসী দেশের যথার্থ অবস্থাবর্ণন ও লর্ড ক্যানিংএর সমীচীন নীতির সমর্থন করিয়া রাজ্যশাসনে

ক্যানিংকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে 'হিন্দুপেট্রিয়টের' তৎকালীন সম্পাদক চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ হিন্দুপেট্রিয়টের জন্মদাতা ও উহার প্রথম সম্পাদক সুপণ্ডিত ও সুলেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত মহাত্মা অসামান্য নির্ভীকতা-সহকারে শ্লেষবর্ষী ভাষায় "জাতিবৈরিতা ও জাতিবিদ্বেষ" বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সে সকল সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দুপেট্রিয়টে' উক্ত মহাত্মার মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি "সম্পাদকের হাড়কাঠে দেওয়া মাথায় এই সকল যুদ্ধার্থী মহাপ্রভুদের প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত করিয়াছিল"। দেশপ্রাণ কিশোরীচাঁদও এই সময় তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ্ হরিশ্চন্দ্রের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে The Mutiny, the Government and the People—"By a Hindu"নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া তিনি অকাট্য যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করেন যে, সিপাহীবিদ্রোহ সৈন্যসংক্রান্ত বিপ্লবমাত্র, ইহাতে সমগ্র দেশের জনসাধারণের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। দেশবাসী রাজভক্তই আছেন। কয়েকজন মূঢ় সিপাহীর জন্য নির্দোষ দেশবাসীর উপর প্রতিহিংসাগ্রহণ নিতান্ত অসঙ্গত। ক্যানিংএর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সাধারণ ইংরাজগণ কর্ত্তৃক দুইটি অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। যথা—

(১) বিদ্রোহিগণের সহিত অত্যন্ত ক্ষমাশীল ব্যবহার।

(২) গবর্ণমেণ্টের দূরদর্শিতার, এবং বিদ্রোহের প্রকৃতি ও আকৃতি সম্বন্ধে বিচারক্ষমতার অভাব, অথবা বিদ্রোহদমনে অবহেলা বা শিথিলতা।

কিশোরীচাঁদ তাঁহার প্রবন্ধে যুক্তি দ্বারা এই অভিমতগুলির খণ্ডন

করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমর্থন করেন। শুনিয়াছি, মহামতি লর্ড ক্যানিং বাহাদুর এই পুস্তক পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত হন এবং গ্রন্থকারকে একখানি প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রখানি আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'হিন্দুপেট্রিয়ট' উক্ত পুস্তিকার সুদীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনার উপসংহারে বলেন যে, সিপাহীবিদ্রোহ-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ইহা যে একটি অতিশয় চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বেই কিশোরীচাঁদ এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া ক্যানিং বাহাদুরকে সিপাহীবিদ্রোহে ন্যায়সঙ্গত এবং বিচক্ষণ নীতি অবলম্বনের জন্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। আমরা এই সভার কার্য্যবিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে তাঁহার ডায়েরীতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

ইহা ব্যতীত প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি এই সকল মত প্রচার করিতেন। এই বৎসর শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর স্কুলের পারিতোষিক বিতরণকালে সভাপতিরূপে কিশোরীচাঁদ একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ইংরাজগণের বিদ্রোহসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশে শিক্ষাবিস্তারকার্য্য বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। কিশোরীচাঁদ বলেন, শিক্ষার অভাবই এই বিদ্রোহের কারণ এবং সর্ব্বত্র শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত।

এই সময়ের সকল রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া কিশোরীচাঁদ কেবল কয়েকজন ইংরাজের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন, তাহাই নহে; ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত কতিপয় ভারতীয় কর্ম্মচারীও তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই সকল শত্রুগণের মধ্যে

সর্ব্বপ্রধান তদানীন্তন পুলিস-কমিশনার মিঃ ওয়াকোপ (Mr Wauchope) কয়েকবার তাঁহার নামে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন। কিন্তু এই রিপোর্টের কোনও ফল হয় নাই। পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেট তখন বিচারবিভাগের প্রধান ছিলেন, পুলিশ কমিশনরের মতে না চলিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন। কিশোরীচাঁদের সহযোগী দক্ষিণ-বিভাগের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেঃ হিউম কিশোরীচাঁদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং উভয়েই ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারকালে অপক্ষপাতিত্ব-প্রদর্শন দ্বারা সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপে কার্য্য করিতে হইলে সময় সময় পুলিসের দোষ প্রদর্শন করিতেও হয়। সুতরাং পুলিস-কমিশনার উভয়ের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। 'ইংলিশম্যান' পত্রে প্রায়ই এই দুই জন লোকরঞ্জক ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করিয়া পত্রাদি লিখিত হইত। কিন্তু ওয়াকোপের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। হিউম এবং কিশোরীচাঁদ কেহই স্থানান্তরিত হইলেন না।

বাস্তবিক কিশোরীচাঁদ অতিশয় সুখ্যাতির সহিত তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি দেশবাসীর মধ্যে প্রথম "জাষ্টিস অব দি পীসের" (Justice of the Peace) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন। এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিচারকালে অপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া জাতীয় পার্থক্য দূরীকরণে চেষ্টা করেন। ইংরাজ ফরিয়াদী ও দেশীয় আসামী হইলেই যে আসামীকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিতে হইবে এবং বিপরীত অবস্থায় ইংরাজ আসামীকে নিষ্কৃতি দিতে হইবে, সাম্য-বাদী কিশোরীচাঁদ এই দুর্নীতিকে কিছুতেই সমর্থন করিতেন না। কিন্তু এরূপ কার্য্য করা ব্রিটিশজাতির অপমান এবং "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ" করার সহিত একার্থবাচক কি না, সিপাহীবিদ্রোহের পর বিকৃত-মস্তিষ্ক অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল!

কমিশনার মিঃ ওয়াকোপ বহু চেষ্টার পর অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ রিপোর্টের ফলে গবর্ণমেণ্ট কিশোরীচাঁদের নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করিলেন। কিন্তু মিঃ ওয়াকোপ কি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং কেন কিশোরীচাঁদের কৈফিয়ত তলব হইয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে দুইটি মোকদ্দমার বিবরণ জানা আবশ্যক। একটি মোকদ্দমায় ইংরাজ ফরিয়াদী এবং একটি মুসলমান বালক চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়; বালকটি অব্যাহতি লাভ করে। অপরটিতে একটি পুলিস চৌকীদারের সাক্ষ্যে কিশোরীচাঁদ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং অর্দ্ধ আনা মূল্যের কাষ্ঠখণ্ড চুরীর একটি মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

মিঃ ওয়াকোপ গবর্ণমেণ্টকে উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্রাদি প্রেরণ করিয়া লিখেন যে, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং যেরূপ "hurried, slovenly and unbusiness-like manner" ব্যস্তভাবে, কদর্য্যরূপে এবং অসম্পূর্ণভাবে তিনি কার্য্য করেন তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করা কর্ত্তব্য মনে করেন। তিনি আরও একটি অভিযোগ আনয়ন করেন। তাহা এই যে, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় মোকদ্দমায় সত্যবাদী চৌকীদার মহাশয়ের যে সাক্ষ্য ওয়াকোপের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহা কিশোরীচাঁদ বিশ্বাস করেন নাই বলিয়া তিনি (মিঃ ওয়াকোপ) গোপনে কেস্‌বুক্ আনিয়া যেরূপ ভাবে ঐ দুইটি মোকদ্দমার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া দেখিয়াছিলেন। পরে ঐ মোকদ্দমাগুলির বিষয়ে পুনশ্চ তদারক করিবার অভিপ্রায়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে কিশোরীচাঁদের নিকট হইতে ঐ পুস্তকখানি আনয়ন করিয়া পাঠ করেন। তাহাতে তাঁহার বোধ হয় যে, মোকদ্দমার বিবরণ দুইটির

কতকগুলি অংশ পরে সংযোজিত হইয়াছে। অথচ কমিশনার মহোদয় তাঁহার স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহার সমর্থনে তিনি বলেন যে, প্রথম মোকদ্দমার আসামী আবদুল রহিমকে নির্দ্দোষীর ন্যায় মুক্তিপ্রদান করা হয় (acquitted) কিন্তু পরে কয়েকটি বাক্য এরূপ ভাবে সংযোজিত করা হইয়াছে যে, অনুমিত হয় যে, আসামী অল্পবয়স্ক বলিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে (warned and acquitted)। তিনি আরও বলেন যে, "warned and discharged"—এই আদেশই সচরাচর প্রদত্ত হয়, "warned and acquitted" কথা ইংরাজীতে ব্যবহৃত হয় না। উপর্য্যুপরি মিঃ ওয়াকোপের নিকট রিপোর্ট পাইয়া গবর্ণমেণ্ট ওয়াকোপের এই পত্রখানির একখানি নকল কিশোরীচাঁদের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার কৈফিয়ত তলব করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর উপর মন্তব্য প্রকাশ করিবার কোনও অধিকার পুলিশ কমিশনারের ছিল না। সুতরাং বিচার বিভাগের স্বাধীনতারক্ষার জন্য কিশোরীচাঁদ বিনীতভাবে অথচ তেজের সহিত গবর্ণমেণ্টের পত্রের উত্তর প্রদান করেন। ইহাতে মিষ্টার ওয়াকোপের আইন সম্বন্ধে মূর্খতার বিষয়েরও উল্লেখ ছিল। কেবল মাত্র স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে গুরু অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। শুনিয়াছি, এই পত্র প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষের ন্যায় দুইজন স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী ব্যক্তির উপদেশানুসারে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে কিশোরীচাঁদের নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

A. R. Young Esq.

Secretary to the Government of Bengal.

Dated Calcutta Police Office, the 7th July 58.

Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter No. 2276 dated the 29th June 1858 with enclosures.

I must confess that I have read the letter of the Commissioner of Police with feelings of painful surprise. Mr. Wauchope has accustomed himself to sit in judgment over my decisions but has now thought fit to bring against me one charge at least, which if true, would render me unworthy of all future confidence on the part of Government. I need scarcely observe that I allude to the charge of interpolating and altering the records in two of the three cases brought to the notice of His Honor the Lieutenant Governor. I hardly know what to say in my defence beyond expressing my regret that a charge so utterly groundless and so decidedly at variance with my habits and notions should have been preferred against me without so much as the faintest shadow of evidence. I entirely and emphatically deny the charge, and I

beg leave to assure His Honour that the copies of the proceedings as furnished by me to the Commissioner are a faithful transcript of all that transpired at the trial of the cases in question, I am at a loss to conceive how Mr. Wauchope should have been led to form an opinion so insulting to my sense of honor as a man and so derogatory to my position as a Magistrate. I flatter myself that the whole history of my humble career as a servant of Government and a member of society shows nothing to warrant so cruel an aspersion on my character. But in casting it, what does Mr, Wauchope rely upon ? His mere recollection. What opportunity the Commissioner of Police enjoys of looking into and perusing the case-book of the Magistrate I do not know. But if, as he says, he was, on the present occasion, enabled to do so, then the assistants in whose charge those books were, must have betrayed their trust and grossly misinformed me; for I am assured that he never obtained a sight of the books. With reference to the cases brought to the notice of the Hon'ble the Lieutenant Governor, I feel called upon to say but little. I cannot convict prisoners against my own belief, not even to gratify the head of the

Executive Police. Nor can I persuade myself to pronounce them guilty of one offence, when sent up on another differing from the first, *toto cœlo*.

In regard to the first case, Sumbhoonath Dhar vs. Dederbux, the Commissioner of Police observes that a few days ago, Mr. Supdt. Purney under instructions from the Northern Division Magistrate brought before me a Chowkeydar charged with giving false evidence. This is a mistake. I requested Mr. Purney simply to mention to the Commissioner that I thought the Chowkeydar was unworthy of confidence. If (*vide* my letter no. 45 dated 18th June 58 to the Commissioner) the case were clearer against him I should have committed him for perjury at once under the new Police Act. I did not attach the slightest weight to the evidence of the Chowkeydar and felt strongly disposed to believe that the prosecution arose from motives of revenge and I humbly submit that I am not a total stranger to the peculiarities of native feelings and instincts.

In his report on the case of Milligan, the Commissioner has thought fit to be merry on a slight slip of pen, In the hurry of the moment, for in those days I had to dispose of every case arising in so large a

city as Calcutta, Mr Hume being absent on sick leave, I had written "warned and acquitted" instead of "warned and discharged." It is not often that I make mistakes of this kind and the fact of my allowing such a mistake to remain uncorrected is, I presume, calculated to show that I am not in the habit of polishing, even into idiomatic accuracy, the statements taken down at the time of trying cases, but leave them with all the imperfections on their head.

* * * * *

The Commissioner has been pleased to characterize my manner of disposing of cases and to call it "slovenly, hurried and unbusinesslike". This is a mere matter of taste and I refrain from dwelling on it, as I believe the Judicial Bench owes it to its dignity to refuse to recognise any right in the Commissioner or any other officer of Police to interfere with it. I humbly submit that if such a right be conceded to the Commissioner, an officer who will in all probability be selected in future from the ranks of the Executive Police and not from the Covenanted Service as at present, the position of a Magistrate of Calcutta would be truly humiliating. As this is not the first time of Mr. Wauchope taking upon himself a function not belong-

ing to him, I would respectfully submit for the consideration of His Honor the Lieutenant Governor whether I do not barely perform a necessary duty in soliciting that a check may be put upon proceedings, which ostensibly adopted with a view to promote the efficiency of his own department, seem designed and are certainly calculated to degrade the Judicial Bench and would be unjustifiable on that ground, even if they had been less uncalled for. If it were my purpose to recriminate, I should bring to the notice of His Honor the more than "slovenly and unbusinesslike" because illegal and arbitrary manner in which the Commissioner occasionally performs his duties; very recently I found he had dealt with a case of forgery, Queen vs. Nobin and others, in which when it was brought up before me by Mr. Superintendent Younan, I was surprised to see that he had examined one of the prisoners as a witness without discharging him at all and had issued a warrant of apprehension on that deposition. I pointed this out and requested that the party might be released if his evidence were required as the statement of one prisoner could not fix another. This circumstance transpired, I believe, one or two days before he called

upon me for copies of the cases in question. But my present object is not to retort but respectfully and earnestly to deprecate the repeated and uncalled for attacks of the Commissioner of Police and to solicit the continuance of that support which His Honor has been hitherto graciously pleased to accord to me and without which no public officer, especially one in my position and of my race, can carry on his duties.

গবর্ণমেণ্ট এই পত্রের একটি নকল মিঃ ওয়াকোপকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে বলেন। মিঃ ওয়াকোপ যখন দেখিলেন যে, কিশোরীচাঁদের নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং অভিযুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি পুনরায় তাঁহার স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিশোরীচাঁদের নামে সরকারী কাজে নিবেশিত লিখনের দোষ আরোপ করিলেন এবং উহা বিচার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন। সার ফ্রেডরিক হ্যালিডে কিশোরীচাঁদকে উপযুক্ত কর্ম্মচারী বলিয়া জানিতেন, সুতরাং তিনি প্রকাশ্য বিচার না করিয়া যাহাতে আপোষে মিটিয়া যায় তাহার চেষ্টা করেন। সুতরাং তিনি কিশোরীচাঁদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার নামে যে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে তিনি তাহা আপোষে মিটাইতে প্রস্তুত আছেন কি প্রকাশ্য ভাবে তাহার বিচার প্রার্থনা করেন। ওয়াকোপের সহিত এই বিবাদ আপোষে মিটানর অর্থ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। কিশোরীচাঁদের ন্যায় স্বাধীনচেতা পুরুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব; অতএব নিষ্কলঙ্ক কিশোরীচাঁদ প্রকাশ্য বিচার প্রার্থনা করিলেন।

শুনা যায় যে, চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুস্দন দত্ত এই বিষয়ে কিশোরীচাঁদকে উত্তেজিত করেন, কিন্তু বহুদর্শী প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামগোপাল ঘোষ ইহাতে ভবিষ্যৎ অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্র বাবুর মধুস্দনের জীবনচরিতের পরিশিষ্টে কিশোরীচাঁদের সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয়ের মন্তব্যে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

One more recollection that comes to my mind is the following—Kissory Chand Mitra was Magistrate when Modhu returned from Madras. He returned like a true poet, without a six pence in his pocket. One Mr. Tucker, choosing to go away from the Police to the Small Causes Court, made room for Modhu to be taken in as interpreter by Kissory. Modhu's pay was Rs 120 a month—just enough for his *dal bhat.* Kissory treated Modhu in the spirit of a friend and not a superior. In this Kissory was an honorable exception to most Bengalis in power who are generally tyrants over their nation. Poor fellow; when he was in hot water, Modhu and Harish Mookerji came to his help. They drew up all the neccessary papers for him. They advised him to ask for a commission. Ramgopal Ghosh very much condemned this step and lamented Kissory's mistake in taking no better advice than from two flaming young spirits,

এই স্থলে কিশোরীচাঁদের সহিত মধুসূদনের সম্বন্ধ-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিশোরীচাঁদ মধুসূদনকে কেবল প্রিয় বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, পরন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন। মধুসূদনের জন্মস্থান সাগরদাঁড়ী হইলেও তিনি খিদির পুরে পিতার বাসায় বর্দ্ধিত হন। ইহারই সন্নিকটে কিশোরীচাঁদের সহধর্ম্মিণীর জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় বাস করিতেন। এই সম্পর্কে মধুসূদন কিশোরীচাঁদের সহধর্ম্মিণীর ভ্রাতৃস্থানীয় ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পিতার লোকান্তর গমনের পর যখন মধুসূদন নিরাশ্রয় অবস্থায় কলি- কাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন কিশোরীচাঁদই মধুসূদনকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। মধুসূদন কিশোরীচাঁদের বাটীতে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পৈতৃক বিষয় উদ্ধারের জন্য কিশোরীচাঁদ মধুসূদনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদই পাইক- পাড়ার বিদ্যোৎসাহী রাজা স্বনামধন্য প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত ভবিষ্যতে শর্ম্মিষ্ঠারচয়িতার পরিচয় করাইয়া দেন। মধুসূদনের নিতান্ত দুরবস্থার সময় কিশোরীচাঁদই তাঁহাকে পুলিশকোর্টে ইণ্টারপ্রিটারের কর্ম্ম প্রদান করিয়া বাঙ্গলার এই মহাকবির জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পরেও কিশোরীচাঁদ বহুবার মধুসূদনকে সাহায্য করিয়াছিলেন; এবং মধুসূদন আজীবন এই ব্যবহার কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি- তেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদের বাটীতে অবস্থান কালে মধু- সূদন প্রায়ই তাঁহার সহিত সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। ঐ বৎসরের ২০শে জুলাই তারিখের দৈনন্দিন লিপিতে কিশোরীচাঁদ মাইকেলের রচিত একটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। উহাতে কোন বিশেষত্ব না থাকিলেও পাঠকগণের কৌতূ- হল নিবারণার্থে উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

20th July 1856. Mr. M. S. Dutt gave me the following song :—

"When I was a young and gay recruit
Just landed at Madaras
I thought to lead a sober life
With a superfine black shining lass,
I roved about from place to place
Until I found my Mothonia
Oh what a charming girl she was
With her thana-na-na."

এইবার আমরা সংক্ষেপে কিশোরীচাঁদের বিচারের কথা বলিব। কিশোরীচাঁদের প্রার্থনানুসারে তাঁহার বিচারের ভার একটি কমিশনের উপর ন্যস্ত হইল।

পাঠকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এস্থলে "কিশোরীচাঁদ ও ওয়াকোপের মোকদ্দমার বিচার" না বলিয়া আমরা কিশোরীচাঁদের বিচার বলিলাম কেন? কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কিশোরীচাঁদ ও ওয়াকোপ উভয়েই উভয়ের দ্বারা অভিযুক্ত। ইহার কারণ এই যে, ওয়াকোপ "চিহ্নিত রাজপুরুষ।" গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মোকদ্দমা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের সলিসিটর, অ্যাডভোকেট প্রভৃতি ওয়াকোপের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইলেন। কিশোরীচাঁদের নিযুক্ত এটর্নি ও ব্যারিষ্টার তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা চালাইলেন। কেন এরূপ হইল, এই প্রশ্ন দেশবাসীর মুখপত্র 'হিন্দুপেট্রিয়ট্' উত্থাপিত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কমিশন নিযুক্ত হইল। ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ

এইচ্ ফার্গুসন, ব্যারিষ্টার মিঃ জে, হাইণ্ড এবং ছোট আদালতের জজ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। ওয়াকোপের পক্ষে (অথবা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে) ব্যারিষ্টার মিঃ গ্রেহাম এবং এটর্নি মেসার্স স্যাণ্ডিস্ এণ্ড ওয়াট্স্ নিযুক্ত হন এবং কিশোরীচাঁদের পক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ নিউমার্চ্চ এবং এটর্নি মেসার্স জর্জ, জর্জ এণ্ড ওয়াটকিন্স্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদ স্বয়ং এই মোকদ্দমায় উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু মিঃ ওয়াকোপ তাঁহার স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিশোরীচাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ওয়াকোপের অধীনস্থ কয়েকজন নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীর সাক্ষ্যও গৃহীত হইয়াছিল। যে যে কারণে কিশোরীচাঁদ অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন দিবসে কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট রায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের কোর্টে, আবদুল রহিম নামক এক ব্যক্তি তাহার প্রভু লেফটেনাণ্ট মিলিগ্যানের ৫৲ চুরী করা অপরাধে অভিযুক্ত হয়। সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয় যে, আসামী দোষী ; কিন্তু উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যায় ভাবে তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন।

(২) আসামীর অল্পবয়স এবং অন্যান্য কারণে তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দেন, এইরূপ দেখাইবার নিমিত্ত ম্যাজিষ্ট্রেট পরে তাঁহার কেসবুকে কয়েকটি অতিরিক্ত বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

(৩) পরে গবর্ণমেণ্টের পত্রের উত্তরে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিথ্যা করিয়া বলেন যে, তিনি যথার্থই উক্ত আসামীকে ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং তাড়াতাড়িতে "warned and discharged" না লিখিয়া "warned and acquitted" লিখিয়াছিলেন।

(৪) সেথ দেদার বক্স নামক এক ব্যক্তি শম্ভুনাথ ধরের এক আটি কাঠ চুরীর অপরাধে অভিযুক্ত হয়। কিশোরীচাঁদ অন্যায় বিচারে আসামীকে সসম্মানে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং শম্ভুনাথের ১০৲ জরিমানা করেন।

(৫) তিনি উক্ত বিচারফল ঠিক হইয়াছে ইহা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার কেসবুকে উক্ত মোকদ্দমার বিবরণ মধ্যে কয়েকটি কথা পরে সংযোজিত করিয়াছেন।

(৬) গবর্ণমেণ্টের পত্রের প্রত্যুত্তরে তিনি নিবেশিতলিখন অস্বীকার করিয়াছেন।

কিশোরীচাঁদের ব্যারিষ্টার মিঃ নিউমার্চ যেরূপ দক্ষতার সহিত মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন, তাহাতে দেশবাসীর মনে কিশোরীচাঁদের নির্দ্দোষিতা ও মিঃ ওয়াকোপের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনি কমিশনরগণকে দেখাইয়া দেন যে, ১ম এবং ৪র্থ অভিযোগ কোনও "জষ্টিস্ অব্ দি পিসের" বিরুদ্ধে আনা নিয়মবহির্ভূত। তিনি প্রসিদ্ধ বিচারক চিফ্ জষ্টিস্ লর্ড ম্যান্সফিল্ডের "If their Judgment be wrong, yet their heart and intention pure, God forbid that they should be punished." এই উক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, কিশোরীচাঁদের বিচার যে ন্যায়ানুমোদিত হয় নাই, তাহাতেই সন্দেহ আছে। তিনি বলেন, বস্তুতঃ কিশোরীচাঁদের নামে দুইটী অভিযোগ আনীত হইয়াছে। যথা—

(১) তিনি উপরি-উক্ত দুইটী মোকদ্দমার বিবরণ মধ্যে অতিরিক্ত বাক্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। (২) গবর্ণমেণ্টের পত্রের প্রত্যুত্তরে নিবেশিতলিখন অস্বীকার করিয়াছেন। যদি প্রথম

অভিযোগটী মিথ্যা প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় অভিযোগটীও অবশ্য মিথ্যা প্রমাণিত হইবে।

সাক্ষ্যে মিঃ ওয়াকোপ এবং তাঁহার নিম্নতন পুলিশ কর্ম্মচারিগণ কেবলমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, অতিরিক্ত বাক্যগুলি পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু ওয়াকোপের সাক্ষ্যের মধ্যে তিনি অনেক পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কেসবুকে অন্য কোথাও এরূপ নিবেশিত-লিখন নাই কেবল এই দুইটী মোকদ্দমার বিবরণীতেই আছে, তাহা মিথ্যা। তিনি বলিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত বিবরণীর নিম্নরেখ অংশগুলিই দুইটী পংক্তির মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সত্য নহে। যে কথাগুলি পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত মোকদ্দমার বিচারফলের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। "Warned and acquitted" কথাটীর ইংরাজীতে অপ্রয়োগ নাই। অনেক সময়ে শুনা গিয়াছে, প্রসিদ্ধ বিচারকগণ জুরীগণের মতানুসারে আসামীকে অব্যাহতি দিবার সময়ে তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যদি কিশোরীচাঁদ যথার্থই কেসবুকে লিখিত বিবরণ পরে সংশোধন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসে acquitted কথাটী কাটিয়া discharged কথাটী লিখিতে পারিতেন। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত একজন বাহিরের সাক্ষী এটর্নি মিঃ ওয়েস্কিনের সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রথম মোকদ্দমাটীর সময় বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং কিশোরীচাঁদ যে অভিযুক্ত বালকটীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বেশ স্মরণ আছে; সুতরাং warned কথাটা যে পরে সন্নিবেশিত হয় নাই তাহা প্রমাণিত হইল।

কিশোরীচাঁদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইলেও গবর্ণমেণ্ট যেরূপ

ভাবে মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন তাহাতে কমিশনরগণের পক্ষে অপক্ষ-পাতিতার সহিত মন্তব্য প্রকাশ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা কিশোরীচাঁদকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। কিন্তু দুইজন কমিশনার মিঃ হাইণ্ড্ এবং হরচন্দ্র ঘোষ তাঁহার পূর্ব্বকৃত সৎকার্য্য এবং মন্দ উদ্দেশ্যের অভাব বিবেচনা করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরকে তাঁহার প্রতি সদয়ভাবে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কিশোরীচাঁদকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

এই হাস্যাস্পদ বিচারাভিনয়ের বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেট্রিয়টে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। একটী প্রবন্ধের ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশী ম্যাজিষ্ট্রেট।

"যে অপূর্ব্ব ঘটনাবলী অবশেষে কলিকাতার একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মচ্যুতিতে সমাপ্ত হইল তাহার উপর আমরা কোনও মন্তব্য প্রকাশে এতদিন বিরত ছিলাম। পূর্ব্ব হইতেই এই কার্য্যাবলীতে কঠোরতা ও পক্ষপাতিতার একটী ছায়া পতিত হইয়াছিল, যাহা সকল বুদ্ধিমান নাগরিকের নিকট অভিযোক্তৃগণের উপর অবিশ্বাসের ভাব বদ্ধমূল করিয়াছিল। এ সকল আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহা সর্ব্বজন-বিদিত ছিল যে, দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সহিত পুলিশ কমিশনা-রের বিন্দুমাত্র সদ্ভাব ছিল না। ইহা সর্ব্বজনবিশ্রুত ছিল যে কমিশনার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে গবর্ণমেণ্টের নিকট অপভাষ করিবার সুযোগ কখনও হারান নাই এবং এপর্য্যন্ত অকৃতকার্য্য হইয়া আসিতেছেন। এই পুলিশ কমিশনারের সংবাদের উপরেই এই অভিযোগ স্থাপিত। এই সংবাদের ভিত্তিও পুনশ্চ এই বিকৃতচিত্ত কর্ম্মচারীর স্মৃতির উপর মাত্র অবস্থিত।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য বিচার পছন্দ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি প্রকাশ্য এবং যথারীতি বিচার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নিযুক্ত বিচারসমিতি সুগঠিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, যদিও ফলে প্রতিপাদিত হইল যে যোগ্যতর সমিতি নিযুক্ত হইতে পারিত। দুইদিকেই ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অভিযোক্তৃগণের নিকট প্রমাণ আছে, ইহাই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ এবং ইহা নিম্নতন কর্ম্মচারীবৃন্দের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়। একমাত্র স্বাধীন সাক্ষী সমস্ত আসল বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য কহেন। আমরা বিচারের পরে প্রাপ্ত লেফটেনাণ্ট মিলিগ্যানের প্রামাণ্য স্বীকারোক্তি ছাড়িয়া দিতেছি। যে সকল ভাসা ভাসা স্মৃতির উপর বাদী পক্ষের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রতিবাদী পক্ষ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। তথাপি কমিশনরগণ অভিযুক্তকে সকল দোষে দোষী স্থির করিলেন। যে রিপোর্টে তাঁহারা তাঁহাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই রিপোর্টের বর্ণিত ঘটনাগুলি অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণ এই অভিযোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে প্রতিকূল মত পোষণ করেন তাহারই সমর্থন করে। ইঁহাদের রায়ে অণুমাত্র বিচারের ভাব নাই এবং যথার্থ কথা বলিতে কি, উহাতে বাদীপক্ষের ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা অপেক্ষা অধিকতর বাতুলতা প্রকাশিত হইয়াছে।

"একজন রাজকর্ম্মচারীর উপর যতদূর কঠিন শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে গবর্ণমেণ্ট এই অভিযোগের উপর ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে তাহাই দেওয়া যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন! আমরা আশা করি ইহাই শেষ আদেশ নহে। এই সকল বিষয়ে নূতন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমরা গবর্ণমেণ্টকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে বলি। লেফ্‌টেনাণ্ট মিলিগ্যানের প্রামাণ্য সাক্ষ্য এবং অভিযোগের

প্রকৃতি ও সাক্ষীগণের সততা সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে এবং গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদিগের আদেশ পুনর্বিবেচনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি।" হিন্দুপেট্রিয়ট, ৪ঠা নভেম্বর ১৮৫৮।

"দেশী কর্ম্মচারী" শীর্ষক একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্র পুনশ্চ ১১ই নভেম্বরের হিন্দুপেট্রিয়টে ইংরাজ এবং চিহ্নিত ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অধীন দেশী কর্ম্মচারীদিগের অসন্তোষকর অবস্থা প্রদর্শন করাইয়া এই বিচার সম্বন্ধে বলেন—

"(১) ওয়াকোপের সাক্ষ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে যদিও পুলিশ-আইনানুসারে পুলিশ-কমিশনর ম্যাজিষ্ট্রেটগণের উপর কোনও কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না তথাপি তিনি লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের অনুমতি পাইয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের কার্য্য তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। এই অনুমতি কি কেবল দেশী ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্যই লওয়া হয়? কারণ, হিউম সাহেবের বিচারেও কমিশনর মহাশয় মধ্যে মধ্যে আপত্তি উত্থাপনের কারণ পাইয়াছেন; অথবা য়ুরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি দেশী ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ব্যবহার করিতে সাহস করেন নাই? সামান্য ছল পাইলেই তিনি একেবারে লেফ্‌টে-নাণ্ট গবর্ণরের নিকট ছুটিতেন। এই সকল অভিযোগ নিশ্চয়ই অমূলক; নতুবা দেশী ম্যাজিষ্ট্রেট বহু পূর্ব্বেই কর্ম্মচ্যুত হইতেন। কিন্তু এই আগ্রহ বাদীর বিজাতীয় বিদ্বেষভাব এবং উৎসাহপ্রাপ্ত আশার অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

(২) কমিশনার কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে নানাপ্রকার অসম্যক্ আচরণের জন্য অভিযুক্ত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। অভিযোক্তা উত্তর দেন—তাহাও স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া। গবর্ণমেণ্ট অভিযুক্তকে কোনও কৈফিয়ত

জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে বিচার করিবেন স্থির করিলেন। মনে করুন, যদি কমিশনর একজন দেশীয় ব্যক্তি হইতেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট য়ুরোপীয়—ইহা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে—তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কি এইরূপ পদ্ধতিতে কার্য্য করিতেন ?

(৩) গবর্ণমেণ্ট বাদীপক্ষে নিজব্যয়ে ব্যারিষ্টার দিলেন, প্রকারান্তরে নিজেই বাদী হইলেন। পুনরায় দুইজনের অবস্থা উল্টাইয়া লউন এবং ভাবিয়া দেখুন গবর্ণমেণ্ট তাহা হইলে কি করিতেন।

(৪) বিচার সময়ে বাদী যে সকল বাক্য কহেন, তাহার অনেকগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য।

(৫) পুলিশের নিম্নতন কর্ম্মচারী উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর প্রভাবে যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার কোনও মূল্য নাই। একজন স্বাধীন সাক্ষীর ডাক হইয়াছিল এবং তিনি বাদীর বিপক্ষে বলেন। কিন্তু প্রতিবাদী দেশী লোক এবং বাদী ইউরোপীয় ও চিহ্নিত সিভিলিয়ান ; কমিশন সিভিলিয়ান মিঃ ওয়াকোপ, ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রবার্টস্ ও ইন্সপেক্টর পূর্ণী প্রভৃতির ন্যায় মহাশয় ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিতে অস্বীকার করিলেন।

(৬) দুইজন কমিশনার তাঁহার পূর্ব্বকৃত সৎকার্য্য এবং মন্দ উদ্দেশ্যের অভাব বিবেচনা করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরকে তাঁহার প্রতি সদয়ভাবে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু এই অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইল। দেশীলোক ব্যতীত য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণকে কখনও এরূপ দোষে কর্ম্মচ্যুত হইতে দেখা যায় নাই। দেশী কর্ম্মচারিগণের প্রতি কঠোর নীতি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য আমরা অনুযোগ করিতেছি না, কেবল মাত্র দেশী ও য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর মধ্যে যে প্রভেদ বর্ত্তমান তাহাই দেখাইতে চাহি।”

হিন্দুপেট্রিয়টের ৪৮ সংখ্যায় "কয়েকজন বাঙ্গালী" সাক্ষরিত একটী পত্রে এই "ঘৃণিত ষড়যন্ত্র" এবং বাঙ্গালী জাতির অপ্রিয় হ্যালিডে সাহেবের ইংরাজসমাজের প্রশংসালাভার্থ এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া লিখিত হয় যে, একটী প্রকাশ্য সভা করিয়া ইহার প্রতীকার করা আশু কর্ত্তব্য।

কিন্তু আমরা বাহুল্যভয়ে এ সকল কথা আর আলোচনা করিতে চাহি না। যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতেই পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যে, কিশোরীচাঁদের এই কর্ম্মচ্যুতির কারণ তাঁহার নিজেরই স্বাধীন ও নির্ভীক প্রকৃতি এবং অসামান্য তেজস্বিতা ও অভিমান, সময়ের প্রতিকূল অবস্থা এবং কতিপয় ক্ষমতাশালী শত্রুর ঘৃণিত ষড়যন্ত্র। সিভিলিয়ান মিঃ ওয়াকোপের সহিত কলহের অবশেষে এই পরিণাম হইবে তাহা কিশোরীচাঁদও জানিতেন। কিন্তু সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং পার্থিব গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে শেষোক্ত দুইটী তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল। তাঁহার ডায়েরির একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"He (Mr. Wauchope) has accused me and I have accused him and one of us must go to the wall. But he being a member of the pet service is almost certain to triumph over me." কৃষ্ণদাস পাল যথার্থই বলিয়াছিলেন, মৃণ্ময়পাত্র ও কাংস্যপাত্রের সংঘর্ষে যাহা ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রে তাহাই হইল। অথবা কবির ভাষায় "পার্শী-ইমামে বিবাদ বাধিলে পার্শীই অপরাধী" হইয়া থাকে।

কিশোরীচাঁদ যেমন একদিকে অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই অভিমানী ছিলেন। তিনি হ্যালিডেকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং তাঁহার চিরহিতাকাঙ্ক্ষী যে একটী ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের কৌশল-

ময় আবরণ উন্মুক্ত করিয়া সত্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না, ইহা তাঁহার অনুমানের অতীত ছিল। তিনি বন্ধুগণের পরামর্শে তাঁহার নিকট একটী আবেদন করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, লেফটেন্যাণ্ট মিলিগ্যানের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক; কিন্তু একটী প্রবাদ আছে 'হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না।' হ্যালিডের গবর্ণমেণ্ট লিখিলেন যে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর পুনরায় কমিশন বসাইবার অথবা লেফটেনাণ্ট মিলিগ্যানের সাক্ষ্যগ্রহণের কোনও প্রয়োজন দেখিতেছেন না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর দিবসের হিন্দুপেট্রিয়ট এই উপলক্ষ্যে বিদ্রূপ করিয়া বলেন—"কমিশনরগণের ন্যায় লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের মতেও ভূতপূর্ব্ব ডাকাইতি কমিশনর এবং অর্দ্ধ ডজন পুলিশের লোকের সাক্ষ্যের নিকট সম্রাজ্ঞীর সৈনিক বিভাগের একজন কর্ম্মচারীর সাক্ষ্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।"

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি পুনরায় লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের নিকট কমিশনারগণকে আরও অনুসন্ধান এবং লেফটেনাণ্ট মিলি-গ্যানের সাক্ষ্যগ্রহণের আদেশ প্রদানের জন্য আবেদন করেন। ৩০শে মার্চ্চ তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এই আবেদনের যে সারাংশ প্রদত্ত হয় তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, রাজসাহীতে কার্য্যকালে সুইণ্টন, লিটলডেল, ডজসন প্রভৃতি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এবং তত্রত্য জমিদার ও প্রজাগণের কিরূপ প্রশংসা ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বিবেচনা করিতে বলেন, "ইহা কি সম্ভব যে, তিনি লিখিত জবানবন্দীর মধ্যে নূতন কথা সন্নিবেশিত করিবেন এবং তাহা মিথ্যা অস্বীকার করিবেন এবং পূর্ব্বে প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী রাজকর্ম্মে যে যশঃ ও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা সঙ্কটাপন্ন করিবেন—যে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কেবলমাত্র গবর্ণ-

মেণ্টের বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমন নহে, পরন্তু কখনও তাঁহার সৎনামের উপর একটী অপবাদের ম্লানতম শ্বাসও আবিলতা আনয়ন করে নাই? বহু দীর্ঘবৎসরের বিপদ এবং পরীক্ষার মধ্যে চরিত্রের নিয়ত সত্যশীলতার দ্বারা তিনি যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যাহা—পরমেশ্বর জানেন—পিতার বাৎসল্যাপেক্ষা অধিকতর উৎকণ্ঠার সহিত হৃদয়মধ্যে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা এইরূপে সঙ্কটাপন্ন করিতে সাহস করিবেন?—এবং কিসের জন্য? কেবল একটী স্বীকারোক্তি (যদি ইহা সত্যই অনুমিত হয় যে, তিনি নূতন কথা সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন) অনুচ্চারণ করিবার জন্য, যাহা সম্ভবতঃ ক্ষমাপ্রাপ্ত হইত অথবা বড় জোর একটী অসন্তোষ বা তিরস্কারের কারণ হইত।” কিন্তু সহজবুদ্ধিতে যাহা অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়—লালফিতার কি মাহাত্ম্য!—গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা প্রতিপন্ন হইল না। ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আদেশের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। এইরূপে গবর্ণমেণ্ট একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সিভিলিয়নের জিদের বশবর্ত্তী হইয়া একজন উচ্চশিক্ষিত, উৎসাহসম্পন্ন কর্ত্তব্যশীল কর্ম্মচারী হারাইলেন, দেশ তাঁহার একজন উচ্চমনা নির্ভীকচিত্ত কর্ম্মব্রত সন্তানকে সম্পূর্ণরূপে আপনার মধ্যে পাইলেন।

১৬ বৎসর পরে আর একটী এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। তাহাতে আমরা একটী স্বাধীনতাহীন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে দেশব্রত সুরেন্দ্রনাথকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বাস্তবিক কিশোরীচাঁদ ও সুরেন্দ্রনাথের শেষজীবনের বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয়, আমাদের দেশে কত শক্তি, কত প্রতিভা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে অপব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে! মনে হয়, যদি রমেশচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলাল রাজকর্ম্মে প্রবিষ্ট না হইয়া সমস্ত শক্তি, সমস্ত চেষ্টা

উচ্চতর দেশহিতব্রতে নিয়োগ করিতে পারিতেন তবে দেশের পক্ষে কতই কল্যাণকর হইত !

স্বীয় কর্ম্মচ্যুতির আদেশ কিশোরীচাঁদ কিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় :—

"28th October 1858. Dismissed from my apointment of Magistrate of Calcutta. God's will be done. I bow to it and know and feel that it is ultimately for my good."

ঈশ্বরে কি প্রগাঢ় বিশ্বাস! বৎসরের প্রারম্ভে কিশোরীচাঁদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

"Almighty and Everlasting Father ! Accept my most fervent and most heartfelt thanks for the thousand and one blessings showered on my most unworthy self every moment during the last year, and grant that I may learn to appreciate them by leading a better and more useful life—a life dedicated to the service of my fellow-beings. I know that such service is the most acceptable worship I can offer Thee, and I therefore pray that the faculties Thou hast been pleased to endow me with may be systematically and successfully consecrated to the alleviation of human misery and augmentation of human happiness."

(Diary January 1, 1858)

কন্যা—কুমুদিনী

ভগবান বুঝি সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। দেশের জন্য তাঁহাকে জীবন উৎসর্গ করিবার সুযোগ প্রদান করিলেন।

পর-পরিচ্ছেদসমূহে কিশোরীচাঁদের জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি বিবৃত করিবার পূর্ব্বে এই সময়ের দুইটী পারিবারিক ঘটনা এস্থলে লিপিবদ্ধ করা উচিত।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে দিবসে কিশোরীচাঁদ পাউনান নিবাসী ৺মধুসূদন দের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নীলমণি দের হস্তে তাঁহার একমাত্র সন্তান কুমুদিনীকে সমর্পণ করেন। কিশোরীচাঁদ তখনও কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সমাজে তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। ভ্রাতৃগণ কৌলীন্যমর্য্যাদাবিশিষ্ট কোনও ধনী ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু কিশোরীচাঁদ কেবল উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও সচ্চরিত্র পাত্রকে তাঁহার শিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যাকে সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ মিলনই সুখপ্রদ এবং কল্যাণকর। তাঁহার বিশ্বাস সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

এই বিবাহোপলক্ষে প্রাগুল্লিখিত শিল্পবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মঁসিয়র রিগো তাঁহার ছাত্রগণের সাহায্যে কিশোরীচাঁদের উদ্যানবাটিকা নানাজাতীয় ফুল ও লতাপাতা দ্বারা সজ্জিত করিয়া নন্দনকাননে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এখনও দুই-একজনের মুখে মঁসিয়র রিগোর সুন্দর রুচির এই নিদর্শনের কথা শুনা যায়। কিশোরীচাঁদের ডায়েরীতেও ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না।

আর একটী ঘটনা দুঃখের। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর দিবসে ৺দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র, কিশোরীচাঁদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি অত্যন্ত উদার ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনিই দ্বারকানাথের সহিত বিলাত গমন করিয়াছিলেন এবং সরলতা ও শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য 'ডচেস্ অব সমারসেট' প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলাগণের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। এতদ্দেশে আগমন করিয়া কিছুকাল আবগারী বিভাগে Asst. Collector of Customsএর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এত কোমলহৃদয় ছিলেন যে পরের কষ্ট দেখিলে সহস্র বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন। যখন আর্থিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় তখনও "to help another he would borrow even Rs-10000/-, so kindly and sympathetic disposition had he" * এই বন্ধুবিয়োগে কিশোরীচাঁদ অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাঁহার ডায়ারিতে আছে—

26th Oct. 58. "I deeply mourn the death of my dear lamented friend Nagendranath. He breathed his last on Sunday last (24th Oct 1858). May God bless his soul. I mourn over him as a good man who loved to do good to all men. I mourn over him as a personal friend—one whose friendship it was my privilege to enjoy for several years." (—Diary)

---

* Autobiography of Maharshi Debendra Nath Tagore. Ed. by S. N Tagore and Indira Devi.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেশসেবা—'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'

কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেন, "কিশোরীচাঁদ অদ্ভুত মানসিক দৃঢ়তা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কোনও সাধারণ ব্যক্তি এইরূপ উজ্জ্বল রাজ-কর্ম্মজীবনের শোচনীয় পরিসমাপ্তিতে শোকভারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার সেই মানসিক তেজ ছিল, যাহা জীবনের পরীক্ষা এবং ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মধ্যে তাঁহাকে সবল রাখিয়াছিল। তাঁহার গভীর জ্ঞান এবং অসাধারণ ক্ষমতা রাজকর্ম্মে নিয়োজিত হইতে না পাওয়ায় সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে দেশসেবায় উৎসৃষ্ট হইল।" আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদসমূহে দেখিয়াছি যে কিশোরীচাঁদ অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। আমরা দেখিয়াছি যে, রাজকর্ম্মের দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার বহন করিয়াও তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও প্রশংসনীয় উদ্যম দেশহিতকর বিষয়ের দিকে কিরূপ আগ্রহের সহিত প্রধাবিত হইত। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার জ্ঞান-চর্চ্চার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার সাহিত্যসেবায় অপূর্ব্ব আনন্দ। এইক্ষণে সেই অতি ভারাক্রান্ত জীবন রাজকর্ম্মের নীরস শুষ্কতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যেন সমস্ত উৎসাহ সমস্ত উদ্যমের সহিত আপনার বাঞ্ছিত পথে যাইবার সুযোগ পাইল। কিশোরীচাঁদ তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ দেশসেবায় ও সাহিত্যচর্চ্চায় উৎসর্গ করিলেন।

কিশোরীচাঁদ নানাপ্রকারে দেশের কল্যাণ সাধন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেশে যত হিতকর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে তাহার সকলগুলির সহিতই কিশোরীচাঁদের নাম অচ্ছেদ্য-

ভাবে বিজড়িত। কিন্তু দ্বিবিধ উপায়ে তিনি দেশবাসীর বিশেষ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রথম—'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড্' পত্রিকার সম্পাদন ও তদ্দ্বারা দেশের নানাপ্রকার উপকারসাধন। দ্বিতীয়—আমাদিগের দেশের তৎকালীন একমাত্র প্রতিপত্তিশালী রাজনীতিক সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রধান সভ্যরূপে দেশের যাবতীয় জটিল প্রশ্নসমূহের আলোচনা ও সরল মীমাংসা করিয়া তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার দ্বারা দেশবাসী ও রাজকর্ম্মচারিগণকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত পন্থাবলম্বনে প্রবৃত্তি প্রদান।

আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের' ইতিহাস বর্ণন করিয়া পর-পরিচ্ছেদে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত কিশোরীচাঁদের সম্বন্ধ বিচার করিব।

কিন্তু 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের' ইতিহাস বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে কিশোরীচাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে দুই-একটী কথা এইস্থলে বলা আবশ্যক।

কর্ম্মচ্যুতির পর কিশোরীচাঁদ কি উপজীবিকা অবলম্বন করিবেন তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না। কেবলমাত্র রাজনীতিক আন্দোলন বা সাহিত্যসেবা দ্বারা এদেশে সেই সময়ে কোনও ব্যক্তির সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য তিনি কয়েক জন বিশিষ্ট বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। ডাক্তার আলেক্জাণ্ডার ডফ্ (যিনি তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ণ পত্রে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতিভা এইবার উচ্চতর ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবার সুযোগ পাইল), রামগোপাল ঘোষ, হরিশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্র এই নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

ইঁহারা সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, কিশোরীচাঁদ তাঁহাদিগের পরামর্শমত যে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা বিফল হইবে, সুতরাং ইঁহারা কিশোরীচাঁদকে ইংলণ্ডে গমন করিয়া তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট স্যর চার্লস্ উডের সাক্ষাতে সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া বিচার প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। তৎসঙ্গে কিশোরীচাঁদকে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা প্রদান করিয়া আসিবার পরামর্শও প্রদত্ত হইল। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান অন্তরায় হইল অর্থাভাব। যদিও সেকালে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য ছিল না এবং কিশোরীচাঁদের সমান অবস্থার অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন ;—সঞ্চয় কাহাকে বলে কিশোরীচাঁদ তাহা জানিতেন না। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পুস্তকাগার প্রভৃতি যে কোনও দেশহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হইত, তাহাতেই কিশোরীচাঁদ প্রভূত অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। দেশের কল্যাণকর সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সুতরাং তাঁহার অর্থাভাব কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু কিশোরীচাঁদের এই আপত্তির বিরুদ্ধে উপস্থিত বন্ধুগণ বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। কিন্তু স্বীয় অবস্থার উন্নতির জন্য অন্যের নিকট অর্থগ্রহণে কিশোরীচাঁদ অসম্মত হইলেন। ইংলণ্ড গমনের আরও একটী অন্তরায় হইয়াছিল—তাঁহার মাতার আপত্তি। তিনি জননীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি কখনও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া গোমাংসভক্ষণ বা সমুদ্রযাত্রা করিবেন না।

কিছু দিন পরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাটীতে নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গের সহিত পুনরায় এই বিষয়ের আলোচনা হয়। বাল্যসুহৃদ রমাপ্রসাদ

রায় কিশোরীচাঁদকে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে পরামর্শ দেন। তৎকালে রমাপ্রসাদের তথায় অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল এবং তিনি কিশোরীচাঁদকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু সিবিলিয়ান বিচারকগণ সম্ভবতঃ তাঁহাকে প্রাথমিক পরীক্ষা প্রদান না করিলে ওকালতী করিতে দিবেন না—প্রসন্নকুমার এই আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। কিশোরীচাঁদ পরীক্ষাপ্রদানে অসম্মত হইলেন। কিশোরীচাঁদের যেরূপ আইনসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা, তর্কশক্তি ও বক্তৃতাপ্রদানের ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি ব্যারিষ্টার বা উকীল হইলে যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন তাহাতে অণুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষা আরও উচ্চতর কর্ত্তব্য দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং রমা-প্রসাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

রামগোপাল তখন তাঁহাকে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের কারবারে সহকারিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি রামগোপালেরও সহকারিরূপে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন।

প্যারীচাঁদ তখন বাণিজ্যে বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদও স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করি-লেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখের রোজনামচায় লিখিয়াছেন—

"I purpose to take a trip up the country partly on business and partly for pleasure. The truth is that I want a change of air and scene, and intending as I do to follow commercial pursuits, I should avail my-

self of this opportunity to acquire and collect information regarding the resources of the districts I may visit.

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি কিশোরীচাঁদ পূর্ব্ব সংকল্পানুসারে বাণিজ্যবিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিদেশভ্রমণে বহির্গত হন। ট্রেন ফেল হওয়ায় নৌকাযোগে বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত গমন করেন। তথায় তাঁহার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের জমিদারী ছিল। বাঁশবেড়িয়ায় কিশোরীচাঁদের অন্যতম বাল্যবন্ধু শান্তিপুরের তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত নৌকায় উঠিয়া ১৯শে জানুয়ারি প্রত্যূষে শান্তিপুরে ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায় উঠেন। ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরের অবস্থা কিরূপ ছিল সেই সম্বন্ধে পাঠকবর্গের কৌতূহল হইতে পারে। তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কিশোরীচাঁদের ডায়েরী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"21st January 1859 Continued to be the guest of Isser Chunder. Santipore is decidedly the best subdivision in Bengal. It is a healthy place pleasantly situated on the banks of the Bhagiruthee. It is contiguous to Naddia which is the Athens of Bengal. It is the Manchester of Bengal. It has been placed under the operation of Act 26 of 1850. The commissioners under that act have made several new roads and repaired the old ones. * * *

"The Rajah of Pachete is here. He has selected to come to this spot in consequence of its proximity

to the metropolis and its situation on the Banks of the sacred river ; but I fancy his choice was like that of Hobson. * * *

"He appeears to be a very gentlemanly man. He is very chatty and not unfrequently speaks sense." *

২২শে জানুয়ারি কিশোরীচাঁদ ডাকে দিঘাপতিয়ার জন্য রওনা হন। পথিমধ্যে বহরমপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হেমচন্দ্রের নিকট একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ২৩শে বেলা ১১ ঘটিকার সময় বন্ধু রাজা প্রসন্ননাথের বাটীতে উপস্থিত এবং সাদরে অভ্যর্থিত হন।

যে স্থানে কিশোরীচাঁদ যৌবনের উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া বহু বৎসর দেশের উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বহু বৎসর পরে পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইয়াছিল। সে সকল তিনি তাঁহার 'রোজনামচায়' লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজসাহীতে পুনরাগমনের ফল এই হইল যে রাজা প্রসন্ননাথ কিশোরীচাঁদকে কলিকাতায় এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন।

ফেব্রুয়ারির শেষভাগে কিশোরীচাঁদ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি স্বাধীন ব্যবসায়বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ভ্রাতা

* সিপাহীযুদ্ধের সময় পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ বিদ্রোহিগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন বা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত এবং গবর্ণমেণ্টের নজরবন্দী হইয়া শান্তিপুরে প্রেরিত হন। সেই বিপ্লবের সময় এইরূপ একজন শক্তিশালী উচ্চপদস্থ রাজনীতিক অপরাধীকে একজন বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের (ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের) হস্তে অর্পণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি যেরূপ বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, অর্দ্ধ শতাব্দীর উন্নতির পরে তদপেক্ষা উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীদের প্রতিও সেইরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে দেখা যায় না।

প্যারীচাঁদের কারবারে কিছু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং স্বাধীন ভাবে কখনও কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ নাই। শিয়ার্শোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত গোবিন্দপ্রসাদের কয়লার খনি ও কারবার ছিল। কিশোরীচাঁদ কিছুকাল তাঁহার কলিকাতাস্থ এজেণ্ট হইয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদের সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই আলাপ ছিল। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত তাঁহার নাম শ্রবণ করেন নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একবার কিশোরীচাঁদ রাণীগঞ্জে তাঁহার কয়লার খনি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং সেই সময় তাঁহার 'রোজনামচায়' পণ্ডিত গোবিন্দপ্রসাদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"তিনি একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আসেন। তাঁহারা বীরভূমের নিকট বসতি করেন। কিন্তু মিঃ জোন্স কর্তৃক কয়লা আবিষ্কার হওয়াতে এব বেঙ্গল কোল কোম্পানির সৃষ্টি হওয়াতে রাণীগঞ্জে ভাগ্যপরীক্ষার জন আসেন—তখন রাণীগঞ্জ অজ্ঞাত প্রদেশ ছিল। তিনি 'বেঙ্গল কো কোম্পানি' কর্তৃক বরকন্দাজ বা জমাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। খনি কাজকর্ম্ম দেখিয়া * * * শেষে নিজেই একটা খনি খুলিলে এবং এখন অনেকগুলি খনির মালিক। * * * বরকন্দা হইতে যে পদ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য নিশ্চয় অসাধারণ বুদ্ধিমান বলিয়া তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে।"

পর বৎসর তিনি দ্বিতীয়বার গোবিন্দপ্রসাদের কয়লার খনি প দর্শনার্থে গমন করিয়া তাঁহার ডায়েরীতে এই খনির ইতিহাস লিপিব করিয়া রাখিয়াছেন।

গোবিন্দপ্রসাদের অনুচরগণ একটী দাঙ্গাহাঙ্গামা করায় তাহাদিগে

প্রভুকে শাস্তিভোগ করিতে হয়। বাঁকুড়া জেলে (১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) গোবিন্দপ্রসাদের মৃত্যু হয়। কিশোরীচাঁদ তাঁহার মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দেশের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবৃন্দ দ্বারা গবর্ণমেণ্টে একটী আবেদন প্রেরণ করাইয়াছিলেন।

কিশোরীচাঁদ কখনও স্বাধীনভাবে বাণিজ্যব্যবসায় করেন নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যই তিনি সমুৎসুক ছিলেন। সুতরাং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের যে মাসে যখন 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডের' প্রথম সম্পাদক মিষ্টার জেম্‌স হিউম্ অসুস্থতা নিবন্ধন অবসর গ্রহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন এবং উক্ত পত্রিকার স্বত্বাধিকারিগণ ৫০০৲ বেতনে কিশোরীচাঁদকে উহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন কিশোরীচাঁদ অত্যন্ত আনন্দের সহিত উক্ত পত্রিকা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'র প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই কিশোরীচাঁদ উহার অন্যতম প্রধান লেখকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এক্ষণে অধিকতর উৎসাহের সহিত তিনি ফীল্ডের সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেশের সামাজিক, নৈতিক, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য মসীযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে প্রকাশিত কিশোরীচাঁদের প্রবন্ধাবলীর পরিচয় প্রদানের পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণিত হওয়া উচিত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদের চেষ্টায় যে বিরাট Black Act meeting আহূত হয়, তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত ইংরাজগণের মুখপত্রগুলিতে এই সভার কার্য্যবিবরণী কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। হিন্দুগণের একমাত্র ক্ষমতাশালী মুখপত্র 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের

কুপ্রভাব নিবারণে অসমর্থ হইয়াছিল। কারণ হিন্দুপেট্রিয়ট দেশবাসিগণ কর্তৃকই পরিচালিত হইত, এবং উহার ইংরাজ গ্রাহক বা পাঠক এত অল্প ছিল যে ঐ পত্রিকার প্রচার দ্বারা সাধারণ ইংরাজগণের বিদ্বেষভাব দূরীভূত করা অসম্ভব ছিল। দূরদর্শী কিশোরীচাঁদ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে দেশের তৎকালীন অবস্থায় যে কয়জন অকৃত্রিম ভারতবন্ধু ইংরাজ আছেন, তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য না করিলে, তাঁহাদিগকে দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্য লেখনী ধারণ না করাইলে দেশের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। ইংরেজদিগের মধ্যে ভারতবন্ধুর অভাব ছিল না। কলিকাতার প্রধান পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেম্‌স্ হিউম, মিষ্টার (পরে স্যর) এশলি ইডেন, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্, রেভারেণ্ড সি, এচ্, এ ডল প্রভৃতি মহাত্মগণ দেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সুতরাং তিনি এই সময়ে তাঁহাদিগের সহায়তায় দেশবাসীর মুখপত্রস্বরূপ এরূপ একটী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিলেন যে, তাহাতে সাধারণ ইংরাজদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে এবং তাঁহাদিগকে দেশহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবে। কিন্তু কেবল রাজনীতিক সংবাদপত্র—যাহাতে দেশবাসীর কল্যাণ আলোচিত হইবে—সাধারণ ইংরাজগণের প্রীতিকর হইবে কেন? সুতরাং উহাতে রাজনীতি ব্যতীত কৃষি, পূর্ত্ত, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিষয় এবং সর্ব্বোপরি ইংরাজগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর—ঘোড়দৌড় প্রভৃতি ক্রীড়াবিষয়ক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইবে, এইরূপ সংকল্প হইল। তৎকালে ক্রীড়াবিষয়ক কোনও সংবাদপত্র এদেশে প্রচলিত ছিল না; সুতরাং "ইণ্ডিয়ান্ স্পোর্টিং রিভিউ" এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জেম্‌স্ হিউম যখন এই পত্রিকার সম্পাদনভার

গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন তখন উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠালাভ সম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সংশয় রহিল না। কিশোরীচাঁদ হিউমের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী মুদ্রাযন্ত্র ও এই পত্রিকা প্রকাশের অনুষ্ঠানপত্র লিখিয়া তাঁহার এসোসিয়েশনের বন্ধুগণকে দেখাইলেন।

পাইকপাড়ার স্বদেশহিতৈষী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহাদিগেরই অর্থানুকূল্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে Calcutta Printing and Publishing Co. স্থাপিত হইল। মূলধন ৫০০০০৲ টাকা, ২৫০৲ টাকার ২০০৲ অংশে বিভক্ত হইল। নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী বোর্ড গঠিত হইল:—

মিঃ সেথ এ আপকার
" জর্জ্জ শ্যালো
" চার্লস পিকার্ড
বাবু রমানাথ ঠাকুর
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৭শে মার্চ শনিবার নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার শিরোদেশে শিকার, কৃষি, পূর্ত্ত, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের চিত্র অঙ্কিত থাকিত। সর্ব্বপ্রথমেই শীকার ও ক্রীড়াবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় রাজনীতি প্রভৃতি আলোচিত হইত। জেমস্ হিউম 'এবেল-ঈষ্ট' (Abel East) এই ছদ্ম নামে এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। অনেক ইংরাজ লেখক এই পত্রিকা পরিচালনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। রাজনীতিক স্তম্ভে

কিশোরীচাঁদ ফীল্‌ডের অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। রাজা (তখন বাবু) ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এই পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে ক্রীড়াবিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই পত্রিকা প্রচারের অব্যবহিত পরেই আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছিল এবং সৈন্যবিভাগীয় অধিকাংশ ইংরাজ কর্ম্মচারী ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে 'এবেল-ঈষ্ট' (জেমস্ হিউম) স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইউরোপে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন, এই সময় হইতেই কিশোরীচাঁদ 'ইণ্ডিয়ান ফীল্‌ডে'র সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকার Sporting Departmentএ হিউমের ইংরাজবন্ধুগণ পূর্ব্বের ন্যায় লিখিতে লাগিলেন। রাজনীতি ও সাহিত্যবিভাগীয় স্তম্ভে কিশোরীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৈলাসচন্দ্র বসু, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি নিয়মিতরূপে লিখিতে লাগিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' সর্ব্বজন-সমাদৃত হইল।

কিন্তু হিউমের অনুপস্থিতিতে ক্রীড়াবিষয়ক প্রবন্ধাদির সম্পাদনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এবেল-ঈষ্ট এই বিষয়ে স্বয়ং অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুতরাং ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রবন্ধের মূল্য হ্রাস হইল। জেমসের পুত্র হ্যামিল্টন হিউম একটী Sporting Novel (Bogglesbury Hall) লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাও কিছু দিন পরে বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক মাসের মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' ক্রীড়াপ্রধান সংবাদপত্র হইতে রাজনীতিপ্রধান সংবাদপত্রে পরিণত হইল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান ফীল্‌ডে'র প্রথমে রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইল; ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদাদি শেষে দেওয়া হইল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্‌ডে' কিশোরীচাঁদের লিখিত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এত

সুন্দর ও সময়োপযোগী হইয়াছিল যে, বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি উহা পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত করেন।

1. Observations on the Rent Law—
Indian Field, May 7, 1859

2. Observations on the New Sale Law—
Indian Field, June 25, 1859

3. The Ryot and Zemindar—
Indian Field, July 16, 1859

4. Education in India—
Indian Field, Septr. 17, 1859

5. Mofussil Police—
Indian Field, Octr to Decr 1859

প্রথমোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের বিষয় এখন আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। "রায়ত এবং জমিদার" নামক প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, জমিদার এবং প্রজার মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ থাকা উচিত এবং একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি নির্ভর করে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য :—

"কিন্তু জমিদার ও প্রজা যে সূত্রে আবদ্ধ তাহাকে দৃঢ় করিতে হইবে। যাহা কিছু এই সূত্র বিচ্ছিন্ন করে তাহা এক পক্ষের যেরূপ স্বার্থহানিকর অপর পক্ষেরও সেইরূপ। পরন্তু যাহা কিছু জমিদার ও প্রজাকে মিলিত করে এবং তাহাদিগকে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ রাখে—তাহা উভয়েরই বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি করিবে।

"যাহারা মনে করেন, জমিদারেরা মনুষ্যাকারে দানব এবং প্রজারা নগণ্য জীব এবং মধ্যে মধ্যে ও কিস্তীর সময়ে তাঁহারা উহাদিগকে

বধ করিবেন এবং ভক্ষণ করিবেন—আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের মনে হয় যে, জমিদার ও প্রজা উভয়েরই বিশিষ্ট গুণ ও দোষ আছে। কিন্তু আমাদের যথাশক্তি সমগ্র আগ্রহ সহকারে উভয় শ্রেণীর মধ্যে এই সত্য নিবদ্ধ করিতে হইবে যে তাহাদের স্বার্থ মূলতঃ অবিভিন্ন। আমরা বিশেষ ভাবে প্রমাণ পাইয়াছি যে, যত আগ্রহসহকারে জমিদারেরা তালুকের ধনসমৃদ্ধির উন্নতির জন্য প্রজাদিগকে সাহায্য করিবেন—তত অধিক পরিমাণে তালুকগুলিও তাঁহাদের লাভজনক হইবে। আমরা ইহাও নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছি যে, আন্তরিকতার সহিত জমিদারেরা যতই প্রজার সামাজিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিবেন ততই তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকতর লাভজনক হইবে; এবং এই প্রাপ্য কেবল বর্দ্ধিত আর্থিক লাভ হিসাবে নহে পরন্তু প্রজাদের সুখ ও শান্তিতে এবং তাঁহাদের প্রতি তাহাদের অচ্ছেদ্য আনুগত্যে ও সহকারিতায়।”

“ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি” শীর্ষক প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ বলেন যে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্ লিখিয়াছিলেন:—“That, with a view to the moral and intellectual improvement of people, the great primary object ought to be the extension, among those who have leisure for advanced study, of the most complete education in our power. By raising the standard of instruction among these classes we should eventually produce a much greater and more beneficial change in the ideas and feelings of the community than we can hope to produce by acting more directly on the poorer classes,” এবং এই

নির্দ্দেশানুসারে এ দেশে কুলীনসন্তানদিগের উপযোগী উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজাগণের উপযোগী কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। তাহারা সেক্ষপীয়র, বেকন বা নিউটন পড়িয়া কি করিবে? অথচ ইহাদিগকে শিক্ষাদান না করিলে দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত। কিরূপ শিক্ষা ইহাদিগকে প্রদান করা উচিত, কিশোরীচাঁদ এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করেন। তিনি বলেন, যে শিক্ষা ইহাদিগের কাজে লাগিবে সেই শিক্ষাই প্রদান করা উচিত। মাতৃভাষায় এই অসংখ্য জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান এবং বিবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হউক :—

"আমি বুঝিয়াছি যে, সুচিন্তিত ও সুগঠিত কোন দেশীয় শিক্ষা-প্রণালী—যেরূপ আমি একটী উত্থাপন করিয়াছি—কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশীয় লোকদের অভ্যাস, চিন্তাধারা, অবস্থা এবং চিরাভ্যস্থ সংস্কারের বিপর্য্যয় ঘটাইবে। এই শিক্ষা অবশ্যই মাতৃভাষার মধ্য দিয়া পরিচালিত করিতে হইবে এবং প্রধানতঃ ব্যবসায় ও শিল্পবিষয়ক হওয়া কর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জীবিকোপার্জ্জন পন্থার সহিত বিশিষ্ট সম্পর্ক থাকা উচিত। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যাঁহাদের অর্জ্জিত জ্ঞানকে কার্য্যকরী করিবার অবসর আছে, তাঁহারা ইংরাজী শিখিতে পারেন এবং অবশ্যই শিখিবেন। কিন্তু যে অসংখ্য জনসাধারণ খাদ্যোৎপাদনের জন্য দেশময় ব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহাদের শিক্ষা কেবল-মাত্র মাতৃভাষার মধ্য দিয়া দিতে হইবে।"

"মফঃস্বলে পুলিশ" নামক প্রবন্ধটী ধারাবাহিকরূপে 'ফীল্ডে' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটী কিশোরীচাঁদের আইনজ্ঞান ও অভিজ্ঞ-তার পরিচয় প্রদান করে। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তারিখের হিন্দুপেট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্র উহার

একটী সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন। উহাতে তিনি এই প্রবন্ধটীর যথেষ্ট প্রশংসা করেন। এই প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ বলেন যে বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য সংসাধিত না হইলে মফঃস্বলবাসী সুবিচার ও সুশাসন প্রাপ্ত হইতে পারে না। কলিকাতা পুলিশ আইন (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ আইন) বিধিবদ্ধ হওয়ায় যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে। মফঃস্বলেও শাসন ও বিচারবিভাগের পার্থক্য সাধন অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির আরও কতকগুলি দোষ আছে—যথা পুলিশের বর্ত্তমান সংগঠন প্রণালী, কারাগারের অসন্তোষজনক অবস্থা, ফৌজদারী আইনের দোষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

মফঃস্বলস্থ ফৌজদারী আদালতে শ্বেতাঙ্গের বিচার হইতে পারে না বলিয়া কৃষ্ণাঙ্গগণ সুবিচার প্রাপ্ত হন না, এই প্রবন্ধে ইহাও বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নীলবিপ্লব প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল। সমস্ত ইংরাজপরিচালিত সংবাদপত্র নীলকরগণের পক্ষ অবলম্বন করিল। স্বদেশপ্রাণ হরিশ্চন্দ্র ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ গিরিশচন্দ্র 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' সপ্তাহের পর সপ্তাহে নীলকরগণের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী তাঁহাদিগের অভ্যস্ত জ্বলন্ত উত্তেজনাময়ী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিশোরীচাঁদও 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' দরিদ্র প্রজাগণের পক্ষে তাঁহার ক্ষমতাশালী লেখনী ধারণ করিলেন। মিষ্টার (পরে বাঙ্গালার ছোট লাট স্যর) অ্যাশলি ইডেন, (যিনি রাজশাহীতে শিক্ষা-নবীশ অবস্থায় কিশোরীচাঁদের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন এবং চির-কাল তাঁহার একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন) কিশোরীচাঁদ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নীলবিপ্লববিষয়ে ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ

করিলেন। * কিশোরীচাঁদের অন্যান্য সহৃদয় ইংরাজবন্ধুগণও যোগদান করিলেন। এই সময়ে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' দেশের জন্য যে কার্য্য করিয়াছিল তাহা নীলবিদ্রোহের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভারতহিতৈষিগণের সম্মিলনক্ষেত্র ছিল। সুতরাং উহা একেবারে দেশী কাগজ বলিয়া উপেক্ষিত হইত না। অনেক ইংরাজ আগ্রহসহকারে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পড়িতেন। সুতরাং উহা দ্বারা অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। কৃষ্ণদাস পাল তরুণ বয়সে নীলবিপ্লব সম্বন্ধে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ যে পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছিলেন (১৮৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দে) তাহা 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সমষ্টি মাত্র।

'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' যখন এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিল তখন একটী মহাবিপদ দেখা দিল। এমন কি, কাগজখানি বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল।

Calcutta Printing & Publishing Co. আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা বাহিরের কাজ অনেক পাইবেন, তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইবে। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' মুদ্রণের জন্য মাসিক ৩০০৲ মাত্র লইবেন

---

* এই স্থানে বলা উচিত যে ইডেন সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। প্রতি সপ্তাহে ফীল্ড আফিসে আসিয়া প্রথমেই "Kissory, give me my cheque" বলিয়া হাঁক দিতেন। সময়ে সময়ে অনুযোগ করিতেন "সরকারী মাহিনা এত কম যে এইরূপে অর্থোপার্জ্জন না করিলে আর উপায় নাই।" ইডেনের ন্যায় সহৃদয় ইংরাজ আজকাল দেখা যায় না। যখন তিনি বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, নীলকরগণের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপে কমিশনার গ্রোট সাহেবের অপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং পরে ন্যায়পরায়ণ ছোটলাট স্যার জন পিটর গ্রাণ্টের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, তাহা বকলাণ্ড সাহেবের "লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরগণের শাসনাধীন বাঙ্গালা" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

স্থির ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের আশা বিফল হইল। বাহিরের কাজ অধিক পরিমাণে না পাওয়াতে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। স্বত্বাধিকারিগণ প্রেস বিক্রয় করিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রের ভগ্নাবশেষ হইতে স্মিথ কোম্পানীর বিখ্যাত এডিনবরা প্রেসের উদ্ভব হইল।

'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে'র সম্পাদকের পারিশ্রমিক দেওয়া দূরের কথা, ছাপিবার খরচ কিরূপে সঙ্কুলান হইবে তাহা চিন্তার বিষয় হইল। কিন্তু দেশের সেই সঙ্কটকালে কাগজখানির বিলোপসাধন কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় বোধ হইল না। স্বত্বাধিকারিগণকে শঙ্কিত দেখিয়া কিশোরীচাঁদ স্বয়ং কাগজের সমুদায় স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইলেন। হিউমের সময় হইতেই ফীল্ড উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত হইত। সেইরূপ অন্য মুদ্রাযন্ত্রে ছাপাইলে দ্বাদশ পৃষ্ঠাসম্বলিত সংবাদপত্র প্রকাশে বিস্তর অর্থব্যয় হইবে; সুতরাং লাভের আশা কিছুমাত্র রহিল না। কিন্তু কিশোরীচাঁদ কখনও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত স্থির করা হইল যে, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রেসে ইণ্ডিয়ান ফীল্ড মুদ্রিত হইবে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' 'পেট্রিয়ট' প্রেসে মুদ্রিত হইতে লাগিল। প্রেসটী বেশী বড় ছিল না। সুতরাং দুইখানি কাগজই শনিবার প্রকাশ করা অসম্ভব হইল। ৪ঠা জুলাই হইতে হিন্দুপেট্রিয়ট শনিবারের পরিবর্ত্তে বুধবারে বাহির হইতে লাগিল।

কিন্তু এই বন্দোবস্ত অধিককাল স্থায়ী হইল না। এইরূপ ছোট প্রেসে হিন্দুপেট্রিয়ট ও ফীল্ডের মত দুইখানি কাগজ প্রকাশ করা অসম্ভব হইল। ছাপার ভুল, অসময়ে প্রকাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইল।

গ্রাহকগণ একে একে কাগজ লওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি সিপাহীবিদ্রোহের পর হিন্দুপেট্রিয়টের জন্য হরিশ্চন্দ্রকে কেবলমাত্র তাঁহার সঞ্চয় হইতে অর্থ প্রদান করিতে হইত না। সুতরাং যদিও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কিশোরীচাঁদ লিখিয়াছেন—

"In spite of unprecedented increase of newspaper competition and the establishment of several new weeklies representing different sections (such as the Competitionwallahs, the Converts and the Vedantists) which must be a source of satisfaction with all who are interested in the progress of India, the Field enters on the year 1862 with a circulation next only to one hebdomadal in Bengal"—

ফিল্ডের আর্থিক অবস্থা এত মন্দ হইয়াছিল যে, উহার পরিচালন-ব্যাপার দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে কিশোরীচাঁদের অন্যতম বন্ধু চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, ফিল্‌ডের একটী স্বতন্ত্র প্রেস থাকিলে পত্রিকা মুদ্রণের ব্যয় অনেক হ্রাস পাইবে। কিশোরীচাঁদ ও চন্দ্রকুমার উভয়ে মিলিয়া Canning Press নামে একটী মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদের তিন জন অকৃত্রিম বন্ধু ইহলোক হইতে অবসৃত হন। এপ্রিল মাসে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার সহিত কিশোরীচাঁদের কিরূপ প্রীতিসম্বন্ধ ছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা প্রসন্ননাথের মৃত্যুর পর কিশোরীচাঁদ তাঁহার পুত্র প্রমথনাথের অভিভাবকস্বরূপ হন। তিনি ও তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনের ডাইরেক্টর রাজেন্দ্রনাথ

মিত্র প্রমথনাথের চরিত্রগঠনে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল হয় নাই। প্রমথনাথ দীঘাপতিয়া রাজ-বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং কিশোরীচাঁদ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রমথনাথকে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজোপাধিতে সম্মানিত দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

সেপ্টেম্বরে ফিল্ডের প্রথম সম্পাদক জেম্‌স্‌ হিউমের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কিশোরীচাঁদ তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে ফিল্ডে একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

ইহার কিছু পূর্ব্বেই কিশোরীচাঁদের আজীবনসুহৃদ রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হয়। কিশোরীচাঁদ ফিল্ডে তাঁহারও একটী সুন্দর জীবন-কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'ফিল্‌ড' সম্পাদনের সহিত কিশোরীচাঁদ দীঘাপতিয়া রাজার এজেণ্টের কর্ম্ম করিতেছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি নাটোরের মহারাণী শিবেশ্বরী দেবীরও কার্য্য করিতেন। তাঁহার কর্ম্মপটুতার বিষয় অবগত হইয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কুচবিহা-রের মহারাজা তাঁহার রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত কিশোরীচাঁদের সাহায্যপ্রার্থী হন। তিনি পঞ্চসহস্র মুদ্রা ও কয়েকজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া কিশোরীচাঁদকে অবিলম্বে কুচবিহারে আগমন করিতে বলেন। তখন মহারাজা বাহাদুর সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত। দেশে অন্তর্বিপ্লব সূচিত হইয়াছে। অমাত্যগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। এক পক্ষ মহারাজার এক মহিষীর কয়েকমাস-মাত্র-বয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অপর পক্ষ অন্য এক মহিষীর দত্তকপুত্র গ্রহণের ক্ষমতালাভের জন্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। এই সময়ে বিদেশীর সেই দেশে যাওয়া নিতান্ত নিরাপদ ছিল না। কিশোরীচাঁদের হিতৈষি-

শ্রীযুক্ত নীলমণি দে

চুক্তিতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং উহার কোনও হিসাব প্রদানের কথা ছিল না; তথাপি কিশোরীচাঁদ উহার একটী হিসাব প্রস্তুত করিয়া কুচবিহার যাতায়াতের ব্যয়মাত্র গ্রহণ করিয়া বাকী টাকা হটন সাহেবকে প্রত্যর্পণ করেন এবং তৎসহিত কুচবিহারের একটী মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া প্রেরণ করেন। কমিশনার মহোদয় এককালে তাঁহার সাধুতা ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। কিশোরীচাঁদ কিছুকাল এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন। পরে অসুস্থতাবশতঃ এই কর্ম্ম ত্যাগ করেন।

কুচবিহারে কিশোরীচাঁদের উপস্থিতি এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন ইণ্ডিয়ানফিল্ডের প্রচার বন্ধ হইবার অন্যতম প্রধান কারণ। গ্রাহকগণ ফিল্ডে আর কিশোরীচাঁদের সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত প্রবন্ধাবলী দেখিতে পাইলেন না। কিশোরীচাঁদের পুত্রপ্রতিম জামাতা ইণ্ডিয়ানফিল্ডের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলমণি দে তাঁহার সহপাঠী ৺নীলমণি কুমার মহাশয় ও তাঁহার অফিসের অন্যতম কর্ম্মচারী মিঃ ডি সুজা আরও কিছুদিন ইণ্ডিয়ানফিল্ড পরিচালন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিঃ (পরে স্যর) অ্যাশলি ইডেন ফিল্ডের সহকারী সম্পাদককে তাঁহার অফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহকারিগণও মিলিটারী একাউণ্ট অফিসে কর্ম্ম করিতেন। এই কর্ম্মের উপর ইণ্ডিয়ানফিল্ড সম্পাদন অসাধ্য হইল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে হিন্দুপেট্রিয়টে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন হইতে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত দিবস হইতে ইণ্ডিয়ানফিল্ড হিন্দু-পেট্রিয়টের সহিত যুক্ত হয়। কৃষ্ণদাস পালের অনুরোধে কিশোরীচাঁদ

পেট্রিয়টে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি লিখিতে প্রতিশ্রুত হন এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রবন্ধ লিখিতেন। রাণী কাত্যায়নী ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মৃত্যুর পর পেট্রিয়টে তাঁহাদিগের যে সুন্দর জীবনকথা প্রকাশিত হয়, তাহা কিশোরীচাঁদের লিখিত বলিয়া অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে। এই স্থানে বলা যাইতে পারে ৺ কৃষ্ণদাস পাল হিন্দুপেট্রিয়টে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রায়ই কিশোরীচাঁদের উপদেশ লইতেন। প্রায়ই কিশোরীচাঁদের বাটীতে রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মহাত্মগণের সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইত। এই আলোচনার ফল পরসপ্তাহে কৃষ্ণদাস হিন্দুপেট্রিয়টে লিপিবদ্ধ করিতেন। কৃষ্ণদাসের প্রবন্ধগুলি যে যুক্তিপূর্ণ ও সারগর্ভ এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কারণ দেশের শ্রেষ্ঠতম মস্তিষ্কগুলির সম্মিলন হইতে ইহাদিগের জন্ম।

আমরা ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। ফিল্ড কিশোরীচাঁদের নামের সহিতই সম্বদ্ধ, কারণ প্রথম সম্পাদক 'এবেল ঈষ্ট' অধিককাল সম্পাদকত্ব করেন নাই। কিশোরীচাঁদের সময়েই ফিল্ড দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছে। নীলদর্পণ মোকদ্দমা ও নীলবিপ্লবের সময় ফিল্ড অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিশোরীচাঁদের নির্ভীক মত ও তেজঃপূর্ণ সমালোচনা সকলেই মুগ্ধচিত্তে পাঠ করিতেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দেশসেবা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন

মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেন, "বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র একজন নির্ভীক দেশপক্ষসমর্থক ছিলেন। সংবাদপত্রের স্তম্ভেই হউক, কিম্বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাগৃহেই হউক, কিম্বা টাউন-হলেই হউক তিনি কোনও বিষয় বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন না, তাঁহার অভিমত এবং উপদেশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের সন্তোষজনক হউক বা না হউক। তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সুন্দর বাক্‌পটুতা ছিল এবং তাঁহার বক্তৃতাগুলি এইজন্য প্রায়ই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত।" "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং সুপ্রসিদ্ধ 'টাইমস্' পত্রের ভারতবর্ষীয় সংবাদদাতা জেমস রুট্‌লেজ "ভারতে ইংরাজশাসন ও লোকমত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আমি এপর্য্যন্ত যতদূর দেখিয়াছি, হিন্দুদিগের মধ্যে কিশোরীচাঁদ একজন অতীব সাহসী পুরুষ ছিলেন, এবং যদিও তাঁহার সহিত আমার দুইবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তথাপি আমি য়ুরোপীয়গণের অযথা তোষা-মোদের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অবজ্ঞা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়া-ছিলাম। তিনি কলিকাতায় একটি নির্ভীক ক্ষুদ্র দেশীয়দিগের দলের অন্যতর ছিলেন, যাঁহাদিগকে কোনও গবর্ণমেণ্ট অবজ্ঞা করিতে পারেন না এবং যাঁহাদিগকে কোনও বুদ্ধিমান গবর্ণমেণ্ট অবজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করেন না।"

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সংবাদপত্রের দ্বারা কিশোরীচাঁদ কিরূপে দেশপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করি-য়াছি। এক্ষণে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসন' প্রভৃতি রাজনীতিক

সঙ্ঘ হইতে কিরূপে স্বদেশের হিতসাধন করিয়াছিলেন তাহা দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসনের ইতিহাস অতীব কৌতূহলোদ্দীপক। আজি এই পূর্ব্বগৌরবভ্রষ্ট শক্তিহীন প্রতিষ্ঠানটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অতীতের বহু গৌরবকাহিনী স্মৃতিপথে সমুদিত হয় এবং তৎসঙ্গে ইহার অবনতির ইতিহাস আমাদের মনে দুঃখ ও নিরাশার ভাব সঞ্চার করে। মনে পড়ে একদিন এই সভা হরিশ, গিরিশ, রামগোপাল, প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, রাধাকান্ত, রমানাথ, রাজেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রনাথ, দিগম্বর, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি বঙ্গসন্তানের প্রতিভার লীলাক্ষেত্র ছিল; মনে পড়ে একদিন এই সভা ভারতবর্ষীয় পার্লিয়মেণ্টরূপে পরিগণিত হইবে দেশবাসীর মনে এইরূপ আশার সঞ্চার করিয়াছিল। তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসনের অভিমত না লইয়া গবর্ণমেণ্ট কোনও প্রকার নূতন বিধি প্রণয়ন করিতেন না, গবর্ণমেণ্টের নিকট সভার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসন দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইতে পারিয়াছিলেন; ইহার কারণ এই যে, যাঁহারা এই সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন তাঁহারা কখনও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই, ন্যায়ের পথে চিরদিন বিচরণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরকে এদেশের রাজনীতিক আন্দোলনের পিতা বলা যাইতে পারে। এই মহাত্মা কর্তৃক Landholder's Association বা জমিদার সভার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এদেশে কোনও প্রকার রাজনীতিক আলোচনা হইত কি না সন্দেহ। কিশোরীচাঁদ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে একটি বক্তৃতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেন। আমরা এই স্থানে সেই বক্তৃতাটির মর্ম্ম

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

প্রদান করিতেছি:—"অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা স্মরণ করুন। তখনকার দেশের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাজনীতিকক্ষেত্রে আমাদের জীবনের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও রাজপ্রতিনিধিগণকে অভিনন্দনপত্র প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপিত করা এবং অভিনন্দনপত্র প্রদান করা ব্যতীত আর কোনও রাজনীতিক আন্দোলন সম্ভব, ইহা কাহারও বোধগম্য হয় নাই। বোধ হয় ওয়ারেন হেষ্টিংসের গবর্ণর জেনারেলের আসন হইতে অবসর গ্রহণকালেই অভিনন্দনপত্র প্রথম প্রদত্ত হয়। হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা মদনমোহন দত্তের পুত্র রসিকলাল দত্ত প্রমুখ দেশবাসিগণ সেই পত্রে স্বাক্ষর করেন। পরবর্ত্তী রাজপ্রতিনিধিগণের অবসরগ্রহণকালেও ঐরূপ অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়। আমার স্মরণ হয় যে, যিনি এতদ্দেশীয় লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন সেই লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবার জন্য আহূত একটি সাধারণ সভায় একজন রাজা যথার্থই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে লেডি বেণ্টিঙ্ককে একটি স্বতন্ত্র অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হউক। আমাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম বিধিসঙ্গত রাজনীতিক আন্দোলন কাহাকে বলে এবং তাহার কি উপকারিতা তাহা বুঝিয়াছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তি কতদূর এবং সেই শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা কিরূপে দেশের শাসন কার্য্যের সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এশোসিয়েসন (জমিদারসভা) সুগঠিত করেন। তাঁহার আবাসভবন-সংলগ্ন একটি বাটীতে এই সভার অধিবেশনাদি হইত। মিঃ ডব্লিউ, সি, হ্যারি ও বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভার সম্পাদক ছিলেন। এই সভার সংস্থাপন-সংবাদ গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন

করিলে সেক্রেটারী মিঃ প্রিন্সেপ সাহেব সম্পাদককে লিখেন :—
'আপনাদের ৭ই তারিখের পত্র এবং তৎসহিত প্রেরিত আপনাদের সভার অনুষ্ঠানপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। "চেম্বার অব কমার্স" যে ভাবে গবর্ণমেণ্টকে পত্রাদি প্রেরণ করেন আপনাদের সভা সেই ভাবে পত্রব্যবহার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে জানাই-তেছি, বাঙ্গালার মাননীয় ডেপুটী গবর্ণর মহোদয় সকল সম্প্রদায়েরই নিকট হইতে সেই সম্প্রদায়ের অথবা সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রস্তাবাদি সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে ও বিচার করিতে প্রস্তুত। ভূমিকর ও বিচার-বিভাগ সংক্রান্ত প্রস্তাবাদি গবর্ণমেণ্টের সেই সেই বিভাগের সেক্রে-টারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।'

গবর্ণমেণ্ট ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটীর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এক সম্প্রদায় ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বলেন ঐ সভা বে-আইনী। 'কুরিয়ার' বলেন গবর্ণমেণ্ট এই সভাকে ভূমিস্বত্বাধি-কারিগণের প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করিয়া উহার সহিত পত্রব্যবহার করিলে আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তৎকালীন সংবাদ-পত্র-পরিচালকগণ অপেক্ষা দূরদর্শী ছিলেন এবং সেই সভার সহিত পত্রব্যবহার করায় কোনও বিপদ বা অন্যায় ঘটিতে পারে এরূপ আশঙ্কা করেন নাই। ভূম্যধিকারিগণের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় কতকগুলি প্রশ্ন সেই সভা কর্তৃক আলোচিত হইয়াছিল ; তন্মধ্যে লাখেরাজ প্রত্যাহার এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারী বিক্রয় প্রভৃতি প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহের বিরুদ্ধে আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এই সভা লাখেরাজদারদিগের পক্ষ নির্ভীকভাবে সমর্থন করিয়াছিল। এই সভার চেষ্টায় টাউনহলে একটি বিরাট সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। লাখেরাজ প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে আবেদন

করা সেই সাধারণ সভার উদ্দেশ্য ছিল। সেই সভায় মিঃ ডিকেন্স একটি ওজস্বিনী বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব যে কিরূপ অন্যায় ও নীতিবিগর্হিত তাহা প্রদর্শন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও ঐ বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং উপস্থিত সভ্যগণের প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যদিও বক্তৃতাটি সুন্দর ও সাধু ইংরাজী ভাষায় সজ্জিত হয় নাই, তথাপি উহা কঠোর ও অকাট্য যুক্তিতর্কসমন্বিত ছিল। লাখেরাজ প্রত্যাহারের সমর্থনকারী শ্রীরামপুরের সংবাদ-পত্রটি সম্বন্ধে তিনি বলেন উহা ভারতবর্ষের (Friend) বন্ধু নহে ভারতবর্ষের (Foe) শত্রু। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের এই ধ্বংসনীতির বিরুদ্ধে সেদিন দেশবাসীর মধ্যে তিনি একক প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন ; কিন্তু শীঘ্রই একদিন আসিবে যেদিন হিন্দুকলেজের নবীন ছাত্রগণ দেশহিতের জন্য দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের অভাব বিমোচন এবং রাজনীতিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য হইয়াছে বর্ত্তমান সভার ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে ; কারণ প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল পর্য্যন্ত এই সভার কয়েকজন সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মনিপুণ এবং আগ্রহশীল সভ্য হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। টাউনহলের সেই সভা লাখেরাজ প্রত্যাহারবিধির বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র আন্দোলন করিয়াছিল যে গবর্ণমেণ্ট উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া ৫০ বিঘার কম লাখেরাজ জমিগুলিকে উহার কবল হইতে অব্যাহতি দেন এবং উহার বিস্তার বন্ধ করিয়া দেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ইংলণ্ডে গমন করেন তখন জর্জ্জ টমসনের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ইনি সেই যুগের একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং আমেরিকায় ক্রীতদাস

প্রথা রহিত করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহাকে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে শেষভাগে টমসন এদেশে আসিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা সমস্ত কলিকাতায় বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত করিল এবং ইহাতে অপূর্ব্ব ফল প্রসূত হইল। সর্ব্বপ্রথমে ছোট ছোট রাজনীতিক সভা বা সমিতি সৃষ্ট হইতে লাগিল—ইহাতে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইত। অবশেষে উহা হইতে একটি স্থায়ী সভা বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী স্থাপিত হইল। জর্জ্জ টমসন উহার সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্র উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সভার অধিকাংশ সভ্যই সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন—প্রজাদিগের প্রতি ইহাঁদের সমধিক সহানুভূতি ছিল। প্রজাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে এই সভা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিল। সংক্ষেপতঃ ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স সোসাইটী জমিদারপক্ষে যাহা করিয়াছিল, এই সভা প্রজা-দিগের পক্ষে তাহাই করিয়াছিল। সেই যুগে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উভয় সভাই প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু দুইটী সভার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টিত ছিলেন বলিয়া সভাদ্বয়ের অকালমৃত্যু ঘটিল। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটী কেবল জমিদারদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেন, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী কেবল প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেন; সমগ্র সমাজ বা দেশের উন্নতি চেষ্টার মধ্যে যে সংহতি—যে জীবনীশক্তি নিহিত থাকে তাহা কোনটিতেই ছিল না। সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই যে দুইটী সভা সংমিলিত হইয়া 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশনে' পরিণত হইয়াছে।”

প্রকৃত কথা এই যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর জমিদার

সভা (ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন) অতি হীন দশায় পতিত হয়। যদিও রামগোপাল ঘোষের চেষ্টায় 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী' কোনও-রূপে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, উহা সমগ্র দেশের প্রতিনিধি নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সবিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। অবশেষে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর প্রধানতঃ রামগোপাল ঘোষের প্রযত্নে দুইটী সভা সংমিলিত হয়। এই যুক্ত সভার নাম "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন"। এই সভার প্রথম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই নামগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই সভা কিরূপ শক্তিশালী পুরুষগণের প্রতিভার লীলাক্ষেত্র ছিল তাহা প্রতীত হইবে:—

রাজা রাধাকান্ত দেব	...	সভাপতি
রাজা কালীকৃষ্ণ দেব	...	সহঃসভাপতি
রাজা সত্যচরণ ঘোষাল	...	সভ্য
বাবু হরকুমার ঠাকুর	...	,,
,, প্রসন্নকুমার ঠাকুর	...	,,
,, রমানাথ ঠাকুর	...	,,
,, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	...	,,
,, আশুতোষ দে	...	,,
,, হরিমোহন সেন	...	,,
,, রামগোপাল ঘোষ	...	,,
,, উমেশচন্দ্র দত্ত	...	,,
,, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ	...	,,
,, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	,,
,, প্যারীচাঁদ মিত্র	...	,,

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত	...	সভ্য
,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	সম্পাদক
,, দিগম্বর মিত্র	...	সহঃসম্পাদক।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকালে কিশোরীচাঁদ কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে তিনি এই সভায় যোগদান করেন। উক্ত সভার বাৎসরিক কার্য্যবিবরণদৃষ্টে প্রতীত হয় যে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই পদ তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় রামগোপাল ঘোষ বলিয়াছিলেন যে "সমিতিতে প্রায় দুই শ্রেণীর সভ্য থাকেন, এক শ্রেণীর সভ্য যথার্থ কার্য্য করেন, অপর শ্রেণীর সভ্য কেবল অনুমোদন করেন। হরিশ-চন্দ্র প্রথম শ্রেণীর সভ্য ছিলেন।" এই মন্তব্য কিশোরীচাঁদ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। বাস্তবিক যাঁহারা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যুগের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার ইতিহাস আলোচনা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন উহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কিশোরীচাঁদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটি বক্তৃতায় প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া বলেন—

"তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র সমিতির প্রত্যেক কার্য্যেই নিরতিশয় উদ্যমশীল ছিলেন; এবং আমাদের প্রথমকার আবেদন-নিবেদন, সাময়িক পত্রিকা, কার্য্যবিবরণী ও সভায় আলোচিত বিষয়সমূহ সমস্তই তাঁহাদের ধীশক্তির পরিচয়

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

দিতেছে। আমার নিকট তাঁহাদের অভাব বড়ই তীব্র, কারণ তাঁহারা উভয়েই আমার পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অধিবেশনসমূহে কিশোরীচাঁদ যে সকল সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ সেই সকল বক্তৃতাতে তৎসাময়িক রাজনীতিক প্রশ্নাদির আলোচনা আছে, সময়ের ব্যবধান প্রযুক্ত আধুনিক পাঠকগণের নিকট তাহার গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধ হইবে না। নিম্নে কয়েকটি বক্তৃতার উল্লেখমাত্র করা গেল ঃ—

তারিখ	বিষয় বা উপলক্ষ
২৯শে জানুয়ারি ১৮৬১—	ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নবম বার্ষিক অধিবেশন।
৭ই মার্চ্চ ১৮৬৩—	স্যর চার্লস উড (সেক্রেটারী অব ষ্টেট)কে ধন্যবাদ প্রদান।
২৫শে নভেম্বর ১৮৬৩—	ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিশেষ অধিবেশন।
২৪শে ফেব্রুয়ারি ৬৪—	,, দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন।
১৫ই ফেব্রুয়ারি ৬৫—	,, ত্রয়োদশ ,, ,,
১৯শে জুলাই ৬৫—	,, মাসিক অধিবেশন।
২১শে এপ্রিল ৬৬—	লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে ধন্যবাদ প্রদান।
৩১শে জুলাই ৬৬—	ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ষান্মাসিক অধিবেশন।
৬ই মার্চ্চ ৬৭—	,, পঞ্চদশ বার্ষিক ,,
১৮ই সেপ্টেম্বর ৬৭	,, ষান্মাসিক ,,
২৭শে ফেব্রুয়ারি—৬৮	,, ষষ্ঠদশ বার্ষিক ,,

২৪শে ফেব্রুয়ারি	৬৯	সপ্তদশ	বার্ষিক অধিবেশনে
৩১শে মার্চ্চ	৭০	অষ্টাদশ	,,
৪ঠা এপ্রিল	৭০	বিশেষ	,,
২২শে সেপ্টেম্বর	৭০	সাধারণ	,,

২৪শে ফেব্রুয়ারি ৭১—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঊনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন।

৩রা এপ্রিল ৭১—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

৭ই জুন ৭১—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক অধিবেশন।

১৭ই নভেম্বর	৭১	ঐ	ঐ	
১৪ই মার্চ্চ	৭২	,,	বিংশ বার্ষিক	
২০শে সেপ্টেম্বর	৭২	ঐ	ত্রৈমাসিক	,,
২৬শে নভেম্বর	৭২	ফসেটকে ধন্যবাদ প্রদান		

এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার উদ্যোগে যে সকল সাধারণ সভা হইত, তাহাতে তিনি প্রায়ই সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। যথা—

তারিখ — বিষয় বা উপলক্ষ

১২ই জুলাই ৬১—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভা।

১৬ই এপ্রিল ৬২—স্যার জন পিটর গ্রাণ্টের সম্মানার্থ সভা।

১৪ই মে ৬৭—রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের স্মৃতিসভা।

২২শে ফেব্রুয়ারি ৬৮—রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভা।

২রা জুলাই ৬৮—শিক্ষা ও পথকর বিষয়ে।

২৯শে অক্টোবর ৬৮—প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের স্মৃতিসভা।

২রা জুলাই ৭০—শিক্ষাবিষয়ে।

৩রা জুলাই ৭১—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে।

পরলোকগত মহাত্মগণের স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে সেই সেই মহাত্মাদিগের জীবনচরিত্তের অনেক উপাদান আছে। সেইজন্য কয়েকটী বক্তৃতার অনুবাদ পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য-সেবা

মাননীয় মিষ্টার সি, ই, বাকল্যাণ্ড লিখিয়াছেন, "প্রতীচ্য-সাহিত্যজ্ঞানের অমূল্য ভাণ্ডারের অধিকারী, ইংরাজী রচনাপদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী, তাঁহার দেশবাসিগণের মধ্যে কিশোরীচাঁদ অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট লেখক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। জীবনকথা, ধর্ম্মকথা, ব্যবস্থা, রাজনীতি, সমাজনীতি, কৃষিতত্ত্ব প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি সাধনা করিয়াছিলেন।" আচার্য্য লালবিহারী দে লিখিয়াছিলেন—"শত শত শিক্ষিত বাঙ্গালী, যাঁহারা সাময়িক পত্রের জন্য ইংরাজী লিখেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই এই দুরূহ ভাষা নির্ভুল ও প্রাঞ্জল ভাবে লিখিতে পারেন। এই কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কিশোরীচাঁদ একজন অত্যুৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কিশোরীচাঁদের প্রথম প্রবন্ধ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-কথা ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং উহা দ্বারা তিনি আমাদের দেশের একজন প্রতিভাশালী লেখক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রেই তাঁহার অধিকাংশ সুচিন্তাপ্রসূত সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সার জন কে 'কলিকাতা রিভিউ' ত্রৈমাসিক প্রবর্ত্তিত করিয়া এদেশের একটি মহদুপকার সাধন করেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের গবেষণামূলক প্রবন্ধাদিতে ইহার কলেবর পরিপূর্ণ থাকিত। সার জন কে, সার হেন্‌রি লরেন্স, সার হার্বর্ট এডওয়ার্ডস্, সার হেনরি ডুরাণ্ড, সার হেনরি রলিন্‌সন, সার

উইলিয়ম মূর, সার রিচার্ড টেম্পল, সার আর্থার কটন, সার জন ষ্ট্র্যাচী, মেসার্স মার্সম্যান ও সিটনকার, কর্ণেল চেস্নি ও ম্যালিসন, ডাক্তার ডফ ও স্মিথ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালবিহারী দে, হরচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, কিশোরীচাঁদ ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি যখন এই পত্রে নিয়মিতভাবে লিখিতেন তখন ইহার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! ইহার যে তখন কি প্রভাব ছিল তাহা এক্ষণে সম্যকরূপে উপলব্ধি করা দুষ্কর। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে ইহার প্রথম বিংশতি বৎসরের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সার জন কে, যাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী চিরকাল তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে, যথার্থই বলিয়াছিলেন যে "ভারতবর্ষে আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য 'কলিকাতা রিভিউ' পত্র প্রবর্ত্তিত করা।' ইহা আমাদের দেশের যথার্থ অবস্থা বর্ণন করিয়া এবং নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনা করিয়া এতদ্দেশীয় শাসনপদ্ধতির সংস্কারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণয়নের পর কিশোরীচাঁদ রাজকার্য্য এবং দেশসেবায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে বহুকাল উক্ত পত্রের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিবার অবসর পান নাই। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে "ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিল্পপ্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্প" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত পত্রে প্রকাশিত করেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পরেও তাঁহার সমাজোন্নতিবিধায়িনী সভা ও অন্যান্য লোকহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং পরে "ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে"র সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে কিছু লিখিবার সুযোগ ঘটে নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি রীতিমত উক্ত পত্রে লিখিতে

আরম্ভ করেন। নিম্নে তাঁহার রচিত এবং উক্ত পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধনিচয়ের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল :—

তারিখ	প্রবন্ধের নাম
১৮৪৫	* রামমোহন রায় (জীবনকথা)
১৮৫১	ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিল্পপ্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্প
১৮৬৩	হিন্দুনারী
১৮৬৪	* হিন্দুধর্ম্মের বিবিধ শাখা
১৮৬৫	বাঙ্গালার কৃষিশিল্প প্রদর্শনী
১৮৬৬	হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র ও মেডিক্যাল-কলেজ, রামমোহন রায় (২য় প্রস্তাব) (সমালোচনা), অতীতকাল ও বর্ত্তমানকালের উড়িষ্যা
১৮৬৭	রাজা রাধাকান্ত দেব (জীবনকথা)
১৮৬৮	রামগোপাল ঘোষ (জীবনকথা) কুলীনদিগের বহুবিবাহ
১৮৭২	* বঙ্গের জমিদারগণ * (১) বর্দ্ধমানরাজ * (২) নদীয়ারাজ * (৪) † রাজসাহীর রাজগণ * (৫) কাশিমবাজাররাজ
১৮৭৩	আধুনিক হিন্দুনাটক
১৮৭৪	বঙ্গের জমিদারগণ * (৬) কান্দীরাজবংশ

† এই পর্য্যায়ের ৩য় প্রবন্ধ 'দিনাজপুররাজ'—ওয়েষ্টম্যাকট্ নামক একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান [illegible] করেন।

উপরিলিখিত সকল সন্দর্ভগুলিই গভীর গবেষণামূলক এবং এমনই মনোহর যে বহু বৎসর পরে যখন 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের স্বত্বাধিকারিগণ উহার অসংখ্য পাঠকগণের অনুরোধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া "Selections from the Calcutta Review" নামে পুনঃপ্রকাশিত করেন, তখন কিশোরীচাঁদের অনেকগুলি প্রবন্ধই (তারকাচিহ্নিত প্রবন্ধগুলি) পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। রাজা রাধাকান্ত দেব 'শীর্ষক' প্রবন্ধটি রাজা রাধাকান্তের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। রামগোপালের জীবনকথার সারভাগ রামগোপালের ইংরাজী বক্তৃতার কোন কোন সংস্করণে উদ্ধৃত হইয়াছিল। 'বঙ্গের জমিদারগণ' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে বাঙ্গালার প্রাচীন জমিদারবংশসমূহের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা এরূপ গবেষণামূলক যে এখনও উহা অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত 'আধুনিক হিন্দুনাটক' শীর্ষক প্রবন্ধের নিম্নে তৎকালীন সম্পাদক সার রোপার লেথব্রিজ কিশোরীচাঁদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"আমরা গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে যখন উপরিলিখিত প্রবন্ধটি যন্ত্রস্থ ছিল, বিগত বুধবার ৬ই আগষ্ট ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে উহার সুপ্রিয় এবং ধীশক্তিসম্পন্ন রচয়িতা ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র এই রিভিউএর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধাবলী তাঁহার অশেষ অভিজ্ঞতা হইতে লব্ধ অনন্যসাধারণ জ্ঞানের জন্য এবং তাঁহার

অভিমতসমূহের স্বাধীন এবং সরল অভিব্যক্তির জন্য সর্ব্বদাই কি সাময়িক সাহিত্যে, কি সাধারণে আগ্রহের সহিত গৃহীত হইত। রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গত দুই বর্ষের মধ্যে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং 'বঙ্গের জমিদারগণ' শীর্ষক ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী সঙ্কলনের জন্য বর্ত্তমান সম্পাদক তাঁহার নিকট অশেষ ঋণী। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের সাহায্য ব্যতীত উক্ত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করা অসম্ভব হইত এবং যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তাঁহারই এই দেশ ও উহার ইতিহাসের অসামান্য জ্ঞানের জন্যই এত আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে এই রিভিউ উহার একজন অবিশ্রান্ত এবং অমূল্য সহযোগীকে হারাইল।"

কিশোরীচাঁদ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত পত্রের জন্য দুইটী প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। একটী—কান্দীরাজবংশ—প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার জামাতা পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত নীলমণি দে মহাশয় * উহা সম্পূর্ণ করিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের 'রিভিউ'এ প্রকাশিত করেন। অপরটি কুচবিহারের ইতিহাস। ইহা অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

কেবল সাময়িক পত্রের জন্যই কিশোরীচাঁদ প্রবন্ধ লিখিতেন না। তাঁহার অনেক প্রবন্ধ তৎকালীন সাহিত্যসভা-সমূহে বক্তৃতারূপে পঠিত হইয়াছিল। হেয়ারের বার্ষিক স্মৃতিসভায় তিনি যে তিনটি সন্দর্ভ পাঠ করেন তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'হিন্দুকলেজের ইতিহাস' ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত ডেভিড হেয়ারের ইংরাজী

* বোর্ড অব রেভিনিউ এর মেম্বর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে সি-আই-ই, মহাশয়ের পিতা এবং লেখকের মাতামহ।

জীবনচরিতের পরিশিষ্টে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সন্দর্ভটি সমালোচকগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। উহাতে আমাদের দেশে কিরূপে ইংরাজীশিক্ষার বিস্তার হইল তাহার ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের হিন্দুপেট্রিয়টে রায় কৃষ্ণদাস পাল দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া বলেন ইহা সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র সন্দর্ভটি একটি উচ্চ নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ।"

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 'মেডিক্যালকলেজ ও তাহার প্রথম সম্পাদক' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি কিশোরীচাঁদ কর্ত্তৃক হেয়ার-স্মৃতিসভায় পঠিত হয়, সম্ভবতঃ উহাই পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে 'হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্র ও মেডিক্যালকলেজ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের যে জীবনকথা হেয়ার-স্মৃতি-সভায় বক্তৃতাস্বরূপ প্রদত্ত হয়, তাহাই পরিবর্দ্ধিত করিয়া পরে Memoir of Dwarka Nath Tagore নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উহা সাধারণে অত্যন্ত আদরের সহিত গৃহীত হয় এবং সংবাদপত্রাদিতেও বিশিষ্টরূপে প্রশংসিত হয়। 'কলিকাতা রিভিউ' সমালোচন-প্রসঙ্গে বলেন ঃ—"গত কয় বৎসরের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র সময়ে সময়ে বাঙ্গালী সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবন-কথা প্রকাশিত করিয়া (কতকগুলি এই পত্রে) তাঁহার দেশের মহদুপকার সাধিত করিয়াছেন। গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা-দেশের অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে এবং ইতিহাস দাবী করে যে, যে সকল মহাত্মার প্রযত্নে এই বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে এবং

তাঁহাদের প্রত্যেকে কি কি কার্য্য করিয়াছেন তাহার পরিচয় ভাবী বংশীয়দিগের অবগতির জন্য নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়। আমাদের আলোচ্য ইতিহাসকার তাঁহার কর্ত্তব্যের অনুপযুক্ত নহেন। তাঁহার পরিশ্রম স্পষ্টতঃ ভালবাসার পরিশ্রম। স্বয়ং হিন্দুসমাজের একটি অত্যুন্নত অংশে থাকিয়া এবং ইংরাজীভাষায় আশ্চর্য্য অধিকার লাভ করিয়া তিনি উন্নতি ও জ্ঞানবিস্তারের জন্য প্রযত্নবান। পূর্ব্বযুগের মহাত্মগণের নিকট বর্ত্তমান সমাজ কিরূপ ঋণপাশে আবদ্ধ তাহা তিনি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার জীবনকথা বিবৃত করিবার পদ্ধতি স্থানে স্থানে (বিশেষতঃ দ্বারকানাথের প্রথম ইংলণ্ড-যাত্রা বর্ণনে) বসওয়েলের * সহিত তুলনীয়।"

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে, প্রধানতঃ মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন সম্পাদক ডাক্তার এফ্ জে মৌএটের চেষ্টায় কলিকাতায় মহাত্মা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে 'বেথুন সোসাইটী' নামক সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালীসমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। কিশোরীচাঁদ এই সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তিনি কিছুকাল এই সভায় অন্যতম প্রবন্ধপরীক্ষক ছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফ এই সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া এই সভার অনেক উন্নতি সাধন করেন। কিশোরীচাঁদ এই সভায় কতকগুলি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বক্তার প্রবন্ধ পাঠান্তে প্রায়ই তর্কবিতর্কে যোগদান করিতেন। ১৮৬২

* ডাঃ জনসনের জীবনচরিত-রচয়িতা বসওয়েল ইংরাজীভাষায় উৎকৃষ্ট জীবনীরচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত।

খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কিশোরীচাঁদ এই সভায় "হিন্দুনারী এবং দেশের উন্নতির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত সন্দর্ভ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের উপসংহারাংশে তিনি বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারকল্পে সমবেত সভ্যগণকে বদ্ধপরিকর হইতে অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ করেন। তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর সিসিল বীডন মহোদয় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতাপাঠের পর বলেন, এই পরম প্রয়োজনীয় বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য বাঙ্গালার কতকগুলি যুবক ও প্রবীণ ব্যক্তিকে সমবেত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং ঐ বক্তৃতাটি অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। উহাতে আলোচ্য বিষয়টি এরূপ বিস্তৃত ও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে যে তিনি অতিরিক্ত কোনও বাক্য যুক্তি বা মন্তব্য দ্বারা উহার সমর্থন করিতে অক্ষম। তাঁহার বিশ্বাস যে ঐ বক্তৃতাটির হৃদয়স্পর্শী উপসংহারাংশ দেশবাসিগণকে সমাজসংস্কার সাধনে উদ্বোধিত করিবে। তিনি স্ত্রীশিক্ষার জন্য দেশবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। সর্ব্বশেষে তিনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে ঐ সভা অথবা বক্তা স্বয়ং যেন এই সারগর্ভ প্রবন্ধটি সাধারণের উপকারার্থ প্রকাশিত করেন। কিশোরীচাঁদ এই বক্তৃতাটিই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

বেথুন সভায় কিশোরীচাঁদ আরও দুইটী মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; যথা, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 'আলিপুরের কৃষিপ্রদর্শনী' এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে 'দুর্ভিক্ষ হইতে আমরা কি শিক্ষালাভ করিয়াছি'। প্রথমটি কিঞ্চিৎ

পরিবর্ত্তিত আকারে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে এবং শেষোক্ত প্রবন্ধটি বেথুনসভার কার্য্যবিবরণে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কুমারী মেরী কার্পেণ্টার এতদ্দেশে আগমন করেন। ঐ বৎসর ১১ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি বেথুনসভার একটি বিশেষ অধিবেশনে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ঐ উপলক্ষে কিশোরীচাঁদও মেরী কার্পেণ্টারকে সভার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। কুমারী কার্পেণ্টারের 'ভারতবর্ষে ছয়মাস' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কিশোরীচাঁদের বক্তৃতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই সময়ে প্রধানতঃ কুমারী কার্পেণ্টার ও রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্-এর চেষ্টায় 'বঙ্গীয়সমাজবিজ্ঞানসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগকে সম্মিলিত করিয়া বঙ্গদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডের জাতীয়সমাজ-বিজ্ঞান-সভায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে কুমারী কার্পেণ্টার 'ভারতে স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ক যে বক্তৃতা করেন তাহাতে এই সভার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেনঃ—ইংলিশ চার্চ্চের একজন ধর্ম্মযাজক একদিন আমার নিকট আসেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নীলকরগণের অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে প্রজাগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া মানহানির মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া যিনি কারাগারে প্রেরিত হন সেই রেভারেণ্ড লঙ্-এর নাম উপস্থিত সভ্যগণের অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। পঁচিশ বৎসর তিনি সাধুভাবে এবং অশেষবিধ কল্যাণপ্রদভাবে ভারতবাসিগণের মধ্যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং অনেকের

অপেক্ষা তিনি তদ্দেশবাসিগণের বিষয় অধিক সংবাদ রাখেন। এই ভদ্রলোকটি ইংলণ্ডে এই সভা দ্বারা কত উপকার সাধিত হইতেছে তাহা জ্ঞাত হইয়া কলিকাতায় একটি সমাজবিজ্ঞানসভা সংস্থাপন সম্ভব কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি কতিপয় ইংরাজ ভদ্রলোকের সহিত পরামর্শ করি, সকলেই বলেন উহা অসম্ভব; কারণ ভারতবর্ষে সকলকেই কর্ম্মে এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে নিতান্ত আবশ্যকীয় কার্য্য ব্যতীত আর কিছু করা অসম্ভব হইয়া উঠে। মিষ্টার লঙ্ কিন্তু পশ্চাৎপদ হইবার ব্যক্তি ছিলেন না। আমরা কতিপয় ভারতবাসী ভদ্রলোকের * নিকট এই প্রস্তাব করি এবং এদেশে কিরূপে সভা পরিচালিত হইতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা এইরূপ সভা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে অভিমত প্রকাশ করিলেন। অবশেষে একটি সাধারণ সভা আহূত হইল, স্যর সিসিল বীডন অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। গবর্ণর জেনারেলও সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় একটি সমিতি গঠিত হইল এবং ইহার যত্নে সমাজবিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

মাননীয় মিষ্টার সিটনকার এই সভার সভাপতি এবং হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি নরম্যান ও বাবু রমানাথ ঠাকুর সর্ব্বপ্রথমে ইহার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু কতিপয় কারণবশতঃ এক মাসের মধ্যেই মিঃ সিটনকার ও বাবু রমানাথ ঠাকুর পদত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের স্থানে মাননীয় বিচারপতি মিষ্টার (পরে স্যর জন বাড) ফিয়ার ও কিশোরীচাঁদ যথাক্রমে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। কিশোরীচাঁদ এক বৎসর সহকারী সভাপতির কার্য্য করেন

* কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ প্রস্তাবিত সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে উক্ত সভার প্রথম অধিবেশনে 'বাঙ্গালায় শিক্ষাবিস্তার' নামক একটি সুন্দর ও বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কুমারী কার্পেণ্টার তাঁহার ভারতভ্রমণবিষয়ক প্রাগুল্লিখিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্বীয় মতের সমর্থনে কিশোরীচাঁদের বক্তৃতার কোনও কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্র কিশোরীচাঁদের স্থানে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন; কিন্তু কিশোরীচাঁদ সভার উন্নতিসাধনে সমভাবে চেষ্টিত ছিলেন এবং উক্ত সভার শিক্ষাবিভাগের অন্যতম সদস্যরূপে উহার বিলক্ষণ উপকার করেন। ঐ বৎসর ৩০শে জানুয়ারী তারিখে দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি 'হিন্দুপর্ব্ব' নামক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

কিশোরীচাঁদের দুইটী প্রবন্ধই 'বঙ্গীয়সমাজবিজ্ঞানসভার' কার্য্য-বিবরণীতে এবং স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তৎকালীন প্রায় সমুদায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যসভার সহিত কিশোরীচাঁদ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্র পাঠে প্রতীতি হয় যে, তিনি 'ড্যালহৌসী ইন্‌ষ্টিটিউট্' নামক এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ইংরাজদিগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যসভায় এবং আমড়াতলা সাহিত্য-সভায় 'চৈতন্য' সম্বন্ধে দুইটী চিত্তাকর্ষণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বড়বাজারের বিখ্যাত মল্লিক-বংশীয় সাহিত্যানুরাগী প্রসাদদাস বাবুর ভবনে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'বড়বাজার পারিবারিক সাহিত্যসভায়' নিমন্ত্রিত হইয়া কিশোরীচাঁদ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৩শে এপ্রিল তারিখে 'মতিলাল শীলের জীবন-কথা' সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার সমালোচনপ্রসঙ্গে 'হিন্দুপেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন—"ইহা বলা বাহুল্য যে বক্তৃতাটি লেখকের স্বভাবসিদ্ধ লিপিকুশলতার

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে

সহিত লিখিত হইয়াছে,—প্রাঞ্জল, সুচিত্রিত, স্থানে স্থানে উজ্জ্বল, পাঠে আনন্দ ও শিক্ষা উভয়বিধ লাভ হয়।”

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সুলেখক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে “বেঙ্গল ম্যাগেজিন” নামক একটি মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে উহার প্রথমসংখ্যা প্রকাশিত হয়। লালবিহারী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত মাসিক পত্রের সেপ্টেম্বর-সংখ্যায় কিশোরীচাঁদের স্বর্গারোহণবিষয়ক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব ও সাহিত্যপ্রিয়তার সহিত এই পত্রিকা-প্রচারের প্রারম্ভ হইতে আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।” ঐ মাসিকপত্রের দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কিশোরীচাঁদের ‘চৈতন্য’ শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কিশোরীচাঁদ উক্ত পত্রের জন্য “প্রেসিডেন্সী কলেজ” নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহা তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিশোরীচাঁদ পূর্ব্বে যে হিন্দুকলেজের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধটি তাহারই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য কিশোরীচাঁদ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে উপকরণাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিষ্ঠুর কাল আসিয়া তাঁহাকে অকালে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তাঁহার শেষ জীবনের কথা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দেহত্যাগ। চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস

১২৮০ বঙ্গাব্দ (১৮৭৩-৪ খৃষ্টাব্দ) আমাদিগের দেশের সাহিত্য-সেবিগণের ইতিহাসের একটী চিরস্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরেই "বঙ্গ-কবি-সিংহাসন" শূন্য করিয়া "বঙ্গের অনন্যকবি, কল্পনা-সরোজ-রবি" মধুসূদন পরলোকে গমন করেন। এই বৎসরেই বাঙ্গালার গৌরবস্থল দেশব্রত মহাত্মা কিশোরীচাঁদ স্বর্গধামে প্রয়াণ করেন। এই বৎসরেই সার্থকনামা দীনবন্ধু "ত্যজি জীবধাম, কবিকুঞ্জবনে স্বর্গে করিতে বিহার" গমন করেন। দেশ যে কি উজ্জ্বল রত্ন হারাইল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তরুণ কবি নবীনচন্দ্র কাঁদিয়াছিলেন :—

"মধুসূদনের" শোকে বিবশা দুঃখিনী,
না হ'তে চেতন নেত্র মুদিল "কিশোরী";
তা'র শোক-অশ্রুজল না ছুঁতেই বক্ষঃস্থল
মাতৃ-কোল "দীনবন্ধু" গেল শূন্য করি;
ঈশ্বর! তোমারি ইচ্ছা—বঙ্গ অভাগিনী!" *

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। এই দুর্বৎসরে দুঃখিনী বঙ্গের ভাগ্যে আরও অনেক দুঃখ ছিল। দেশপ্রেমিক কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ—যাঁহার কবিপ্রতিভা ডাক্তার উইলসন, হেনরি মেরেডিথ পার্কার, হেনরি রাট্রে, হেনরি টরেন্স, ডাক্তার আডামস্, ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন, হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও, মিস এমা রবার্টস প্রভৃতি বাণীসন্তানগণকে বন্ধুত্বসূত্রে তাঁহার সহিত আবদ্ধ করিয়াছিল এবং লর্ড অকল্যাণ্ড ও মাননীয়া মিস্ ইডেনের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল—তাঁহাকেও

---

* অবকাশরঞ্জিনী—"অনন্ত দুঃখ" শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য।

কিশোরীচাঁদ মিত্র

নিষ্ঠুর কাল এই বৎসরেই হরণ করিয়া লইয়া যায়। সামান্য অবস্থা হইতে যিনি দেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারপতিপদে উন্নত হইয়াছিলেন এবং গুরুতর পরিশ্রমের স্বল্প অবসরে যিনি দেশবাসীর মধ্যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোম্‌তের দর্শন ও দেকার্টের উচ্চ গণিতবিদ্যা প্রচারের প্রয়াস পাইতেন সেই দেশহিতৈষী দ্বারকানাথ মিত্রও এই বৎসরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সাহিত্যসেবার ও বিদ্যোৎসাহিতার বিষয় অবগত আছেন তাঁহারা এই বৎসরে তাঁহার মৃত্যুও দেশের পক্ষে অসীম ক্ষতিকর বলিয়া স্বীকার করিবেন।

মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই কিশোরীচাঁদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অবিশ্রান্ত দেশসেবা ও সাহিত্যসেবায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য হারাইলেন। কিছুদিন পরেই দ্বিতীয়বার ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তাঁহাকে পাঁকুড়ে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে জ্বর প্রবলভাবে দেখা দিল। কিশোরীচাঁদের জামাতা নীলমণি বাবুর দূরসম্পর্কীয় এক ভ্রাতা রামপুরহাটের বাবু কেদারনাথ মিত্র তাঁহাকে ঔষধপত্রাদি প্রদান করেন। এই স্থানে প্রায় দুই দিন কিশোরীচাঁদ অচেতন অবস্থায় থাকেন। একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে রামপুরহাটে কেদার বাবুর বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থানে দুই সপ্তাহ বাস করিয়া কিশোরীচাঁদ বোলপুরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার কোনও রূপ শারীরিক উন্নতি দৃষ্ট হইল না। এই সময়ে দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ তাঁহাকে দীঘাপতিয়ায় বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত গমন

করিতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহার চিরপ্রিয় রাজশাহীতে কিশোরীচাঁদ শেষবার যাত্রা করিলেন। দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ ও তাঁহার পুণ্যশীলা জননী রাণী ভবসুন্দরী তাঁহার সেবার অতি সুন্দর আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রায় একমাস সেই স্থানে অবস্থান করিয়া কিশোরীচাঁদ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইল না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। প্রায় এক সপ্তাহ উপবাসে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে এমন সময়ে প্যারীচাঁদ এবং তাঁহার জ্ঞাতিখুড়া গোপীনাথ মিত্র একদিন আসিয়া কিশোরীচাঁদকে সংবাদ দিলেন যে সেই দিন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারিগণের একটী সভার অধিবেশন হইবে। কিশোরীচাঁদ লাইব্রেরীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং এই সভার কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। সুতরাং তিনি সকলের নিষেধবাক্য অবহেলা করিয়া ঐ সভায় গমন করিলেন। কিন্তু সভার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রবল প্রকোপে জ্বর দেখা দিল। কোনও প্রকারে তাঁহাকে গাড়ী করিয়া বাটীতে আনয়ন করা হইল। এই দিন ১০ই ফেব্রুয়ারি তিনি শেষশয্যা গ্রহণ করিলেন।

জ্বরের সহিত নিউমোনিয়ার সকল লক্ষণ দেখা দিল। দুই সপ্তাহ রোগভোগের পর তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন কিন্তু শয্যাগত রহিলেন। চিকিৎসকগণ সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি চিকিৎসকগণের নিষেধবাক্য অমান্য করিয়া কলিকাতা রিভিউএর জন্য একটী প্রবন্ধ লেখাইতে লাগিলেন। পাঁচ সপ্তাহ পরে অত্যন্ত প্রবলভাবে জ্বর দেখা দিল। একদিন সমস্ত দিবারাত্রি পরিবারবর্গ তাঁহার

শয্যাপার্শ্বে কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া রহিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেবারও তিনি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলেন। তিন সপ্তাহ পরে তৃতীয়বার ভীষণ জ্বর দেখা দিল। এবারে তাঁহার মস্তিষ্কেও রোগ দেখা দিল। বহুকষ্টে সেবারেও তিনি রক্ষা পাইলেন। চিকিৎসকগণ বলিলেন যে রোগের উৎপত্তি ম্যালেরিয়া হইতে। সুতরাং কিশোরীচাঁদকে তাঁহার পাইকপাড়ার বাগানবাটী হইতে কলিকাতায় (১০০নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে) স্থানান্তরিত করা হইল। এখানেও ঘন ঘন এবং ভীষণ প্রকোপে জ্বর হইতে লাগিল। বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ ও রমানাথ সেনের চিকিৎসাধীনে তাঁহাকে রাখা হইল। তাঁহারা ৪১ দিন চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। ৪২ দিনে, ২০শে শ্রাবণ তাঁহার শেষ অসুখ হইল। পরদিন প্রাতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হইল, কিন্তু তাঁহারা 'আর আশা নাই' বলিয়া বিষন্ন বদনে তাঁহার রোগশয্যা হইতে বিদায় লইলেন এবং রোগীও দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত অচেতন হইলেন। ২৩শে শ্রাবণ (৬ই আগষ্ট—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ) বুধবার বেলা দশ ঘটিকা হইতে আহার বন্ধ হইল এবং রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় তাঁহার পুণ্যাত্মা পার্থিব দেহ হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সংসর্গ ও সাযুজ্য লাভার্থে মহাপ্রয়াণ করিল। ১০ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি বীরের ন্যায় মৃত্যুর সহিত যুঝিয়াছিলেন। ডাক্তার চার্লস, সূর্য্য গুডিব চক্রবর্ত্তী, দ্বারকানাথ গুপ্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ বসু, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, দুকড়ি ঘোষ এবং মহেন্দ্রলাল সরকার একাকী অথবা একত্রে তাঁহার রোগের যন্ত্রণা উপশম করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা জানিতেন যে এ যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন না। কারণ তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ ভগ্ন হইয়াছিল যে চিকিৎসকগণের প্রাণপণ

চেষ্টা এবং ঔষধের গুণ সে ভগ্ন স্বাস্থ্য আর নূতন করিয়া গড়িতে পারিত না।

কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদের মৃত্যু একটী জাতীয় শোকের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। শিক্ষিত হিন্দুগণের মুখপত্র 'হিন্দুপেট্রিয়ট'-পত্রে তৎকালীন সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ রায় কৃষ্ণদাস পাল বলিয়াছিলেন—"শক্তিশালী লেখক, নির্ভীক দেশপক্ষসমর্থক, উদ্যোগী কর্ম্মবীর, তিনি যে স্থান শূন্য করিয়া গেলেন, আমাদের ভয় হয়, তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না।"

যাঁহার স্বদেশপ্রিয়তা এবং ধর্ম্মপ্রাণতা চিরকাল তাঁহার স্মৃতিকে দেশবাসীর হৃদয়ে সমুজ্জ্বল রাখিবে, 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'র সেই স্বনামধন্য প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ ১২৮০ সালে ৩১শে শ্রাবণ তারিখের পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন :—

"বাবু কিশোরীচাঁদের মৃত্যুদ্বারা আমাদের দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। গত ২৩শে শ্রাবণ বুধবারে তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে দেশের যত মহৎ উদ্যোগ হইয়াছে তিনি তাহার সকল বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনি উদ্যমবিশিষ্ট ছিলেন। যখন দেশের কোন মহৎ বিষয়ে সাধারণে কোন সভা হইয়াছে, সেখানেই কিশোরী বাবু তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার সকল শাস্ত্রে অধিকার ছিল। তিনি সদ্বক্তা ছিলেন, সুলেখক ছিলেন এবং অতিশয় রসিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন।"

দেশের তৎকালীন একমাত্র শক্তিশালী রাজনীতিক সভা, যথায় কিশোরীচাঁদ অন্যতম অধ্যক্ষরূপে আজীবন পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যাহার সমিতিগৃহ তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মিতায় প্রতিনিয়ত মুখরিত

হইত, সেই 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে' ৮ই সেপ্টেম্বর (১৮৭৩) তারিখের অধিবেশনে যে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহাদের সহযোগী বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের মৃত্যুর জন্য অকৃত্রিম ও গভীর শোক লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। এই শোকাবহ ঘটনা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইতে একজন সাতিশয় শক্তিশালী, উৎসাহপূর্ণ এবং চির অনুরক্ত সভ্য এবং দেশ হইতে একজন পরম উৎকৃষ্ট লেখক ও বাগ্মী, দেশবাসীর একজন অক্লান্তকর্ম্মী নেতা এবং তাঁহাদের মানসিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক উন্নতিসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের একজন প্রতিবুদ্ধ এবং একাগ্র-সমর্থক বিচ্যুত করিয়া লইয়া গেল।"

সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত তাঁহার অকালবিয়োগ সম্বন্ধীয় শোকপ্রকাশক অসংখ্য প্রবন্ধ এবং কবিতাবলী অথবা তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের লিখিত শোকপ্রকাশক পত্রাদি এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া আমরা তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মসম্বন্ধে সংক্ষেপ-আলোচনা করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব। বাঙ্গালার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের "বঙ্গভূষণ" নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে কিশোরীচাঁদ মিত্রা সম্বন্ধীয় চতুর্দ্দশপদী কবিতাটী মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইতে পারে ঃ—

"হে বিজ্ঞ বিদ্বান্ তুমি এ বঙ্গ মাঝারে
ধন্য জনমিলে! তব যশে বঙ্গদেশ
প্রপূরিত। বঙ্গবাসী প্রশংসার ধারে
ভিজাইল তোমা ধনে। আনন্দ অশেষ
লভেছিল সকলেতে তুমি যতদিন
জীবিত থাকিয়া সাধিলে হে দেশহিত!

বিদ্যাপরিচয় গুণী দিলে যথোচিত।
এবে বঙ্গ তোমা বিনা বারিহীন মীন।
রহিবে তোমার নাম উজ্জ্বল হইয়া
এ গৌড়ভাণ্ডার মাঝে, যথা আভাময়
মণিখণ্ড রাজালয়ে থাকয়ে শোভিয়া।
ইংরাজী বিদ্যার গুণে বঙ্গদেশময়
রহিল তোমার যশঃ সদা উজলিয়া,
মতিমান্, কভু তাহা হবে না বিলয়!”

কিশোরীচাঁদ সাধারণ্যে একজন নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তিনি কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিবার লোক ছিলেন না। এরূপ ব্যক্তি অনেক সময় অহঙ্কারী ও গর্ব্বিত বলিয়া বিশেষিত হন। বোধ হয় বিদ্যাসাগরের পবিত্র নামেও এ অপবাদ প্রচলিত। কিন্তু যাঁহারাই কিশোরীচাঁদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার অদ্ভুত অমায়িকতা, সরলতা ও শিষ্টাচারে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কি ধনী, কি নির্ধন, কি হিন্দু, কি অহিন্দু, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকলের সহিতই তাঁহার সমভাব বিদ্যমান ছিল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখিয়াছেন:—“তিনি একজন প্রিয়দর্শন সহচর ছিলেন। অমায়িক, সদাপ্রফুল্ল, সরলপ্রাণ এবং রসিক; তিনি যথায় যাইতেন সূর্য্যরশ্মি ছড়াইতেন।” বস্তুতঃ তাঁহার কোমল হৃদয় সর্ব্বদাই প্রীতি ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা সম্বন্ধে তাঁহার সহধর্ম্মিণী লিখিয়াছেন:—

“১২৫১ সালের বৈশাখ মাসের ২৪ তারিখে তিনি কর্ম্মস্থানে যান। জ্যৈষ্ঠ মাসের ২ তারিখে এই মহাত্মার সেই (প্রথম পুত্র) সন্তানটি অকালে কৃতান্ত গ্রাস করেন। তাহাতে এই মহাত্মা এত দুঃখিত হন

যে ১০।১২ দিন শয্যাগত থাকেন। ৺নীলমণি বাবুর বাসাতে ছিলেন। তিনি সহোদর ভ্রাতার ন্যায় কাছে বসিয়া থাকিতেন। উভয়ে ১২।১৪ দিন কোন কর্ম্ম করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাঁর শরীর দয়াতে পরিপূর্ণ। ইনি পিতার মৃত্যুর সময় মূর্চ্ছিত হন। ইহা ত হইবেন। শুনা আছে, ইনি যখন কলেজে পড়েন তখন ইহাঁর এক জ্ঞাতি খুড়ীর বড় পীড়া হইয়াছিল। তাঁর স্বামীতে আর এঁতে কলেজে যান। এমতকালীন তাঁহার ভ্রাতা এসে তাঁকে পিত্রালয়ে লইয়া যান। কলেজ থেকে এসে ঘরে তাঁকে না দেখে তাঁর স্বামী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই মহাত্মা একেবারে মূর্চ্ছিত হইলেন। যাঁহার এইরূপ দয়ার শরীর তিনি আপনার সন্তানের জন্য এইরূপ কাতর হইবেন তাহার আশ্চর্য্য কি? এইজন্য ঈশ্বর ইহাঁকে আর কোন দুঃখ দেন নাই। ৫১ বৎসর ৩ মাস এই পবিত্র দেহ এই পৃথিবীতে ছিল, কিন্তু এইরূপ ক্লেশ আর সহ্য করিতে হয় নাই।” কিশোরীচাঁদের পারিবারিক জীবন অতি মধুময় ছিল। তাঁহার মাতাপিতার প্রতি ভক্তি অসীম ছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি পিতাকে হারান। জননী আনন্দ-ময়ী তাঁহার মৃত্যুর পরেও অনেকদিন জীবিত ছিলেন। ইনি অত্যন্ত কোমলহৃদয়া রমণী ছিলেন। কিশোরীচাঁদ তাঁহার মাতার প্রিয়তম সন্তান ছিলেন। অনেক ত্যাগস্বীকার করিয়াও কিশোরীচাঁদ জননীর আদেশ পালন ও অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। তিনি যখন কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন তখন তাঁহার মাতা সকলকে সমভাবে দেখিতে ও সর্ব্বদা ন্যায় বিচার করিতে বলেন এবং অনেক-গুলি সদুপদেশ প্রদান করেন। এগুলি কিশোরীচাঁদ তাঁহার ডায়েরীর একস্থানে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই।

তাঁহার একমাত্র কন্যা কুমুদিনীকে কিশোরীচাঁদ কিরূপ স্নেহ করিতেন ও তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করিতে কিরূপ যত্নশীল ছিলেন তাহা তাঁহার সহধর্ম্মিণী-লিখিত অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ জীবনকথা হইতে অবগত হওয়া যায়। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

"১২৫৪ সালের বৈশাখ মাসে ৭ তারিখে মঙ্গলবারে বেলা ১১ ঘণ্টার সময় একটী কন্যা সন্তান হইয়াছিল। আর হয় নাই। এই জন্য তিনি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন। বলিতেন, অধিক সন্তান হইলেই অধিক দুঃখ পাইতে হয়। কন্যা-পুত্র উভয়ই সমান। তাঁহার যে একমাত্র কন্যারত্ন হইয়াছিল তাহাতে তিনি দুঃখিত ছিলেন না, বরং সুখী ছিলেন। তাঁহার ঐ কন্যাটীকে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক লালন-পালন করিতেন। যতদিন মফঃস্বলে ছিলেন ততদিন একটি মাষ্টার ও একটি পণ্ডিত কন্যার জন্য রাখিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া বেথুন স্কুলে দেন ও আর একটি মেম রাখেন। একজন পাদ্‌রী সাহেব দেন—তাঁহার নাম মিস্ টুগুড্। তিনি বড় ভদ্র রমণী ছিলেন। তাঁহাকে ৫০৲ টাকা বেতন দিতেন। তিনি ফিরিঙ্গী মেম কি খৃষ্টান পসন্দ করিতেন না—'যাঁদের আপনার জ্ঞান নাই তাঁহারা আবার কি শিক্ষা দিবেন?' মিস্ টুগুড্ ফর্ডাইস পাদরী সাহেবের ছাত্রী, এই জন্য তাঁহাকে শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার কন্যার নাম শ্রীমতী কুমুদিনী। তিনি পিতার ন্যায় গুণবতী, পিতার ন্যায় বুদ্ধিমতী, পিতার ন্যায় নম্রস্বভাবা, পিতার ন্যায় আকৃতি, কিন্তু বোধ হয় পিতার ন্যায় দয়াবতী নন; কারণ এঁর পিতার অসীম দয়া ছিল, সকলের প্রতি সমভাব ছিল, বোধ হয়, এ জগতে তাঁহার মিত্র ব্যতীত শত্রু ছিল না।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে, তিনি উপযুক্ত পাত্রের

হস্তে তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদের জামাতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত নীলমণি দে মহাশয় চিরকাল তাঁহার ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা ও সেবা দ্বারা তাঁহার পারিবারিক সুখ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদের দৌহিত্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত ও সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

'তাঁহার মিত্র ভিন্ন শত্রু ছিল না'—এ কথা অতি সত্য। তিনি অকৃত্রিম বন্ধুবৎসল ছিলেন। সকলেই তাঁহার অমায়িকতা ও সারল্যে বিমুগ্ধ হইয়া বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। কিশোরীচাঁদের সকল বন্ধুই কেবল বন্ধু ছিলেন না—পরম আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য বন্ধুর নামোল্লেখ করাও কঠিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ, মহারাজা রমানাথ ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মহর্ষি তাঁহার সমাজোন্নতিবিধায়িনী সভার সভাপতি ছিলেন এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিতই তাঁহার বেশী বন্ধুত্ব ছিল। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্নাথের সহিত কিরূপ বন্ধুত্ব ছিল, পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। উভয় পরিবারের মধ্যে যে সদ্ভাব ছিল এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত কিশোরীচাঁদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই কি সাহিত্যক্ষেত্রে কি রাজনীতিক্ষেত্রে অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী রাণী ভুবনমোহিনীকে লইয়া কিছুকাল কাশীপুরে বাস করিতেন; সেই সময় উভয় পরিবারের বন্ধুত্ববন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। শুনিয়াছি, কিশোরীচাঁদের মৃত্যুসম্বাদ পাইয়া রাজেন্দ্রলাল আত্মীয়বিয়োগজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘোষ কিশোরীচাঁদের কেবল

বন্ধু ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার গুরু ও আদর্শ ছিলেন। রাম-গোপাল ঘোষের স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে তিনি রামগোপালের যে জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে উভয়ের মধ্যে কিরূপ প্রীতিসম্বন্ধ ছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়। রাজা রাধাকান্ত দেবের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। যদিও অনেক সময় তিনি কিশোরীচাঁদের বহুবিবাহনিবারণ প্রভৃতি সমাজসংস্কার-বিষয়ক চেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, রাজার অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈ-ষণা ও আন্তরিকতার জন্য কিশোরীচাঁদ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করি-তেন। রাধাকান্তদেবের স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হইতে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দু-পেট্রিয়ট-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের সহিত তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। হরিশ প্রায়ই কিশোরীচাঁদের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া দেশহিতকর বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এক বিষয়ে ইহাঁদের মতভেদ ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ তৎসম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' হরিশ্চন্দ্রের যে জীবনকথা প্রকাশ করেন তাহাতে ইহার উল্লেখ আছে। হরিশ মনে করিতেন রাজনীতিসংস্কারই আমাদের দেশোন্নতির একমাত্র উপায়। কিশোরীচাঁদ বলিতেন, ইহার সহিত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন আছে। মাইকেল মধুসূদনের সহিত তাঁহার অত্যন্ত স্নেহের সম্বন্ধ ছিল। যখন মাইকেল কপর্দ্দকবিহীন অবস্থায় মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তখন কিশোরীচাঁদের ভবনেই তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত হন। পৈত্রিক বিষয়লাভের জন্য মোকদ্দমার তদ্বির প্রভৃতিতে কিশোরীচাঁদ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মাইকেলের নিতান্ত দুরবস্থার সময় কিশোরীচাঁদই তাঁহাকে পুলিশ-

কোর্টে ইন্টারপ্রিটারের কর্ম্ম প্রদান করিয়া কবিবরের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। খিদিরপুরে কিশোরীচাঁদের সহধর্ম্মিণীর জ্যেষ্ঠতাত বাস করিতেন; সেই সূত্রে খিদিরপুরনিবাসী কবি মধুসূদন ও রঙ্গলালকে তিনি ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেন।

জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্রও কিছুকাল কিশোরীচাঁদের অধীনে পুলিশ-কোর্টে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার সহপাঠী গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির সহিত কিশোরীচাঁদের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। চিরস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ কিশোরীচাঁদ সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত কিশোরীচাঁদের সমাজসংস্কার-বিষয়ক সভার একজন প্রধান সভ্য এবং ঐ সভার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, বলাইচাঁদ সিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ সেন কিশোরীচাঁদের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্‌ডের' নবীন লেখক ও তাঁহার পরম স্নেহভাজন ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্‌ড' ইঁহাদের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানানুরাগী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কিশোরীচাঁদকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। একবার কিশোরীচাঁদের এক দৌহিত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়। মহেন্দ্রলালের যত্নে তিনি আরোগ্যলাভ করেন। মহেন্দ্রলালকে পারিশ্রমিক দিবার প্রস্তাব করিলে তিনি কিছুতেই কিশোরীচাঁদের নিকট হইতে পারিশ্রমিক লইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে বলেন যে, যদি তিনি যথার্থ তাঁহাকে কিছু প্রদান না করিলে মনক্ষুণ্ণ হন তাহা হইলে তাঁহার

একটি ভিক্ষা আছে। এই বলিয়া তিনি কিশোরীচাঁদের প্রবন্ধাবলী এক সেট যাজ্ঞা করেন। বলা বাহুল্য তাঁহাকে কিশোরীচাঁদ স্বরচিত গ্রন্থনিচয় সানন্দে উপহার দেন। মহেন্দ্রলালও তাঁহাকে তাঁহার চিকিৎসাবিষয়ক মাসিকপত্র কয় খণ্ড উত্তমরূপে বাঁধাইয়া প্রত্যুপহার দেন। মহেন্দ্রলাল কিশোরীচাঁদের ঐ দৌহিত্রীকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অতি অল্প লোকই বোধ হয় জানেন যে, মহেন্দ্রলাল মস্তিষ্ক-তত্ত্ববিদ্যা (Phrenology) যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদের দেহ ভস্মীভূত হইবার পর মহেন্দ্রলাল তাঁহার জামাতা নীলমণিকে তিরস্কার করিয়া বলেন—'তুমি আমাকে আগে সংবাদ দাও নাই কেন?' তিনি তাঁহার অদ্ভুত প্রশ্নের মর্ম্ম অনুধাবনে অক্ষমতা প্রকাশ করিলে মহেন্দ্রলাল বলেন—'আমি তাঁহার মস্তকের ছাঁচ লইতাম।' রামমোহন রায়ের জীবনচরিত-পাঠকগণ জানেন যে ইংলণ্ডে কতিপয় মস্তিষ্কতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত তাঁহার অসাধারণ মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন।

কোন্নগরের উজ্জ্বল রত্ন ধর্ম্মপ্রাণ শিবচন্দ্র দেব কিশোরীচাঁদের একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শিবচন্দ্রের নিমন্ত্রণে কিশোরীচাঁদ অনেকবার কোন্নগরে গিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ কালে কিশোরীচাঁদ সভাপতির আসন হইতে যে মনোহর বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার উপসংহারে বলিয়াছিলেন :—"যদি প্রত্যেক স্থান, নগর এবং গ্রামে, কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেবের ন্যায় লোক থাকিতেন তাহা হইলে সেখানে আরও সুখের অবস্থা পরিদৃষ্ট হইত। আমরা দেখিতে পাইতাম—বিদ্যালয়সমূহ উন্নতিলাভ করিতেছে, পুস্তকাগারসমূহ সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, জ্ঞানের প্রবাহ

দেশের প্রতিকোণ পূর্ণ করিতেছে, মানসিক ক্ষেত্র প্লাবিত ও উর্ব্বর করিতেছে এবং উহার অনিবার্য্য ও কল্যাণময় গতি প্রাচুর্য্য ও সুখ উৎপাদন করিতেছে।" দীনবন্ধু মিত্রও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় কিশোরীচাঁদের স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। জামাইবারিকে দীনবন্ধু তাঁহার যে সকল পরম বন্ধুর নাম দিয়াছেন তন্মধ্যে কিশোরীচাঁদের নামও প্রদত্ত হইয়াছে।

কিশোরীচাঁদের অসংখ্য বন্ধুগণের নাম প্রদান করা এস্থলে সম্ভব নহে। তাঁহার অনেক য়ুরোপীয় বন্ধুও ছিলেন; তাঁহাদের কাহারও কাহারও কথা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদসমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যদিও শেষ অবস্থায় কিশোরীচাঁদের আয় অতি সামান্য ছিল, তথাপি সকল সৎকার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিসভায় বক্তৃতাকালে সেই দেশব্রত মহাত্মার পরোপকারিতা সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ বলিয়াছিলেন, "কেহ তাঁহার নিকট পরামর্শ অথবা সাহায্যভিক্ষা করিয়া বিফলমনোরথ হন নাই। আর্ত্তের আহ্বানে তিনি কখনও বধির ছিলেন না এবং নিয়ত তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি যেরূপ উচ্চমনা ছিলেন সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন তাঁহারাই তাঁহার অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। আমি বলিতে চাহি না যে তাঁহার দান অসামান্য অথবা পরিমাণে অধিক, কিন্তু উহা তাঁহার যৎসামান্য আয় ও সুবিধার হিসাবে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। তাঁহার দানের পরিমাণ অল্প বলিয়া তাঁহার পরোপকারেচ্ছা যে কম ছিল তাহা নহে, কারণ দান করিবার অক্ষমতা সত্ত্বেও পরোপকারেচ্ছা বিদ্যমান থাকিতে পারে, যদিও দানের মূলে পরোপকারেচ্ছা বিদ্যমান না থাকিলে তাহার কোনও

মূল্য নাই। আমার মতে স্বজাতীয়দিগের কল্যাণের জন্য একাগ্র ইচ্ছাই পরোপকারের মূল এবং প্রভূত অর্থ প্রদান (যাহাকে আমি দান বলি) না করিলেও সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে পরোপকার করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ যখন আড়ম্বর এবং অন্যান্য অবিশুদ্ধ কারণ হইতে দান প্রসূত হয় তাহাকে বদান্যতা বলা যায় না।" হরিশ্চন্দ্রের বিষয়ে তিনি নিজে যাহা বলিয়া গিয়াছেন আমরা কিশোরীচাঁদের বিষয়ে ঠিক সেই কথাগুলি প্রয়োগ করিতে পারি।

কিশোরীচাঁদের চরিত্রে একটিমাত্র দোষ আরোপ করা হয়। সে দোষ তৎকালীন হিন্দুকলেজের প্রায় সকল ছাত্রেরই ছিল—অখাদ্য ভোজন এবং মদ্যপান। আমরা এই সকল অনাচারের ঘোর বিরোধী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রামমোহনের ন্যায় ধর্ম্মসংস্কারকও মদ্য-পান সমর্থন ও মাংসভোজনের উপকারিতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন এবং রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃগণের সকলের চরিত্রেই এই দোষ বিদ্যমান ছিল। শুনিয়াছি মদ্যপানের পর মস্তিষ্ক বিকৃত না হইয়া হরিশ্চন্দ্রের মস্তিষ্ক এরূপ সতেজ হইত যে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাসমূহ সেই অবস্থায় লিখিত। কিশোরীচাঁদ যদিও মদ্যপান করিতেন তথাপি আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে তিনি কখনও প্রমত্ত হইতেন না। বরঞ্চ এই সময়ে তাঁহার মস্তিষ্ক এরূপ পরিষ্কার হইত যে তিনি অনর্গল ইংরাজী বক্তৃতা দিতে পারিতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সম্ভ্রান্ত ইংরাজদিগের সহিত মদ্যমাংস ভোজন করায় তিনি তৎকালীন হিন্দুসমাজের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, যদিও সেই হিন্দুসমাজের অনেক নেতা কেবল মদ্যমাংস-ভোজন নহে, তদপেক্ষা গর্হিত অনাচারসমূহ গোপনে করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

কিশোরীচাঁদ কেবল যে দেশের শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক ও রাজনীতিক উন্নতির জন্যই আজীবন চেষ্টিত ছিলেন তাহাই নহে, দেশের শিল্পোন্নতির দিকেও তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি ৺নবগোপাল মিত্র প্রবর্ত্তিত হিন্দুশিল্পমেলার একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় শিল্পবিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম প্রধান সভ্য ছিলেন। তিনি কৃষি ও পুষ্পবিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার কৃষিবিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। তিনি স্বীয় উদ্যানবাটীকায় অনেক পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন এবং পুষ্পের অত্যন্ত আদর করিতেন। বহু শিল্পমেলায় তাঁহার উদ্যানজাত পুষ্পাদি পারিতোষিক লাভ করিয়াছিল। তাঁহার উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অনুরাগসম্বন্ধে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নগেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন, "তিনি মেডিক্যাল কলেজে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং অনেক চিকিৎসক আজিও স্মরণ করেন যে, যে সকল বক্তৃতা নূতন ছাত্রগণের নিকট নিতান্ত অতৃপ্তিকর বোধ হইত সেই সকল বক্তৃতা তিনি ছড়ি হাতে করিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া কিরূপ আগ্রহের সহিত শুনিতেন।

কিশোরীচাঁদের কথোপকথন শক্তি অতি মনোহারিণী ছিল। কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেন, "কথোপকথনে তিনি সরসোক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং তিনি চিত্তগ্রাহী গল্প এবং স্বাভাবিক ব্যঙ্গোক্তিতে এত পরিপূর্ণ থাকিতেন যে আহারকালে তাঁহার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করা অত্যন্ত আনন্দজনক ছিল। তাঁহার অসাধারণ অনুকরণশক্তি ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ভাবভঙ্গী ও স্বরের এরূপ অনুকরণ করিতে পারিতেন যে গৃহের বাহির হইতে কেহ বুঝিতে পারিত না যে বক্তা আর একজনের অনুকরণ করিতেছেন।"

কিশোরীচাঁদ মধ্যমাকৃতি এবং দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার আয়ত নয়নদ্বয় এককালে তাঁহার প্রতিভা ও হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় প্রদান করিত।

কিশোরীচাঁদ একদিকে যেরূপ কুসুমাপেক্ষা কোমল ছিলেন, অপরদিকে তেমনই বজ্রাদপি কঠিন ছিলেন। যাহা তিনি সত্য ও মঙ্গলময় বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাহা করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার কার্য্যে, বাক্যে ও রচনায় তাঁহার অসামান্য নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

তাঁহার দেশভক্তি অতুলনীয়। তিনি প্রাণের সহিত দেশকে ভাল বাসিতেন। দেশের উন্নতিকল্পে তাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিত। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি আজীবন আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। নাটোরে নিজ ব্যয়ে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বহু বিদ্যালয়ে তিনি অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক স্থলেই তিনি বলিয়াছেন যে শিক্ষাবিস্তারই এই বহুব্যাধিসমাক্লিষ্ট দেশের উন্নতির একমাত্র উপায় নহে। শিক্ষার সহিত সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিরও প্রয়োজন। সামাজিক সংস্কারের জন্য তিনি যে কিরূপ আগ্রহের সহিত 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী' সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্ত্রীশিক্ষাপ্রচলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরাকরণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ধর্ম্মবিষয়ে তিনি রামমোহন রায়ের সহিত একমত ছিলেন। কার্পেণ্টার প্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের প্রসিদ্ধ জীবনচরিতে রাজাকে একেশ্বরবাদী খৃষ্টীয়ান প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ১৮৬৬

খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে উক্ত জীবনচরিতের সমালোচন-প্রসঙ্গে কিশোরীচাঁদ লিখিয়াছেন :—

"আমরা এটুকু স্বীকার করিতে পারি যে একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের উপাসনামন্দিরে উপস্থিতি এবং তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমতের প্রতি স্পষ্ট সহানুভূতি হইতে উক্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের তাঁহাকে সমধর্ম্মী বলিয়া বিবেচনা করিবার অধিকার জন্মিয়াছিল। সেইরূপ, বেদান্ত-বাদিগণের প্রতি তিনি যে পরিমাণে আশ্রয় ও আনুকূল্য দান করিয়াছিলেন তাহাতে সম্ভবতঃ তিনি বেদান্তবাদী ছিলেন এইরূপ প্রতীতি জন্মিতে পারে। আবার মহম্মদীয় ধর্ম্মমতের বিশেষ বিশেষ উপদেশ তিনি যেরূপ প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিতেন, তাহাতে তাঁহাকে কোরাণে বিশ্বাসী বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি একেশ্বরবাদী খৃষ্টান ছিলেন না। ডাক্তার কার্পেণ্টারের উপরি-উদ্ধৃত সাক্ষ্য বাক্য হইতেই প্রমাণ হয় যে লণ্ডন নগরে অবস্থানকালে যদিও তিনি তাহাদের উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইতেন তথাপি তিনি কোনও ধর্ম্মসভায় এরূপভাবে যোগদান করিতেন না, যাহাতে উক্ত সভার কার্য্যাবলী বা মতামতের জন্য তাঁহার উপর কোনরূপ দায়িত্ব-স্থাপন করা যায়। আমরা একথাও বলিব, যদিও তাহাতে পুরাতন যুগের ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত বা ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন যে, তিনি বেদান্তবাদীও ছিলেন না। বস্তুতঃ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের পোষকতা বা উপাসনা স্থানে উপস্থিত হইতে তাঁহার নিজ ধর্ম্মমত নির্ণয় করিতে যাওয়া নিতান্তই নিষ্ফল। রামমোহন রায় আসলে একেশ্বরবাদী ছিলেন। আমরা এই পত্রে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম এখনও তাহাই বলিতেছি যে, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে বেন্থামের দার্শনিক পন্থার অনুগামী ছিলেন, অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলির বিষয়ে

তিনি সত্যাসত্যের বিচার না করিয়া কেবল তাহাদের কোন্‌টির দ্বারা মানবের কি পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং কোন্‌টি কি পরিমাণে মানুষের সুখবর্দ্ধন ও দুঃখহ্রাস করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী, তাহাই বিচার করিতেন। সুতরাং তিনি কোন বিশেষ ধর্ম্মমতের পোষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া সেই মত অবলম্বন করিয়াছিলেন এরূপ মনে করা যায় না। তিনি সমস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্মগুলিকে সংস্কার দ্বারা একেশ্বরবাদে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সুস্পষ্টদর্শী, সূক্ষ্মবুদ্ধি, নির্ভীক ও গভীর চিন্তাশীল ছিলেন, এবং ধর্ম্মজগতে বিপ্লব উপস্থিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। দৃষ্টান্ত হইতে মূলসূত্র আবিষ্কার করিবার—ব্যস্ত হইতে সমস্তের ধারণা করিবার,—তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল, এবং তন্ন তন্ন করিয়া সত্যের উদ্ধার ও প্রচার করিবার ইচ্ছা অতি প্রবলা ছিল; এইজন্য তিনি বাইবেল, কোরাণ ও বেদ অভিনিবেশ ও বিচারপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বেদ একেশ্বরবাদেরই উপদেশ দিয়াছে এবং এদেশের পৌত্তলিকতাসূচক আচারাদি পুরাতন ধর্ম্মমতের বিকৃতি মাত্র। তিনি প্রকাশ্যভাবে পৌত্তলিকতার নিন্দা করিয়াছিলেন, এবং তাহার বিনাশসাধন ও বেদের পুরাতন ও বিচারসঙ্গত ধর্ম্মমতের পুনরুজ্জীবনই তাঁহার জীবনের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বাইবেলের উপদিষ্ট ধর্ম্মনীতি অতি বিশুদ্ধ ও উচ্চতম বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল এবং সেইজন্য তিনি তাঁহার দেশবাসিগণের নিকট উহা যথাসাধ্য বিশদরূপে ব্যাখ্যা ও প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'খৃষ্টীয় জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ' নামক তিনটী প্রবন্ধ, উপনিষদসমূহের ব্যাখ্যা এবং 'তোফতুলমোয়াহেদিন' নামক পারস্য ভাষায় রচিত গ্রন্থ

হইতে প্রতীয়মান হয়, তিনি কিরূপ অসাধারণ বিচার-কৌশল ও অশ্রান্ত উৎসাহের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত তিনটী প্রধান ধর্ম্ম সংগঠনের মূলেই একেশ্বরবাদ বিরাজ করিতেছে। তাঁহার দেশের প্রচলিত ধর্ম্মমতের উপর সাধারণ একেশ্বরবাদ সংরোপণ করাই তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমরা বলিয়াছি, তিনি একেশ্বরবাদী খৃষ্টান ছিলেন না। তাঁহার একেশ্বরবাদ চ্যানিং, কার্পেণ্টার, প্রীষ্টলি, পার্কার প্রভৃতির একেশ্বরবাদ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্নরূপ। উহা একরূপ উদার একেশ্বরবাদ। উহা দার্শনিক একেশ্বরবাদ। উহা স্বাভাবিক একেশ্বরবাদ, যাহা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দার্শনিকগণ মানিতেন। বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রধান উপদেশগুলির তিনি যে পোষকতা করিয়াছিলেন তাহা অব্যবস্থিতচিত্ততার লক্ষণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা তাঁহার utilitarianism বা উপযোগিতাবাদের ফল মাত্র। তিনি বাইবেল, বেদ ও কোরাণের একেশ্বরবাদের সমর্থন করিতেন বটে, কিন্তু পৌত্তলিকতার কোনও প্রশ্রয় দেন নাই। হিন্দুসংস্কারকগণের মধ্যে যেরূপ সৎসাহস সচরাচর দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ সৎসাহসের সহিত তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পৌত্তলিকতাসম্ভূত কুসংস্কারগুলির প্রতি পক্ষপাতশূন্য হইয়া কঠোরভাবে মন্তব্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই নিরপেক্ষ কঠোর পুত্তলিবিরোধী যে সকল প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলি হইতে কুসংস্কার ও নরপূজা বিশ্লেষণ ও অপসারণ করিয়া কেবল একেশ্বরবাদের সরল ও সার তথ্যগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, রামমোহন রায়ের নিজের কোন স্পষ্ট ধর্ম্মমত বা বিশ্বাস ছিল না, তিনি স্বাধীন ভাবুক মাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার

সমস্ত জীবনচরিত আলোচনা করিলে এরূপ অনুযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না ইহা সত্য, এবং কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রয়াস পান নাই ইহাও সত্য। তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কিসে ঈশ্বর ও মানবের প্রতি মানবের প্রেম বর্দ্ধিত হয়। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার মানসে তিনি একমাত্র সত্য ও জাগ্রত ঈশ্বরের সার্ব্বজনীন উপাসনাপদ্ধতির প্রচলনের উদ্দেশ্যে বর্ণভেদ ও ধর্ম্মমতভেদ বিচার না করিয়া সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককে একত্র করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।"

কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছেন, কিশোরীচাঁদ স্বয়ং উপরিলিখিত ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিশিষ্ট

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণে কিশোরীচাঁদ (ক)

(১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন দিবসের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে
প্রকাশিত কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিত প্রবন্ধের
ভাবানুবাদ)

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু,—যে শোকাবহ ঘটনা বিগত শুক্র-বার ১৪ই জুন দিবসে সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহার দেশবাসিগণ কর্তৃক যথার্থই একটি জাতীয় শোকের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মনে তাঁহার নাম দেশপ্রাণতার সহিত বিজড়িত, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিরই মনে জন-সাধারণের, এবং তাঁহাদিগের স্বাভা-বিক নেতা—জমিদারগণের উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট।

হরিশ্চন্দ্রের নামে, আমাদিগের মনে কোনও ভারতীয় ঋষির কথা উদিত হয় না—যিনি রামমোহন রায়ের ন্যায় দেশে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রযত্ন করিয়াছিলেন; মনে হয়,—সেই সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের পরম শত্রুর বিষয়, নীলকরগণের নির্ম্মম অত্যাচার, অনধিকারচর্চ্চাকারীর অসংযত উপদ্রব, এবং রাজকর্ম্মচারিগণের অন্যায় ও অবৈধ কার্য্যপ্রণালী যাঁহার তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য ছিল; ক্ষমতার অপব্যবহার ও শক্তির অপচারে বিধিসঙ্গত বাধাপ্রদানের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেদ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার বিয়োগে কাতর, এবং তাঁহার যশোগানে মুখরিত, সেই সময়ে বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে, যথাযথভাবে তাঁহার চরিত্রবিশ্লেষণ ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবন-

কথা বর্ণন সময়োপযোগী হইবে না। সুতরাং কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, অতি অল্প কথায় তাঁহার কঠোর অথচ কোমল চরিত্রের পরিচয় প্রদানে প্রয়াস পাইব। বর্ত্তমান লেখক এই রচনার বিষয়ীভূত মহাত্মার সহিত সাধারণের কার্য্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে, সাহিত্যক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে মিলিত ছিলেন। তাঁহার বহু পরিচিত বন্ধু অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে সূক্ষ্মতরভাবে ও সমভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মনের সর্ব্বাপেক্ষা অনমনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যে অবস্থা তাঁহার স্বাভাবিক হইলেও বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নহে। যদ্দ্বারা মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনের সুন্দর অন্তর্দৃষ্টিলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, লেখক তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সেই সকল অবস্থা অবলোকন করিয়াছেন। লেখক এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন না, কেবল মাত্র এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কারণ প্রদর্শন ও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে কোনও প্রতিভাবান্ বা শিক্ষিত হিন্দুর জীবনের ঘটনা অসাধারণ বা বৈচিত্র্যময় হওয়া অসম্ভব। সামাজিক, রাজনীতিক ও সাময়িক উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকায়, তাঁহাকে সচরাচর কলিকাতার কোনও আফিসে কেরাণীরূপে অথবা অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলে, কোনও পরগণার বা মহকুমার তালুকদার বা সাবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে, কোনও ক্রমে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। দেশের সকল প্রকার উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহারা কেরাণীর ডেস্কে ও ক্ষুদ্র কাছারীতে উৎসর্গীকৃত শক্তিকে কোনও বিস্তৃত প্রদেশশাসনের ক্ষমতায় বিকশিত করিতে পারেন না। যে প্রতিভা মহাত্মা আক্‌বরের সৈন্যগণকে বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রদান করিয়াছিল, এবং

সাম্রাজ্যের কোষাগার সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল; অবিশ্রান্ত লেখনী চালাইয়া, খাজানা আদায় করিয়া, অথবা চোর ধরিয়া, সে প্রতিভার স্ফুরণ হওয়া অসম্ভব। সার্দ্ধ দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র হয়ত টোড়র মল্ল অথবা আবুল ফজ্‌ল্‌ হইতে পারিতেন। কিন্তু যে শাসনপদ্ধতিতে সমস্ত শক্তি অপচিত হয় এবং সমস্ত প্রতিভা বিনষ্ট হয়, তাহারই ফলে, তিনি সামান্য কেরাণীর ন্যায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সহকারী মিলিটারী অডিটর রূপে জীবনের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতামাতা হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। হরিশ্চন্দ্রের সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে তাঁহারা তাঁহাকে বহুবিষয়ে পারদর্শী ও ধর্ম্মশীলতার জন্য বিখ্যাত স্বর্গীয় রেভারেণ্ড মিঃ পিফার্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইউনিয়ন স্কুল নামক মিশনরী (অথবা স্বাধীনভাবে পরিচালিত) বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এইখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি আট বৎসর কাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি শিক্ষকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্বাবধায়ক মিঃ পিফার্ডের সস্নেহ ব্যবহারে উৎসাহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিঃ পিফার্ডের সেই সতত স্নেহশীল ও সদয় ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর কৃতজ্ঞতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিলীন

হয় নাই। একদিন আমাদিগের বাটীতে কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ সি পিফার্ডের সহিত হরিশ্চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার কোনও প্রশ্নের উত্তরে মিঃ পিফার্ড বলেন, তিনি রেভারেণ্ড মিষ্টার পিফার্ডের পুত্র। ইহা শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের অশ্রু উথলিয়া উঠিয়াছিল। তথাপি এমন লোকও আছেন, যাঁহারা এতদ্দেশবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নামক কোনও বৃত্তির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

বাল্যে হরিশ্চন্দ্রের যে প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল, যৌবনে তাহা আশাতীতরূপে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি পাঠে দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই মফঃস্বলস্থ প্রাথমিক শিক্ষালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্যসমূহে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, এবং পর বৎসর হিন্দু-কলেজের উচ্চ বৃত্তির জন্য (senior scholarship) পরীক্ষা প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি উহাতে অকৃতকার্য্য হন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ ব্যতীত অন্য উপায়ে কলেজের উচ্চশিক্ষালাভের অন্তরায় হওয়াতে, তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হয়। প্রথমে তিনি তৎকালীন নীলামদার টলা এণ্ড কোম্পানীর অফিসে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মিলিটারী অডিটর-জেনারেলের অফিসে একটী কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায়, উহার জন্য তিনি আবেদন করেন। ঐ পদের মাসিক বেতন ২৫৲ টাকা মাত্র, কিন্তু প্রার্থী অনেক ছিলেন। তাহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইল; কারণ, তখন এই পরীক্ষাগ্রহণের বাতুলতা (Mania) আরম্ভ হইয়াছে। মিষ্টার জর্জ্জ কেলনার পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার বিষয় ছিল একটী প্রবন্ধরচনা এবং পাটীগণিত। সমস্ত কাগজ দেখিয়া

মিষ্টার কেলনার হরিশ্চন্দ্রের উত্তরপত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। এইরূপে তিনি কেরাণীজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই কেরাণীজীবনের প্রভাব, যাহা সচরাচর প্রতিভা নির্ব্বাপিতপ্রায় করে, হরিশ্চন্দ্রের মানসিক গঠনের উপর তাদৃশ অনুৎসাহজনক অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই। উহা তাঁহার সুন্দর বলিষ্ঠ প্রতিভা নির্ব্বাপিত করে নাই—করিতে পারে নাই। কিন্তু কিছু খর্ব্ব করিয়াছিল। তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই তাঁহার কর্ম্মনিপুণতা স্বীকার করিলেন এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হরিশ্চন্দ্রকে জ্ঞানার্জ্জনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে উচ্চ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বহুবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন। এইরূপ একজন কর্ম্মচারী আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, হরিশ্চন্দ্র প্রায়ই নিজের সংগ্রহ হইতে ও কলিকাতা পাব্‌লিক লাইব্রেরী হইতে পুস্তক আনাইয়া তাঁহাকে পড়িতে দিতেন। অধিকাংশ হিন্দু যুবক, যাঁহারা বিদ্যালয়-পরিত্যাগের সহিত পুস্তকাদির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা তিনি কত বিপরীতভাবাপন্ন ও কত শ্রেষ্ঠ ছিলেন! যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, শৈশবে মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুতে শেষ হয়, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন এবং এতদ্দেশবাসীর পরম মিত্রগণের নিকট হইতে "এতদ্দেশে প্রতিভাশালী বালক আছে, কিন্তু প্রতিভাশালী মনুষ্য নাই"—এই যে অভিযোগ প্রায়ই শ্রবণ করা যায়, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও হরিশ্চন্দ্রের এই অসাধারণ শিক্ষানুরাগ সেই অভিযোগের প্রকৃত প্রতিবাদ। তাঁহার পাণ্ডিত্য তত গভীর ছিল না, কিন্তু তিনি ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতিবিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার

মনের চিন্তাশীল ভাব, অসাধারণ তর্কশক্তি, অপূর্ব্ব মেধা, যাহা পড়িতেন,—তাহা নিজস্ব করিবার বিস্ময়কর ক্ষমতা, এবং রাজনীতিতে অনুরাগের ফলে তিনি অল্প বয়সেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি লেখনী ধারণ করিলেন, এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত পরিচালিত একটি সাময়িক পত্রে তাঁহার অধ্যবসায়ের ফল ও সাহিত্যিক প্রতিভা প্রকাশিত হইল। বেঙ্গল রেকর্ডারে তাঁহার প্রথম রচনাশক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু 'হিন্দুপেট্রিয়ট' প্রতিষ্ঠার * পূর্ব্বে সাহিত্যজগতে তিনি যশঃ অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার সম্পাদকত্বে 'হিন্দুপেট্রিয়ট' শীঘ্রই অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। উহা দেশবাসীর মুখপত্রস্বরূপ হইল এবং সাধারণ বিষয়ে লোকমত অবগত হইবার জন্য উৎসুক গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজভক্তি জ্ঞাপনের উপায়স্বরূপ হইল।

কিন্তু হিন্দুপেট্রিয়ট দেশবাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্র নহে। সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র Reformer (সংস্কারক) প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, এবং তিনিই উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাহার পর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Enquirer (জিজ্ঞাসু) প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার সংশয় দূর হইবামাত্র ঐ কাগজ বন্ধ হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে জ্ঞানালোকবিস্তার কল্পে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য অধুনাবিলুপ্ত পত্রিকার মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণ'ই শ্রেষ্ঠ। ইহা সাপ্তাহিক এবং দ্বিভাষী পত্রিকা ছিল, এবং

---

* 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক 'বেঙ্গলরেকর্ডার' ও 'হিন্দুপেট্রিয়ট' উভয় সংবাদ পত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়। মৎপ্রকাশিত Life ot Grish Chunder Ghose নামক পুস্তকে এই পত্রিকাদ্বয়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

স্বর্গীয় রসিককৃষ্ণ মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। 'জ্ঞানান্বেষণে'র পরে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক আর একটি দ্বিভাষী সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহা বাবু রামগোপাল ঘোষ ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত এবং ইহার জীবনকালে নিপুণতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত সমাজসংস্করণের জন্য যুঝিয়াছিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্সার'ও দেশের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিল। দ্বৈভাষিকতা 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র স্বল্পায়ুর কারণ। হরিশ্চন্দ্র এই ভ্রান্তপথ পরিহার করিয়াছিলেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সর্ব্বদাই স্বাধীনভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছে, এবং অত্যাচারীর বিপক্ষে অত্যাচারিতের পক্ষে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। ইহার সাধারণ ও রাজনীতিক বিষয়সমূহের আলোচনায় অসাধারণ দক্ষতা ও বিচারশক্তি প্রকটিত হইত। মার্কুইস্ অব্ ড্যালহৌসির সর্ব্বগ্রাসিনী নীতি ও অন্যান্য অবৈধ আচরণের নির্ভীক প্রতিবাদ হরিশ্চন্দ্রকে সম্পাদক-শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার পর সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণের নৃশংস অত্যাচার ইংরাজগণের ক্রোধাদি প্রবল রিপুগণকে উত্তেজিত এবং তাঁহাদিগের বিচারশক্তিকে খর্ব্ব করিল। তাঁহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া অবিলম্বে প্রতিহিংসাগ্রহণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে 'পেট্রিয়ট' এই সকল উন্মত্ত ব্যক্তিগণের ও ভীত জনসাধারণের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে দণ্ডায়মান হইয়া দেশের অমূল্য উপকার সাধন করিয়াছিল। যখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব্ব সঙ্কটকাল উপস্থিত, এবং বেসরকারী য়ুরোপীয়গণ লর্ড ক্যানিংএর পদচ্যুতির প্রার্থনা এবং দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার শাসনকার্য্যে বাধাপ্রদান করিতেছিলেন, তখন 'পেট্রিয়ট' এই উন্মত্ত ও অজ্ঞান আন্দোলনকারিগণকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়া-

ছিলেন, দেশবাসিগণকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সমবেত হইবার নিমিত্ত আহ্বান এবং ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

নীলবিপ্লবে এই স্বদেশহিতৈষী (patriot) যে কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দেশবাসিগণের কৃতজ্ঞতার অন্যতম কারণ। আমাদিগের সহযোগী দুর্ব্বল প্রজাগণের একজন কর্ম্মনিপুণ, উপযুক্ত ও নির্ভীক পক্ষসমর্থক হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও অশেষবিধ দৃষ্টান্তসম্বলিত আক্রমণের প্রতিবাদ নীলকরগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

'হিন্দুপেট্রিয়টে' নীলকরগণের অত্যাচারের মর্ম্মস্পর্শী ও অবিশ্রান্ত প্রতিবাদ করিয়া যে উচ্চস্বর উত্থিত হইত, তাহাতেই এই অসাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রের প্রধানতম বৃত্তিগুলির স্বরূপ ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্বর আন্তরিক স্বদেশপ্রেমিকের কণ্ঠস্বর। আমরা গভীর চিন্তার পর হরিশ্চন্দ্রকে অসাধারণ বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি গভীর ছিল না। হয় ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের নিম্নতম শ্রেণীর চতুর ছাত্রগণের ন্যায় সুন্দররূপে সেক্সপীয়র বা মিল্টন আবৃত্তি করিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি প্রভূত, অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন। তিনি কিরূপ হীন অবস্থায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাতে যে প্রতিভা ছিল, তাহা অকৃত্রিম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দারিদ্র্য উহাকে খর্ব্ব করিতে পারে নাই। কখন শক্তিপ্রয়োগের উপযুক্ত কাল, তাহা তিনি জানিতেন, এবং দেশে রাজনীতিক নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি আপনাকে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ছিল, যাহা কিছু

অকিঞ্চিৎকর ছিল, সমস্তই তিনি একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়ত নিয়োজিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সেই সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তাহাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। সেই সংকল্পসিদ্ধিই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা সেই সংকল্পসিদ্ধির পক্ষে বাধাপ্রদান করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার শত্রু ছিলেন। যদিও তিনি সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন না, তথাপি (আমাদিগের বোধ হয়, তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন) রাজনীতিক অবস্থার উন্নতির অসাধারণ কার্য্যকরী শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহার দেশবাসিগণের মধ্যে রাজনীতিক নবজীবন সঞ্চারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা প্রকাশ্য ভাবে এই ভাব ব্যক্ত করিতেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, একদা আমাদিগের ভবনে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফের সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, কেবলমাত্র রাজনীতিক উন্নতির দ্বারা আমাদিগের দেশে নবজীবনসঞ্চাররূপ মহাকার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না। আমরা অস্বীকার করি না যে, ন্যায়সঙ্গত রাজনীতিক অধিকারলাভ দেশকে সঞ্জীবিত করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় (যথা,—যে সকল রাজনীতিক ক্ষমতার অভাবে দেশ শক্তিহীন, সেই সকল অভাব মোচন কর, দেশবাসিগণকে রাজনীতিক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান কর; মহারাজ্ঞীর ঘোষণাপত্রের সাধু সংকল্প পূর্ণ কর)। কিন্তু রাজনীতিক উন্নতির সহিত সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ না হইলে যথার্থ ভারতপ্রেমিকের আশা পূর্ণ হইতে পারে না।

আমরা এই পত্রিকার স্তম্ভে 'হিন্দুপেট্রিয়টের' স্বর্গীয় সম্পাদককে

প্রায়ই ভ্রান্ত স্বদেশহিতৈষী বলিয়া অভিহিত করা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছি; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা তাঁহার স্বদেশপ্রেমের অকৃত্রিমতা বা আগ্রহে সন্দিহান হই নাই।

আমাদের আরও বিশ্বাস যে, তিনি আশা-পূর্ণ স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, এবং আমাদিগের ও আমাদিগের অধিকাংশ বন্ধুর ন্যায় অন্ধকারময় বর্ত্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখিয়া ব্যথিত হন নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রত্যেক অবস্থার আশাপূর্ণ অংশটি দেখিতেন, যে সমাজে তিনি বাস করিতেন, গতায়াত করিতেন, এবং যে সমাজে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল, তাহার ভীষণ ক্ষতপূর্ণ অঙ্গটী দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার দেশবাসীদিগের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তাঁহার যে চরম মত ছিল, তাহার কারণ তাঁহার এই মনের ভাব। আমরা অবশ্য অতি দুঃখের সহিতই এই সকল কথা বলিতেছি, ক্রোধবশতঃ নহে; কারণ, আমরা বিশ্বাস করি যে, যথার্থ চিকিৎসকের ন্যায় ক্ষত আরোগ্যের পূর্ব্বে ক্ষতের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত শলাকা প্রবেশিত করা যথার্থ সংস্কারকের কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সংস্কারক-রূপে হরিশ্চন্দ্রের কোনও দোষ বা ত্রুটী লক্ষিত হইয়া থাকে, তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রগুণে, তাঁহার সারল্যে, তাঁহার আন্তরিকতায়, তাঁহার প্রকৃতিগত উচ্চ হৃদয়ে তাহা যথেষ্টরূপে সংশোধিত করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ উচ্চমনা ছিলেন, সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যথার্থ অতিথিসেবাপরায়ণ ছিলেন। যে সকল বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার আতিথেয়তার প্রতিদান দিতে পারিতেন, তিনি তাঁহাদেরই সেবা করিতেন, এমন নহে; পরন্তু যাঁহারা প্রতিদান দিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগেরই অধিকতর সেবা করিতেন। এই বিষয়ে তিনি ঈশার উপদেশ বর্ণে

বর্ণে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে পরামর্শ ও সাহায্যপ্রার্থিগণের সমাগমস্থল ছিল, এবং তিনি স্বকীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে অকাতরে পরামর্শ ও সাহায্য উভয়ই প্রদান করিতেন। ইহাই তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কারণ, অন্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় যিনি নিঃস্বার্থভাবে দেশবাসীর দুঃখমোচন ও সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রযত্ন করেন তিনিই যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক। আত্মত্যাগে স্পৃহা না থাকিলে স্বদেশপ্রেমিকতা থাকিতে পারে না। যে অসাধারণ হিন্দু সম্প্রতি পরলোক গমন করিলেন, তাঁহার জীবনই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস এই যে সেই বহুশিক্ষাপ্রদ জীবনের শিক্ষা আমাদিগের দেশবাসীর হৃদয়ে বিফল হইবে না। আমাদিগের আরও আশা এই যে, বহুসংখ্যক শিক্ষিত দেশবাসী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন, এবং তাঁহার দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহের অধিকারী হইয়া দেশে নবজীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবেন।

পরিশিষ্ট (খ)

রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের বক্তৃতা।

(১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, ১৪ই মে তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন
কর্ত্তৃক আহূত সভায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের
সভাপতিত্বে বিবৃত ইংরাজী বক্তৃতার
ভাবানুবাদ)

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং ভদ্রমহোদয়গণ! আমি মদীয় পরমবন্ধু সত্যানন্দ ঘোষাল কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবটির সমর্থন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি এবং বিষাদ-বিমিশ্রিত আনন্দের সহিত এই অনুরোধ পালন করিতেছি। যে স্বর্গগত মহাত্মার স্মৃতির সম্মানার্থে আমরা এস্থানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলাম বলিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। মহাশয়, আমাদের পরলোকগত সমাজপতি মহাশয় যেরূপ দীর্ঘ এবং নিষ্কলঙ্ক, ন্যায়নিষ্ঠ এবং গৌরবময় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই সেইরূপ জীবন যাপন সম্ভব হইয়া থাকে। তাঁহার বিবেচনায় দেশের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তাহার একাগ্র সাধনাতেই তাঁহার জীবন উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। যদিও তিনি সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং উচ্চ কুলগৌরবের অধিকারী ছিলেন, তথাপি রাজা রাধাকান্ত বিলাসী ধনীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া কেবল মাত্র একজন চিরস্মরণীয় মহাত্মার তৃতীয় বংশধররূপে পরিচিত হইতে অসম্মত ছিলেন।

স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব

শ্রমবিমুখ এসিয়াবাসীর পক্ষে যে সকল প্রলোভন দমন করা সচরাচর দুঃসাধ্য বোধ হয় সেই সকল প্রলোভনকে জয় করিয়া, বিলাসের চিরানুসৃত পন্থা পরিহারপূর্ব্বক তিনি সাহিত্যের উন্নতিসাধন-কল্পে এবং পৃথিবীতে জ্ঞানালোক বিস্তাররূপ মহাকার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার,—স্বজাতি সেবারূপ মহান্ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রধানতঃ প্রণোদিত হইয়া সংস্কৃত সাহিত্য-জ্ঞানের প্রচার এবং পাশ্চাত্যসাহিত্য-বিজ্ঞানাদি প্রচারের পথ স্বরূপ 'মহাবিদ্যালয়ের' প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষকগণের সহিত আন্তরিকভাবে যোগদান করিয়াই তিনি সিদ্ধিলাভ করিবেন, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরে হিন্দুকলেজ নামে প্রসিদ্ধ এই 'মহাবিদ্যালয়ের' উন্নতি ও বিস্তারকল্পে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ডেবিড হেয়ার কর্তৃক, প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় এবং পাঠশালার উন্নতির প্রতিও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং তিনি সেই চিরস্মরণীয় জ্ঞান-প্রচারকের অতি যোগ্য সহকারিরূপে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলার সমাবেশ দ্বারা, নিয়মিত ও উত্তমরূপে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা দ্বারা, স্বীয় ভবনে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা-গ্রহণ পূর্ব্বক ছাত্রগণের মানসিক উন্নতির পরীক্ষা করিয়া তিনি এই পাঠশালাসমূহের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সানন্দে সুকুমারমতি বালকবালিকা-গণের বোধগম্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকাদির সঙ্কলন বিষয়ে তাঁহার উপদেশ এবং সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল এই সভায় অবৈতনিক দেশীয় সম্পাদকের কার্য্যও সম্পাদিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকরূপে, হিন্দুকলেজের অন্যতম পরিচালক-রূপে, স্কুল বুক সোসাইটীর সম্পাদকরূপে, হেয়ার সাহেবের স্কুল

এবং পাঠশালাসমূহের পরিদর্শকরূপে, রাজা রাধাকান্ত এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তার-বিষয়ে যে প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে।

তাঁহার সময়ে স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে বহু বাদানুবাদ চলিতেছিল। রাধাকান্ত দেব মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তন-প্রথার সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা-প্রদানের প্রথা অনুমোদন করেন নাই। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে তিনি অজ্ঞতা এবং আলস্যের মধ্যে নারীজাতিকে বৰ্দ্ধিত হইতে দেওয়ার কুফল সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রাধাকান্তের যশঃ পূর্ব্বাগামী বক্তৃগণ কর্ত্তৃক উল্লেখিত বিরাট সংস্কৃত কোষগ্রন্থের উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। এই বহু-শ্রমসাধ্য সাহিত্যসেবাব্রতের সাধনায় তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়োজিত ছিল এবং এই গ্রন্থখানি তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অক্ষয়-কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে। অসংখ্য শব্দের সমাবেশ এবং অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা এই কোষগ্রন্থখানিকে সংস্কৃতভাষা-শিক্ষার বিশেষ উপযোগী করিয়াছে।

একাধিক বক্তা রাজার ধর্ম্মমতের বিষয়ে বলিয়াছেন। আমার বোধ হয়, উহা ব্যক্ত না করিলেই ভাল হইত; কারণ ধর্ম্ম কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার মধ্যে একটি গূঢ় সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে এবং সাধারণতঃ জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রকাশ করা অনুচিত। কিন্তু আমি সকলের অপেক্ষা রাজার বিবিধ গুণগ্রামে অধিকতর মুগ্ধ হইলেও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার প্রতি যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে অসমর্থ, কারণ উহাতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল হওয়ার

সম্ভাবনা অধিক এবং রাজা রাধাকান্তের আত্মাই উহার অনুমোদন করিবে না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যেন তিনি মানবসমাজের অলঙ্কারবিশেষ ছিলেন; যেন তাঁহাতে মানবজীবনের কোনও অসম্পূর্ণতা ছিল না, যেন তাঁহার কুসংস্কার উন্নতির অন্তরায় না হইয়া উহার সহায় হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রাজার প্রভাব কেবলমাত্র সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কখনও বিপরীত দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে নাই। এ সকল বাক্যের প্রতিবাদ না করিলে আমার বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে। আমার স্থির বিশ্বাস যে, যখন তিনি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সতীদাহ-নিবারণ-বিষয়ক বিধির প্রতিবাদকল্পে আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিম্বা যখন তিনি ধর্ম্মসভার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, কিম্বা যখন তিনি Lex Loci আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন অথবা যখন 'বন্ধুবর্গসমবায়' কর্ত্তৃক প্রেরিত বহুবিবাহ-প্রথানিবারণবিষয়ক আবেদনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তখন রাজার প্রভাব দেশের যথার্থ উন্নতির সহায় হয় নাই। যখন তিনি এই সকল আন্দোলন করিতেছিলেন তখন তিনি স্বীয় বিবেকানুযায়ী কার্য্য করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি অজ্ঞাতভাবে উন্নতিচক্র বিপরীত দিকে আবর্ত্তিত করিতেছিলেন। প্রত্যুত:, সভ্যযুগের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় তিনি যে বিশ্বাসের এবং কুসংস্কারের মধ্যে শৈশবে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন সেই বিশ্বাস ও কুসংস্কারকেই চিরদিন অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি উহা অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সোপানে উঠিতে পারেন নাই এবং দেশের এই সকল প্রাচীন পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁহার অনুরাগ,

শিক্ষাবিস্তার এবং অন্যান্য উদার দেশহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহার অপূর্ব্ব আগ্রহের ন্যায়ই প্রবল ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সম্পূর্ণরূপে গোঁড়ামী বর্জ্জিত ছিল এবং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বদাই নিজের বিবেকানুযায়ী কার্য্য করিতেন। মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ব্যাপার—ধর্ম্মে—যে গুণ অত্যন্ত বিরল সেই একাগ্র আন্তরিকতা তাঁহার ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার সকল কার্য্যই তাঁহার বিশ্বাস ও মতের অনুযায়ী ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহাই করিতেন। তাঁহার শিক্ষিত দেশবাসীর মধ্যে অনেকেরই বিষয়ে এরূপ কথা বলা যায় না—ইঁহাদের বিশ্বাস একরূপ কার্য্য অন্যরূপ, ইঁহারা প্রাতে মহাসমারোহে পূজা করেন, প্রদোষে গোমাংসাদি অখাদ্য ভক্ষণ করেন। রাজার ধর্ম্মমতের সহিত আমার ধর্ম্মমতের বৈলক্ষণ্য থাকিলেও আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে সসম্ভ্রমে অথচ নিরপেক্ষভাবে, তাঁহার সঙ্কল্পের স্বাতন্ত্র্য, গভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, সাহিত্যসেবার নিষ্ঠা এবং অপূর্ব্ব বদান্যতার উচ্চ প্রশংসা করিতেছি।

রামগোপাল ঘোষ

পরিশিষ্ট (গ)

রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদের বক্তৃতা

(১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২২ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ব্রিটিশইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক আহুত সভায় বিবৃত ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ)

আমি পরবর্ত্তী প্রস্তাবটী উত্থাপিত করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রস্তাবটী এই :—

"স্বর্গীয় মহাত্মার স্মরণার্থে কোন উপযুক্ত প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি স্থাপিত হউক ও নিমতলা শ্মশান ঘাটে মৃতের সংকারার্থে সমাগত ব্যক্তিগণের ব্যবহারার্থে তাঁহার নামে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করা হউক এবং এতদর্থে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হউক।"

যে বান্ধবের স্মৃতিরক্ষা কল্পে এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইতেছে, তিনি কেবল আমারই প্রিয়বন্ধু ছিলেন, এমত নহে ; পরন্তু এই স্থলে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের অনেকেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগের জন্য আমি তাঁহার জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। মহাশয়, এই সভা ব্যক্তিগত শোকপ্রকাশের স্থল নহে ; পরন্তু আমার বোধ হয় যে, রামগোপাল ঘোষের ন্যায় মহাত্মার মৃত্যু আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্যের সূচনা করিতেছে। তাঁহার পরলোকগমনে ভারতমাতা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সমর্থ সন্তানকে এবং আমাদিগের সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সাহসী দেশনায়ককে হারাইলেন।

আমার আরও বোধ হয় যে, যিনি এতকাল এইরূপে দেশকে ভাল বাসিয়াছেন এবং দেশের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিপূজায় ঈশ্বর প্রীত হন এবং মানবহৃদয় উন্নত হয়।

রামগোপাল বহুবিধ সদ্‌গুণ এবং অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দারিদ্র্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া, জীবনের প্রারম্ভে শক্তিমান্ ধনবান্ আত্মীয় এবং বন্ধুগণের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াও তিনি সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উচ্চস্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বভাবদত্ত প্রতিভা এবং অদম্য অধ্যবসায়গুণে তিনি এইরূপ প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; তিনি সকলের ন্যায় ইংরাজ-চরিত্রের সত্যপরায়ণতা, উদ্যম এবং দৃঢ়তাগুণে বিমুগ্ধ হইলেও, কখনও উচ্চপদস্থ ইংরাজের তোষামোদে প্রবৃত্ত হন নাই; পরন্তু তিনি ইংরাজদিগের ন্যায় মানুষ এবং সমান অধিকার বিশিষ্ট, ইহাই সর্ব্বদা প্রতিপন্ন করিতেন—রাজপ্রতিনিধির ন্যায় উচ্চপদ-প্রাপ্তির জন্যও তিনি তাঁহার আত্মসম্মান এবং আত্মমর্য্যাদা বিন্দু-মাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত ছিলেন না। অনেকের বিশ্বাস যে, বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁহার উন্নতি অপ্রতিহত ছিল—ইহা সত্য নহে। অনেকবার তাঁহার ঋদ্ধি প্রতিহত হইয়াছিল—অনেকবার তিনি প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কখনও তিনি জীবন-সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, অসামান্য শক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তিনি সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শিক্ষা অতি সরল ও হৃদয়স্পর্শী। তাঁহার জীবনের শিক্ষা এই যে, আত্ম-নির্ভর ও আত্মসম্মানজ্ঞান, অদম্য অধ্যবসায় এবং সাধু আচরণের সহিত সম্মিলিত হইলে সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হয়।

দেশহিতৈষণা এবং দেশ-সেবায় নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা আমাদের প্রিয় বন্ধুবরের চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। দেশবাসিগণের নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষবিধানই দেশোন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া তিনি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, শিক্ষা-বিস্তারই দেশকে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের পঙ্কিলভূমি হইতে উন্নীত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সেই জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি এবং অর্থবল শিক্ষাবিস্তার কল্পে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে শিক্ষাকল্পদ্রুম একটী ক্ষুদ্র চারা-গাছ মাত্র—অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল—উহার সযত্নপালন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। ডেবিড্ হেয়ার সর্ব্বপ্রথমে উহার পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগোপাল এই বিষয়ে বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য ও তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতেন এবং বিদ্যা-লয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান করিতেন এবং তাহা-দিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন। তাঁহার শিক্ষাস্থান হিন্দুকলেজেও ঐরূপ করিতেন। ঠনঠনিয়ায় তিনি স্বয়ং একটি বিদ্যালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি মেডিকাল কলেজের উন্নতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহার সাফল্যে দেশের মহাকল্যাণ সংসাধিত হইবে।

আমাদের পরলোকগত বন্ধুর চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ বদান্যতা। তাঁহার বদান্যতা সত্ত্বগুণাশ্রিত এবং স্বভাবসিদ্ধ ছিল এবং মানবজীবনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট নিবারণার্থে নিরন্তর প্রয়াস পাইত। যাঁহারা তাঁহার সহিত আমার ন্যায় ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, তিনি

নিজের জন্য নহে—পরের জন্য—জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রার্থনা করিতেন, তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই সর্ব্বদা সানন্দে সদুপদেশ দান ও সাহায্য করিতেন তিনি ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর নেটিভ কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং এইরূপে এই মহানগরীর বৃদ্ধ এবং অক্ষম দরিদ্রগণকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। সকলপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিতই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এমন কোনও সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে তিনি মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার সদনুষ্ঠানে দান দেশের সর্ব্বত্র সমৃদ্ধিশালী জমিদার ও মহাজনগণের অনুকরণীয় হওয়া উচিত—ইহাতে তাঁহারাও যশস্বী হইবেন এবং দেশবাসীও উপকৃত হইবেন।

তিনি যে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার জীবনের কার্য্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় * বলিয়াছিলেন যে, রামগোপাল ঘোষের ধর্ম্মমত কি ছিল, তাহা বলা দুষ্কর। কিন্তু তাঁহার কার্য্যাবলীর আলোচনা করিলে এই প্রশ্নের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। আচার্য্য মহাশয় 'ধর্ম্মমত' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, সেই অর্থে রামগোপাল কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তী ছিলেন না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে মানবসমাজের সেবাই পরমেশ্বরের সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়—এই মতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আচার্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে যে তর্কবিতর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি দুঃখিত হইলেও আমি তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, রামগোপাল

* রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয়ের ধর্ম্মে অন্বিত ছিলেন এবং শৈশব হইতেই পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ ও প্রার্থনারত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার ঈষদ্ বিকম্পিত অধরে প্রার্থনাবলী উচ্চারিত হইয়াছিল এবং তিনি সম্পূর্ণ শান্তিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মহাশয়, যে মহদ্‌গুণ তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল, এবার আমি রামগোপাল ঘোষের চরিত্রের সেই সর্ব্বপ্রধান গুণের বিষয়ে বলিব। এইবার আমি তাঁহার জনহিতৈষণার বিষয়, জনহিতকর অনুষ্ঠান-সমূহে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে অপূর্ব্ব বাগ্মিতা তাঁহাকে এই ভূমিকার অভিনয়ে সাফল্য প্রদান করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিছু বলিব। একটি প্রবাদ আছে যে 'মানুষ নিজমুখেই অপরাধী সাব্যস্ত হয়' অর্থাৎ নিজের কথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। রামগোপালের অপূর্ব্ব জনহিতৈষণা এবং বাগ্মিতা তাঁহার নিজের বাক্য দ্বারাই আমি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। আমার হস্তে প্রকাশ্য সভাসমূহে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা সমন্বিত একখানি পুস্তক আছে, কিন্তু উহা হইতে পাঠ করিয়া আমি আপনাদিগের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। আমি কেবলমাত্র সংক্ষেপে সেইগুলির উল্লেখ করিব।

বক্তৃতাশক্তি তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল, কৈশোর হইতে উহার অনুশীলন দ্বারা তিনি উহা যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ড ক্লাবে যেরূপ অনেক ইংরাজ বাগ্মী বক্তৃতাশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনে সতত তর্কবিতর্কে যোগদান করিয়া তিনি সেইরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিং তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক অবধারণসমূহ প্রকাশিত করেন। তজ্জন্য লর্ড হার্ডিংএর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের নিমিত্ত ফ্রিচার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনের

গৃহে দেশবাসিগণের একটি বিরাট সভা আহূত হয়, তথায় রামগোপাল তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে লর্ড হার্ডিংএর দেশ-সুশাসনের জন্য তাঁহার কোনও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থে য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক টাউনহলে একটি সভা আহূত হয়। লর্ড হার্ডিংকে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদানের প্রস্তাব হয়, তাহাতে দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারবিষয়ক তদনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর উল্লেখ করা হয় নাই। এই স্থলে উপস্থিত মদীয় বন্ধু আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ভ্রমসংশোধনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সভার প্রধান উদ্যোগী ব্যারিষ্টার মহোদয়গণ আচার্য্য মহাশয়কে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পান। তখন রামগোপাল উঠিয়া স্বদেশপ্রত্যাগমনোন্মুখ বড়লাট বাহাদুরের শিক্ষাবিষয়ক নীতির উল্লেখ করিবার প্রয়োজনীয়তা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি লাট বাহাদুরের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তও একটি প্রাণস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি ফলপ্রদায়িনী হইয়াছিল এবং এই সময় হইতেই তিনি বাগ্মী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন দিবসে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স্ সভায় ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত রাজকর্ম্মচারি-নিয়োগ-বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। এই প্রস্তাব অনেক বিষয়ে উত্তম হইলেও দেশবাসীর সমুচিত ও ন্যায়সঙ্গত আশার অনুযায়ী হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার, বিচার-বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের বেতনবৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধিকারী পূর্ত্তকার্য্যের বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে কতিপয় অতিপ্রয়োজনীয় এবং তাঁহাদের বিবেচনায় অপরিহার্য্য

প্রশ্নের উল্লেখ না দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া রামগোপাল দেশনায়কগণকে একটি প্রকাশ্য সভা আহূত করিতে অনুরোধ করিলেন। এতদনুসারে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জুলাই দিবসে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতায় এরূপ বিরাট সভা পূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। টাউনহলের সোপান হইতে শত শত ব্যক্তিকে বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা সম্বন্ধে তিন সহস্র হইতে দশ সহস্রের মধ্যে অনেকে অনেকপ্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কলিকাতা এবং উহার উপকণ্ঠস্থ প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সমাজের সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই তথায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সভার প্রাণস্বরূপ রামগোপাল এই উপলক্ষে একটি অতি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন্। ইহাই বোধ হয় তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা এবং ইহা সমাগত জনসঙ্ঘের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ স্পর্শ করিয়াছিল। লণ্ডনে প্রকাশিত টাইম্‌স্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ইহাকে বক্তৃতার চূড়ান্ত ("Masterpiece of oratory") বলিয়া শতমুখে ইহার প্রশংসা করেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিমতলা হইতে শ্মশানঘাট স্থানান্তরিত করিবার সঙ্কল্প করিলে, উহার প্রতিবাদকল্পে তিনি যে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন, তাহাই তাঁহার শেষ প্রকাশ্য বক্তৃতা। যদিও শ্মশানঘাট স্থানান্তরিত করিবার বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত—ধর্ম্মগত—কোনও আপত্তি ছিল না, তথাপি প্রবলা কল্পনাশক্তি এবং সর্ব্বজনীন সহানুভূতি প্রযুক্ত তিনি রক্ষণশীল দেশবাসিগণের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের অভিযোগের কারণ সম্পূর্ণ-

রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং অপূর্ব্ব বাক্‌পটুতাসহকারে সেই অভিযোগ বিজ্ঞাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইংরাজী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং রাজনীতিক্ষেত্রে জননায়ক-রূপে তিনি দেশের যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক চিরদিন তাঁহার স্মৃতি কৃতজ্ঞতার সহিত সম্পূজিত হইবে। য়ুরোপীয় সমাজের কয়েকজন প্রতিনি[illegible] আমাদিগের সহিত এই মহা[illegible]র স্মৃতিপূজায় যোগদান করিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি এবং আমি আশা করি যে, যে পরলোকগত মহাত্মার স্মৃতি-পূজার্থে আমরা এই স্থলে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার অতুলনীয় কর্ম্ম-জীবনের দৃষ্টান্ত মনুষ্যত্বের প্রকৃতিগত গুণ, জাতি, অবস্থা এবং ধর্ম্মের পার্থক্য দূর করিয়া য়ুরোপীয় এবং দেশীয়, কর্ম্মচারী এবং সাধারণ ব্যক্তি—সকলকেই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে যথোচিত শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে উত্তেজিত করিবে।

প্রসন্ন কুমার ঠাকুর

পরিশিষ্ট (ঘ)

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদের বক্তৃতা

(১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯ শে অক্টোবর দিবসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক আহূত সভায় প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ)

সভাপতি মহাশয় এবং ভদ্রমহোদয়গণ! যে পরলোকগত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আমরা এই স্থানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার অশেষবিধ গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া যদি আমার বাক্‌শক্তি তিরোহিত না হইত, তাহা হইলে আমি আমার ক্ষীণস্বর উত্থিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতাম না। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলিব—অধিক বলিবার সামর্থ্য নাই। বহুদিন পূর্ব্বে—যখন আমি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলাম, এবং তিনি উহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন—তখন হইতে স্বর্গীয় মহাত্মাকে আমি জানি। কিন্তু তাঁহার সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশি নাই, এবং সেই জন্য তাঁহার গার্হস্থ্য এবং ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম। কিন্তু জননায়করূপে তাঁহার যে সকল বিবিধ সদ্‌গুণ বিরাজিত ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ও তাহার প্রশংসা করিবার বহু সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। বাবু প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর বিশেষভাবে একজন স্বদেশহিতৈষী জননায়ক ছিলেন, এবং দেশের অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তরুণ বয়সেই,—যখন সংবাদ-পত্রাদি আজিকার ন্যায় কল্যাণ ও অকল্যাণের

সাধন করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই,—তিনি উহার শক্তির গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে দেশের অভাব-অভিযোগের কথা সুপ্রকাশ করিলে দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি 'রিফর্মার' (সংস্কারক) নামে একখানি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাপ্তাহিক পত্রখানি অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইত। উহার জীবনকালে উহা দেশের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিল। উহার পরে 'জ্ঞানান্বেষণ' 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'হিন্দুপেট্রিয়ট' প্রভৃতি বহু সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরই ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদ পত্রের জন্মদাতা বলিয়া অভিহিত হইবেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটী বা জমিদার-সভা সংস্থাপন করেন, তখন বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মিষ্টার কব হারীর সহিত উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্পাদকরূপে ইনি ভূমিসংক্রান্ত বহু জটিল প্রশ্নের আলোচনায় যোগদান করিতেন। 'কলিকাতা জর্ণ্যালে'র স্তম্ভগুলির প্রতি নেত্রপাত করিলে ইহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহে অদ্য আমরা সমবেত হইয়াছি, সেই সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সকলেই অবগত আছেন—বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্ম ও ভাবরাজ্যের এই বর্ত্তমান বিপ্লবের প্রধান. নায়কগণ যে হিন্দু-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বিদ্যালয়ের সহিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। উহার তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালকরূপে তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত সর্ব্বদাই আগ্রহপূর্ণ যত্ন করিতেন। কিন্তু ব্যবহারশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ

তিনি ব্যবহারশাস্ত্র—রেগুলেশন আইন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,—তাহাই নহে,—তাঁহার সূক্ষ্মবিচারশক্তি ও অপূর্ব্ব মেধা তাঁহাকে এই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ পারদর্শী করিয়াছিল। রেগুলেশন আইনের ইতিহাসের জ্ঞানে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। বিবিধ রেগুলেশন এবং ব্যবস্থা, গবর্ণমেণ্টের যে সকল মন্তব্য, অবধারণ বা ব্যবস্থাপক সভার আলোচনায় বিধিবদ্ধ, পরিবর্ত্তিত, বা পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার নখদর্পণে ছিল, এবং যেন স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানপ্রণোদিত হইয়া তাহা যে কোনও মুহূর্ত্তে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। যখন ভূমিকরবিষয়ক আইন (Rent Law) এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি (Civil Procedure Code) প্রস্তুত হয়, তখন তিনি ব্যবস্থাপক সভাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য সদস্যগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উইলে তিনি যে সকল দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব সূক্ষ্মদর্শিতা ও বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

যাঁহারা সম্মানজনক ব্যবসায়ে সাধুভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রভূত সম্মান ও ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহারা দেশের সেবা দ্বারা তাঁহাদিগের স্বজাতির মঙ্গলসাধন করিয়াছেন,—সেই সকল হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ এবং রাজনীতিজ্ঞদিগের স্মৃতি যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভে বিরাজিত আছে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামও তথায় উচ্চস্থান অধিকৃত করিবে।